সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

দেশ থেকে পাচার ২২লাখ কোটি টাকা

ঢাকা : ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

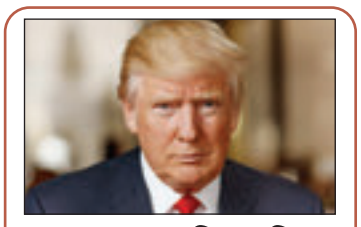

যেভাবে ছড়িয়েছিল ট্রাম্পের মৃত্যুর গুজব

বাংলাদেশ ডেস্ক : স্বাস্থ্য নিয়ে জল্পনা ও ভুল তথ্যের *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

Weekly Bangladesh ॥ Vol. 28 • Issue 13 • Thursday, 04 September 2025 • ২০ ভাদ্র ১৪৩২, ১২ রবিউল আওয়াল

চারিদিকে গুজবের ছড়াছড়ি : সামনে বড় তিন চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংকট ঘনীভূত!

বাংলাদেশ রিপোর্ট: বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংকট ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে । নতুন নতুন জটিলতায় জনমনে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বেড়ে চলেছে। তারা এক ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে কি হবে না এমন সংশয় ও সন্দেহ তাড়া করছে রাজনৈতিক দলগুলোকে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর বছর কেটে গেলেও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। স্মরণকালের সবচেয়ে দুর্বল এই সরকারের উপর ভরসা হারিয়ে *(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)*

ডিপোর্টেশনের ওপর ফেডারেল আদালতের নিষেধাজ্ঞা

নিউইয়র্ক: মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় অ্যারিজোনা-টেক্সাস-ক্যালিফোর্নিয়া *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

পূরণ হতে যাচ্ছে প্রবাসী ভোটারদের স্বপ্ন!

ঢাকা : প্রবাসীদের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। চলতি সপ্তাহে কানাডা থেকে শুরু হতে যাচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটাধিকার কার্যক্রমের ট্রায়াল রান। যা প্রত্যক্ষ করতে সরকারি সফরে *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

ক্যামোর চেয়ে ২২% এগিয়ে মামদানি

নিউইয়র্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের মেয়র হিসেবে জোহরান মামদানির নির্বাচনে বিজয়ের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়েছে। গত জুনে অনুষ্ঠিত ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে ভোটে তিনি নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

দলের সমাজতন্ত্রী অবস্থান থেকে সরে গেলেন মামদানি

বাংলাদেশ রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে মূল *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

জুলাই হত্যার দায় স্বীকার সাবেক আইজিপি মামুনের

ঢাকা : জুলাই-আগস্টের আন্দোলন দমনে ছাত্র-জনতার ওপর মারণাস্ত্র ব্যবহারে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশের কথা আই *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

ঢাকায় নতুন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন

ঢাকা : বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রদূত হিসেবে পেশাদার কূটনীতিক ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনকে মনোনীত করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
Halal Breakfast & Lunch
Diabetes Prevention Program
Help to apply for Medicaid/Food Stamp
ESL & Computer Class
Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

FRESH FRESH FRESH FRESH
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH
Red Cow FULL CREAM MILK POWDER

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens • Charge Offs • Inquiries • Collections
Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
Gree Mechanical Yonkers
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave,Yonkers NY 10710
GREE MECHANICAL YONKERS
তোফায়েল চৌধুরী

THE ONLY BANGLADESHI OWNED HOMECARE PPL FACILITATOR

DHCARE

DHCARE HOMECARE

LICENSED HOME HEALTH CARE AGENCY

বাংলাদেশী মালিকানাধীন লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি

আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

- আমরা বাংলায় কথা বলি
- আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT

DHCARE NY LLC

(718) 459-0180

FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

MN Safety Consulting

OSHA/SST/SCAFFOLDING/RIGGING TRAINING

এখানে কন্সট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিতে নিরাপদে কাজের জন্য সবধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় অভ্যন্ত দক্ষ ও অনুমোদিত প্রশিক্ষক দ্বারা।

NYC SST ৪০/৬২ ঘন্টা ট্রেনিং

ফ্ল্যাগার ট্রেনিং

১৬/৩২ ঘন্টা রিগিং/স্কাফল্ডিং ট্রেনিং

আমরা বিল্ডিং এর ভাইওলেশন অপসারণ করে থাকি

OSHA IAGET NYC

৬ ঘন্টা প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং এবং নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ

718-535-0336

www.mncnt.com

86-47 164TH STREET, SUITE BG, JAMAICA, NY 11432

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law

জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372

Tel: 718-263-5999

Naresh Gehi, Esq.

আমরা বাংলায় কথা বলি

Ms. Suryia Rahman

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন

* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

ব্যাংক্র্যাপসি

* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

Call : 718-263-5999

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com

74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC
মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি

ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড

ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

* শারীরিক চেক আপ
* শিশুরোগ চিকিৎসা
* সর্দি,জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* দুঃচিন্তা ও বিষন্নতার চিকিৎসা

* উচ্চ রক্ত চাপ
* ডায়াবেটিস
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

718-880-2186

সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা।
শনিবার: দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টা।

87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcarepc@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

Published by News Bangladesh Inc.

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পথে বাধা

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠেয় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনের পথে সকল বাধা দূর করে সফল নির্বাচন অনুষ্ঠানে বদ্ধপরিকর অন্তবর্তী সরকার। নির্বাচন নিয়ে গুজব ছড়িয়ে সংশয় সৃষ্টির পক্ষে দল ও গোষ্ঠীর কোনো ঘাটতি নেই। প্রেসিডেন্ট, প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সেনাপ্রধানের সাক্ষাৎকে কেন্দ্র করে এমন সংশয়েরও সৃষ্টি হয়েছিল যে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হতে পারে এবং জরুরী অবস্থা চলাকালে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোনো ধরনের সম্ভাবনা নেই। টেলিভিশন টকশো এবং সংবাদপত্রগুলোতে এই গুজব নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। মূলত একটি মহল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ গুজব ছড়ানোর জন্য দায়ী ছিল এবং গুজবের মূল কেন্দ্র যে দিল্লি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখনো নিজেকে সাংবিধানিক প্রধানমন্ত্রী দাবী করে তার তল্পিবাহকদের নির্দেশ দিচ্ছেন সংগঠিত হতে, সরকারের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হতে এবং তার যেকোনো নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকতে। তিনি এবং তার একাধিক সাবেক ও পলাতক মন্ত্রীর নিত্যদিনের কর্মসূচি অনলাইনে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানো ও সন্ত্রাসমূলক কর্মকান্ডে উস্কানি দেওয়া, যাতে বিপ্লবে পতিত ও বিতাড়িত আওয়ামী লীগ এবং যেসব রাজনৈতিক দল সরকার ঘোষিত সময়ে নির্বাচন চায় না তাদের মাধ্যমে নাশকতা চালিয়ে ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে নির্বাচন বানচাল করতে পারে। দেশকে এক অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাওয়াই তাদের লক্ষ্য। তবে এসব গুজবকে উড়িয়ে দিয়েছেন সেনাপ্রধান এবং গুজবে কান না দিয়ে সমগ্র সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সরকারের সকল উদ্যোগ ও কর্মসূচি সফল করার প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। প্রধান উপদেষ্টাও দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে তিনি জাতিকে এমন একটি নির্বাচন উপহার দেয়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ যে নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি, নতুন ও নারী ভোটারের অংশগ্রহণ, নিরাপত্তা সুরক্ষার বিষয়ে বৈশ্বিক আস্থা এবং গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের উৎসবমুখর পরিবেশের দিক থেকে আলাদা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব হবে। এসব থেকে স্পষ্ট যে নির্বাচন নিয়ে সংশয় সৃষ্টির জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানো গুজবের কোনো ভিত্তি নেই। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস পুনঃনিশ্চিত করেছেন যে, তিনি জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে নির্বাচনের যে সময় তিনি ঘোষণা করেছেন, নির্বাচন সে সময়ের মধ্যেই হবে। জাতীয় নির্বাচন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। কেউ যদি নির্বাচনের কোনো বিকল্প ভাবে, সেটা হবে জাতির জন্য গভীর বিপজ্জনক। নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণার পরও নির্বাচন যথাসময়ে হওয়া নিয়ে কিছুটা সংশয় অনেকের মনে তৈরি হয়েছিল। এ অবস্থায়, সরকারের তরফে এটা বলা জরুরি হয়ে দাঁড়ায় যে, যে যাই বলুক নির্বাচন প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণা এবং নির্বাচন কমিশনের রোডম্যাপ অনুযায়ীই হবে। এতে জনমনে আস্থা ফিরে এসেছে যে, নির্বাচন নিয়ে যত দ্বিধা, যত অমত ও ষড়যন্ত্রই থাকুক, তাতে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হবে না।

নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে, এমন কথা বিএনপির তরফে একাধিকবার বলা হয়েছে, পতিত স্বৈরাচার ও তার প্রভুদেশ ভারত যে নির্বাচন ভন্ডুল করার চেষ্টা করছে, সেটা এখন আর কারো অবিদিত নেই। আওয়ামী লীগের চাওয়া ও ভারতের চাওয়ার মধ্যে কোনো ফারাক নেই। গণতন্ত্রায়ন ও অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন হওয়া আবশ্যক। আমাদের ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে গণতন্ত্র ঝুঁকিতে পড়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ঝুঁকিতে পড়েছে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন না হওয়ার কারণে। বিগত তিনটি জাতীয় নির্বাচনের কথাই ধরা যাক। ওই তিনটি নির্বাচন নির্বাচন পদবাচ্য হয়নি। হয়েছে নির্বাচনের নামে প্রহসন। ওইসব ভূয়া নির্বাচনের মাধ্যমে একটি দলই ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। অনির্বাচিত সরকার কর্তৃত্ববাদী, স্বৈরাচার, ফ্যাসিবাদী হতে বাধ্য। পতিত বিতাড়িত আওয়ামী লীগ সরকার তাই হয়েছে। এই ফ্যাসিস্ট তাড়াতে প্রায় দেড় হাজার মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। প্রায় ২০ হাজার মানুষকে আহত ও অঙ্গ হারাতে হয়েছে। অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার গণহত্যাকারী, গণনির্যাতনকারী দল ও সরকারের শীর্ষ থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কারো কৃতকর্মের জন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই। ধীকৃত ফ্যাসিবাদীরা আবার ফিরে আসার স্বপ্ন দেখছে, ফিরে আসতে নানা রকম চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও নাশকতা করছে। দেশজুড়ে নানাভাবে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করে নির্বাচন ও গণতন্ত্রায়ন ব্যাহত করা স্বৈরাচার ও ভারতের লক্ষ্য হওয়ার বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। এমতাবস্তায়, সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত মোকাবিলা করা শুধু জরুরি নয় অপরিহার্যও বটে। সরকারকে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানে দৃঢ় থাকত হবে। নির্বাচন বিরোধীদের চাপে কিংবা ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করলে চলবে না। সবাইকে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে।

০৪-১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ নামাজের সময়সূচি ১২-১৮ রবিউল আওয়াল ১৪৪৭

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০৪ সেপ্টেম্বর	৫.০৮	৬.২৬	১২.৫৫	৫.৩৩	৭.২৩	৮.৪১
০৫ সেপ্টেম্বর	৫.০৯	৬.২৭	১২.৫৪	৫.৩৩	৭.২১	৮.৩৯
০৬ সেপ্টেম্বর	৫.১০	৬.২৮	১২.৫৪	৫.৩২	৭.১৯	৮.৩৭
০৭ সেপ্টেম্বর	৫.১১	৬.২৯	১২.৫৪	৫.৩০	৭.১৮	৮.৩৫
০৮ সেপ্টেম্বর	৫.১৩	৬.৩০	১২.৫৩	৫.২৯	৭.১৬	৮.৩৩
০৯ সেপ্টেম্বর	৫.১৪	৬.৩১	১২.৫৩	৫.২৮	৭.১৪	৮.৩২
১০ সেপ্টেম্বর	৫.১৫	৬.৩২	১২.৫৩	৫.২৭	৭.১৩	৮.৩০

উপসম্পাদকীয়

১৩ নম্বর নির্বাচনের পথে দেশ

মহিউদ্দিন আহমদ

১৯৭০ সালের মে মাসের পয়লা সপ্তাহ। বৈশাখের তাপপ্রবাহ চলছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বেশ গরম। দু-এক দিনের মধ্যেই ডাকসু নির্বাচন হবে। বেলা ১১টার দিকে দেখা গেল, একদল ছাত্র হুড়মুড় করে কলাভবনের করিডর দিয়ে দৌড়ে গেল। ঝটিকা মিছিল। তাদের কপালে লাল পট্টি। মুখে স্লোগানড়দিকে দিকে দিচ্ছে নাড়া, মাও সে-তুংয়ের চিন্তাধারা; তোমার বাড়ি আমার বাড়ি, নকশালবাড়ি নকশালবাড়ি; নির্বাচন নির্বাচন, বর্জন বর্জন। এরা একটি বিশেষ মতবাদের সৈনিক। তাদের গুরু বলেছেন, নির্বাচন হচ্ছে একটি প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা। নির্বাচনে মুক্তি নেই, বিপ্লব করতে হবে। অনেকেই তাদের চেয়ে চেয়ে দেখল। তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না; কিন্তু যারা দৌড়ে গেল, তারা তো ঘেমেনেয়ে উঠেছে। তারা টিএসসিতে গিয়ে জমায়েত হলো। ছয় আনা দিয়ে কোকাকোলা পাওয়া যায়। সেটি পান করে তারা কলিজা শীতল করল। কোকাকোলার বোতল হাতে নিয়ে কেউ কেউ স্লোগানও দিলড়মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।

এদিকে আরেক দল ছাত্র দ্রুতলয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের মাথায় সাদা টুপি। তারা স্লোগান দিচ্ছে সহশিক্ষা সহশিক্ষা, নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ; তোমার আমার ঠিকানা, মক্কা আর মদিনা; বিশ্বকে দিচ্ছে নাড়া, বিশ্বনবীর চিন্তাধারা; পাকিস্তানের উৎস কী, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সে বছর স্মরণকালের সবচেয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে ডাকসু নির্বাচন হলো। এর আগে হলের কোটা থেকে ভিপি-জিএস ইত্যাদি হতো। এবার কোটা উঠে গেছে। সরাসরি ভোটে নির্বাচন।কয়েক মাস পর জাতীয় নির্বাচন। সেখানেও বর্জনবাদীদের উপস্থিতি লক্ষ করা গেল। একই ওয়াজড়নির্বাচন

হচ্ছে বুর্জোয়াদের একটি ফাঁদ। নির্বাচনের মাধ্যমে মুক্তি নেই। সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাতে হবে। এটা আমাদের শিখিয়েছেন চেয়ারম্যান মাও সে-তুং। অনেক ছাত্র ভুরু কুঁচকে বলে, মাও সে-তুং! তিনি কে?

মাওলানা ভাসানী বড় নেতা। তাঁর দলের নাম ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। সংক্ষেপে বলে ন্যাপ। তিনি নির্বাচনের জন্য তৈরি হচ্ছেন। তিনি কৃষকের দাবি আদায়ের জন্য অনেক বছর লড়াই করেছেন। কৃষকদের নিয়ে বড় বড় সমাবেশ করেন। তাঁর নির্বাচনী মার্কা ধানের শীষ। নির্বাচনে তাঁর দলের অনেক মানুষ প্রার্থী হয়েছেন। তাঁরা স্লোগান দিচ্ছেনড়আসছে এবার নতুন দিন, ধানের শীষে ভোট দিন। প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মার্কা নৌকা। তাদের মুখে স্লোগানড় জয় বাংলা। হঠাৎ মাওলানার কী যে হলো! তিনি ঘোষণা দিলেন, নির্বাচনে যাবেন না। পল্টন ময়দানে তিনি ঘোষণা দিলেন, 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান'। শুরু হয়ে গেল গুঞ্জন, ফিসফাস। মাওলানা এ কথা কেন বললেন? এক দল বলছে, মাঠের অবস্থা ভালো না। চারদিকে নৌকার জোয়ার। সেই স্রোতে ধানের শীষ ডুবে যাবে। মুখ রক্ষা হবে না। তাই আগে থেকেই সরে যাওয়া ভালো। আরেক দল বলছে, মাওলানা তাঁর শিষ্য শেখ মুজিবুরের জন্য মাঠ ফাঁকা করে দিচ্ছেন। ভোট নষ্ট করতে চান না। পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের এডিসি ছিলেন আরশাদ সামি খান। লোকে তাঁকে চেনে না। তাঁকে চেনাতে বলতে হয়ড় ইনি হচ্ছেন আদনান সামির বাবা। এ দেশে অনেক তরুণ আদনান সামির গানের ভক্ত।

ইতিমধ্যে পাকিস্তান ভেঙে গেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আরশাদ সামি অনেক দিন পর একটি বই লিখেছেন। তাতে তিনি গোমর ফাঁস করে দেনড়নির্বাচন করার জন্য ইয়াহিয়া মাওলানাকে টাকা দিয়েছিলেন। পরে জানা গেল, টাকার ব্যাপারটা মাওলানা জানেন না। ইয়াহিয়া টাকা দিয়েছিলেন ঠিকই। শোনা যায় সে টাকা মেরে দিয়েছিলেন মাওলানার দলের সেক্রেটারি মশিউর রহমান। সে যা-ই হোক, বিপ্লবটা আর হয়নি। মহা ধুমধামে নির্বাচন হয়ে যায়। দেশের আকাশে তখন নতুন সূর্য শেখ মুজিবুর রহমান। দেশটা নকশালবাড়ি হয়ইনি। মক্কা-মদিনার পথেও যায়নি। তারপর অনেক ঘটনা ঘটে। কাঠখড় পোড়ে। মানুষ মারে আর মরে। পূর্ব পাকিস্তান হয়ে যায় বাংলাদেশ।

দেশটা তো স্বাধীন হলো। তো চলবে কীভাবে? একসময় দেশের রাজা ছিল ইংরেজ। এ দেশে অনেকেই ইংরেজের রাজত্ব চায় না। তারা চায় হোম রুল, স্বরাজ, স্বাধীনতা। ইংরেজ রাজা বলেন, 'তোমরা এখনো স্বাধীনতার যোগ্য হওনি। যখন সময় হবে, আমরাই তোমাদের স্বাধীনতা দিয়ে দেব।'

তারপর দেশ স্বাধীন হলো। ইংরেজ গেল। একে একে রাজা হলো গুজরাটি, পাঞ্জাবি আর পাঠান। আইয়ুব খান নামের এক প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি বলতেন, দেশের মানুষের দুর্দশা দেখে আল্লাহপাক তাঁকে হেদায়েত করতে পাঠিয়েছেন। কাজটা কঠিন। কারণ, বাঙালির মধ্যে দেশপ্রেম নেই। তারা খালি বাংলা বাংলা করে। আইয়ুব খান একসময় ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করেছেন। তাঁর কলেজ ছিল লন্ডন শহর থেকে ৩২ মাইল দূরে স্যান্ডহার্স্ট নামের একটি ছোট শহরে। তিনি দেখেছেন, ব্রিটিশরা আসলেই রাজার জাত। তারা শিখিয়েছে, ঠিকমতো চাবকাতে না পারলে প্রজাদের বশে রাখা যায় না।

আইয়ুব খানের পছন্দের লেখক নীরদ চন্দ্র চৌধুরী। দেশের আলো-বাতাস তাঁর সহ্য হয়নি। তিনি থাকেন অক্সফোর্ডে। তিনি বাঙালিদের ওপর খুবই বিরক্ত। একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, বাঙালিরা নিজেদের দেখভাল করতে পারে না। তারা খুব ছোট মনের মানুষ। সব সময় দলাদলি করে। আইয়ুব খান বাঙালিদের নিয়ে খুব দুর্ভাবনায় আছেন। সাত কোটি বাঙালির মধ্যে মাত্র দুজনের মধ্যে দেশপ্রেম আছেড়জব্বার খান আর মোনায়েম খান। এভাবে কি দেশ চলে?

দেশটা হুট করে স্বাধীন হয়ে গেল। দেশ কীভাবে চলবে, তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। আওয়ামী লীগ নামে একটি দল আছে। দেড় লাখ বর্গকিলোমিটারের একটি তালুক পেয়ে তারা দিশাহারা। পল্টনের মেঠো বক্তৃতা দিয়ে তো আর দেশ চালানো যায় না। তার ওপর আছে চুরিচামারি। শুরু হয়েছিল কম্বল চুরি দিয়ে, শেষের দিকে গোটা কয়েক ব্যাংক গিলে খেয়েছে। তারপর ভেগে গেছে। অতিভোজনের পর কলকাতা, দিল্লি, দুবাই, লন্ডন, টরন্টো আর ভার্জিনিয়ার ভিলায় আরামকেদারায় বসে ঢেকুর তুলছে।

আরেক দল আছে, তাদের মুখে একটিই কথাড়আওয়ামী লীগ হটালে দেশ স্বর্গে পরিণত হবে। আওয়ামীরা দেশটাকে 'হাবিয়া দোজখ' বানিয়েছে। তাদের সরাতে পারলে এটা হবে 'জান্নাতুল ফেরদাউস'; কিন্তু দেশটা আর জান্নাত হয় না। এভাবেই চলছে। হালের বলদ কথা না শুনলে, *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Timothy Bompart
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 25900 Greenfield Rd, Suite # 203, Oak Park, MI 48237
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ
* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Ferdausi Hassan,MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।
আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

বিএনপি কি এখন নতুন বাংলাদেশের জন্য প্রস্তুত

সুবাইল বিন আলম ও এহতেশামুল হক

বিএনপি ৪৭ বছরে পা দিল। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি সংগ্রাম করা দলটি এখন এক নতুন যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। ১৫ বছরের কঠিন সংগ্রামের পর শেখ হাসিনার স্বৈরতান্ত্রিক এবং মাফিয়াবাদী শাসনতন্ত্র উৎখাতের মধ্যে দলটি এবং দলের নেতাকর্মীরা অনেক দিন পর একটু স্বস্তির জায়গায় পৌঁছেছে। আসন্ন নির্বাচনে জিতলে আবারও দলটির নতুনভাবে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব (যার সুযোগ নিতে আমরা এত দিন চরমভাবে ব্যর্থ), আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের নতুন যুগ, দেশের পরিবেশকে বাঁচানোর জন্য যেই ক্ষমতায় আসুক, তাকে দায়িত্ব নিতেই হবে। আর সাম্প্রতিক জনমত জরিপেও মানুষ এখন পর্যন্ত মনে করছেড্রবিএনপিই ক্ষমতায় আসবে।

১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই দলটি আমাদের দিয়েছে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ। আমরা এখন জোর গলায় বলতে পারি, আমরা বাংলাদেশপন্থী মানুষ। জুলাই অভ্যুত্থানের পর আমাদের দেশে শুধু বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী দলগুলোই আছে, যার শুরুটা বিএনপির হাত দিয়েই। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর সংসদীয় গণতন্ত্রে ফেরত যাওয়ার মতো পুরো ১৮০ ডিগ্রি পরিবর্তন হয়েছিল বিএনপির হাত দিয়েই। আসলে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় সবচেয়ে বড় পরিবর্তন বা সংস্কারগুলো এখন পর্যন্ত বিএনপির হাত দিয়েই হয়েছে।

বাকশালের পর বহুদলীয় গণতন্ত্রে ফেরত এনেছিল বিএনপিই। এরপর এনেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা। অনেক নতুন জিনিস এসেছিল বিএনপির হাত দিয়েই। যেমন ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তন। বাংলাদেশের আয় এক ধাক্কায় বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে এই আইন।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যখন দেশের সবার চাহিদা মেটাতে পারছিল না, ১৯৯৪ সালে দেওয়া হলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি। খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা বা মেয়েদের মাধ্যমিকে বৃত্তি এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এনেছে। নিজেদের মেয়র দেওয়ার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও দলটি ১৯৯৪ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে মেয়র নিয়োগের আইন করে। ২০০৪ সালের সাফটা চুক্তি বাস্তবায়ন হলে পুরো সাফই এখন অন্য রকম থাকত। যে নারী ফুটবল নিয়ে এত কথা, তারও শুরু বিএনপির আমলে।

বাংলাদেশ তার রাজনীতিতে এখনো একজন জিয়াউর রহমানকে খুঁজে বেড়ায়। স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে নিজের মৃত্যু পরোয়ানা ঘোষণা করা, যুদ্ধে আহত হওয়াড় বাংলাদেশের একমাত্র সেনা অফিসার, যিনি দুই দেশের জীবিতদের মধ্যে একমাত্র সর্বোচ্চ খেতাবধারী ছিলেন। খাল খনন এবং আধুনিক কৃষিব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের আমদানি তিন ভাগের দুই ভাগ কমিয়ে এনেছিলেন। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথাও তাঁর মাথা থেকে আসে, যা এখন চরমভাবে ব্যর্থ। গার্মেন্টস দিয়ে দেশের পুরো অর্থনীতির মোড় ঘোরানোর শুরু তাঁর হাতে। আবার ছিলেন সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা। শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট রেজিম জিয়ার চরিত্রহননের বহু গল্প বানালেও তাঁর সততাকে কখনোই প্রশ্ন করতে পারেনি।

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর একজন গৃহিণী বেগম খালেদা জিয়া দায়িত্ব নেন। সেই খালেদা জিয়াই এখন বাংলাদেশের ঐক্যের প্রতীক। তাঁর আপসহীন এবং হার না মানা চিন্তাভাবনা থেকে দেশের মানুষের অনেক কিছু শেখার আছে। তাঁর শাসনামলের প্রধান লক্ষ্যই ছিল দেশকে শিক্ষা এবং অর্থনীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা।

আওয়ামী লীগ যে এত উন্নয়ন বাজেটের টাকা পেয়েছিল, তা ছিল ২০০৪এর এনবিআর সংস্কারের ফল। সেই সময় ব্যবসা সহজীকরণ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৬৫, যা এখন শুধু স্বপ্নই মনে হয়। ভারতের রুপির সঙ্গে টাকার মূল্যমানও তখন প্রায় সমান হয়ে গিয়েছিল।

অসুস্থ খালেদা জিয়ার পর দলের হাল এখন তারেক রহমানের হাতে। তাঁর সবচেয়ে বড় সাফল্য দলকে এত অত্যাচারের মধ্যেও এক রাখতে পারা এবং দলকে একটা উদারপন্থী গণতান্ত্রিক দল হিসেবে টিকিয়ে রাখা। ৩১ দফা ঘোষণার মাধ্যমে দেশের সংস্কার যে প্রয়োজন তা আসলে বিএনপিরই ঘোষণা।

বিএনপির দল হিসেবে সাফল্যের খতিয়ান দিতে গেলে বড় বই লেখা যাবে। কিন্তু সমালোচনাও কি নাই? অবশ্যই আছে। বাংলাদেশের কোনো দলেরই সমালোচনার বাইরে থাকা সম্ভব না। যেমন মাগুরা ইলেকশন বা

২০০৮এ বিচারপতিদের বয়স বাড়ানো, জামায়াত থেকে মন্ত্রী করা।

তারেক রহমানের নামে যে দুর্নীতির অভিযোগ সেটা রাজনৈতিক। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং শেখ হাসিনার সরকারড় কেউই তাঁর দুর্নীতির অভিযোগ আইনগতভাবে প্রমাণ করতে পারে নাই। যদি প্রমাণই না হয়, আদালতে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারও তারেক রহমানের আছে।

কারণ, তাঁর মতো শারীরিক নির্যাতনও এ দেশে খুব কম রাজনীতিকই সহ্য করেছেন।

বর্তমানে তারেক রহমানের দেশে আসা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। অনেকে নিরাপত্তার কথা বলেন, কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের কি ভয় পেলে চলবে? যিনি দেশকে নেতৃত্ব দেবেন? তাঁর বাবা তো সবার মাঝখান দিয়ে চলতেন। তখন নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও খারাপ ছিল।

বিএনপির সবচেয়ে বড় দুই সমস্যার একটি লাগামছাড়া তৃণমূল। প্রতিটি আসনে দুইয়ের অধিক প্রার্থী। নিজেদের দলাদলিতে ভুক্তভোগী হচ্ছে মানুষ। তারা তিন হাজারের বেশি বহিষ্কার করেছে, তাও পারছে না। মানুষ ভাবছে এটা একমাত্র সম্ভব তারেক রহমান দেশে এসে দলের দায়িত্ব নিলে। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ কি সরকারের দায়িত্ব না? তিন হাজার বহিষ্কারের মধ্যে কতজন গ্রেপ্তার হয়েছে, আমি চেষ্টা করেও খুঁজে পেলাম না।

এবং দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে, কিছু জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বের বেফাঁস কথা। হ্যাঁ! বয়স হয়ে গেলে অনেকেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু তাঁদেরও বুঝতে হবে তাঁদের একটা বেফাঁস কথা বিএনপিকে কোথায় থামিয়ে দেয়ড়তা যাঁরা জনমত জরিপ করেন, সহজেই টের পান। এই জেনারেশন সব ধরার জন্য বসে থাকে। পার পাওয়া যাবে না। ফজলুর রহমানের স্থগিতাদেশ অনেকেই সতর্ক করবে আশা করি।

আরেকটা ক্ষতি হতে পারে, উচ্চ আত্মবিশ্বাস। যার ফলে অনেকেই ধরাকে সরা জ্ঞান করে, অনেকে ভোটারদের বিরক্তের কারণ হচ্ছে।

এই সমস্যাগুলো কিন্তু বিএনপি দল হিসেবেই কিছুটা সমাধান করতে পারত। তাদের যদি একটা রেজিস্টার্ড মেম্বার লিস্ট থাকত এবং যা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা থাকত, বাইরের থেকে কেউ এসে বিএনপির নাম ভাঙিয়ে চাঁদাবাজি করে যেতে পারত না। এদিকে দলে অনেক দিন কাউন্সিল না হওয়ায় নেতাদের মধ্যে মানুষের কাছে জবাবদিহির কালচারটাও হারিয়ে গেছে। জিয়াউর রহমানের সময়ে দলের ভেতরের গণতন্ত্র অনেক বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। দলে তরুণ নেতৃত্ব আনতে হবে, করতে হবে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে মূল্যায়ন। ডাকসুতে যেমন চমৎকার একটা প্যানেল হয়েছে, এ রকম প্রার্থী হতে হবে দেশজুড়েই।

বিএনপি ১৯৯৬, ২০০৬ কোনোবারই স্বাভাবিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, ২০০৬এর ভুলের জন্য দলের নেতাকর্মীকে এবং পুরো দেশকে মাত্রাতিরিক্ত ও চূড়ান্ত রকম দাম দিতে হয়েছে। যদি সম্ভাব্য আগামী প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পাঁচ বছর গণতান্ত্রিকভাবে দেশ শাসন করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে আবার নির্বাচনী প্রচারে নামতে পারেন, এটা হবে তাঁর এবং তাঁর সরকারের একটা অনন্য সফলতা।

আরেকটা কথা না বললেই নয়। বিএনপি বারবার মানুষ চিনতে ভুল করেছে। বিএনপি এরশাদ, নাসিম ও মইনের মতো উচ্চাভিলাষীদের সেনাপ্রধান বানিয়েছে। জেনারেল মাসুদউদ্দিন, জেনারেল মতিনসহ অনেককেই দিয়েছিল সুযোগ। এখনই সময় মানুষ চিনতে সতর্ক হওয়া। শেখ হাসিনা পালানোর পর এখন অনেক সুবিধাভোগী তাদের পাশে ঘুরঘুর করছে। এদের যদি চিনতে না পারে, শুধু বিএনপি না, দেশও পস্তাবে।

বিএনপিকে জনমানুষের সঙ্গে *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্র গড়ার পথ কী

রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর

২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী একটি গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্র গড়ার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছে। কল্যাণরাষ্ট্র দান বা করুণার ওপর দাঁড়ায় না। অধিকার কল্যাণরাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি। রাষ্ট্রকে নাগরিকদের অধিকারভিত্তিক মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা দিতে হয়। খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক চাহিদা সুরক্ষিত হতে হয়। গণতান্ত্রিক হতে হলে মৌলিক অধিকার সমুন্নত রাখতে হয়।

প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন নিয়ে আলোচনায় এনজিওগুলোর বিষয় অনেকটাই অনুপস্থিত। অর্থনীতিতে সক্রিয় এনজিও ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান অনেক। ৭২৪টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান প্রায় ১ লাখ ৫৯ হাজার ৪০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করে। তাদের ৩ কোটি ২০ লাখ ঋণগ্রহীতা রয়েছে।

রাষ্ট্রের কল্যাণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক এনজিও ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুধু ঋণ, সেবা ও ত্রাণ বিতরণের প্রচলিত গণ্ডি থেকে বের করে আনা দরকার। এ সংস্থাগুলো সম্পদ ও ব্যাপ্তি বাজারব্যবস্থাকে নতুন রূপ দিতে সক্ষম। তাদের খাদ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা, কৃষকের আয় নিশ্চিত করা ও সাশ্রয়ী

আবাসন সরবরাহের মতো ব্যবস্থায় নিয়োজিত করা সম্ভব।

অবশ্যই নাগরিক সমাজের স্বাধীন কণ্ঠ, জনমত তৈরি, অ্যাডভোকেসি, সংগঠিতকরণ ও জবাবদিহি তৈরির ক্ষেত্র অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। গণতন্ত্রের স্বার্থে নাগরিক সমাজের এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ আরও বেশি করে জারি রাখা জরুরি।

অলিগার্কি ভাঙতে সমবায় বাজার : খাদ্যপণ্যের আকাশচুম্বী দাম চলমান দীর্ঘস্থায়ী মুদ্রাস্ফীতির একটি বড় কারণ। এক বঞ্চনার গল্প। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, ২০২৪ সালের জুনে খাদ্যপণ্যের মুদ্রাস্ফীতি ১৪ শতাংশ ছিল, *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare Medical Office P.C.
Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)
Mohd Mozibur Rahman, MD
ইন্টারনাল মেডিসিন ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ Board Certified
• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামুল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্ব ভেকসিন দেওয়া হয়
Tahera Aktar
Certified Practitioner
Deepa Shrestha, NP
Certified Nurse Practitioner
We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM
TELEMEDICINE available for all patients
Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com
Hillside Office
85-38 168th Pl, Jamaica, NY 11432
Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432
Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

দারিদ্র ভীতিজনক পর্যায়ে

আশরাফ উদ্দিন আহমেদ

এমন শিরোনামে নিবন্ধ লিখতে হলে সময়ের ব্যবধানকে উপজীব্য করে তুলনামূলক আলোচনা শ্রেয়। সমাজকে বিজ্ঞান মনস্ক করতে হলে পদ্ধতিগতভাবে এতে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ আনয়ণ জরুরী । তারপরও সামাজিক ইস্যুতে 'সাজেক্টিভিটি' থাকবেই । সচেতন চেষ্টায় হয়তো কিছুটা কমানো যায়। লেখাটির পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো ।

সাত বছর পূর্বে 'প্রাচুর্যের মাঝে দারিদ্র' শীর্ষক একটি লেখা লিখেছিলাম, যা পরবর্তীতে আমার লেখা 'সামাজিক স্তরবিন্যাস ও রাজনৈতিক মেরুকরণ' পুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে (প্রকাশক: ভূর্জপত্র, মার্চ ২০২২; অনলাইন পরিবেশক: rokomari.com) । লেখাটিতে উপযুক্ত তথ্যাদি কোট্ করে বলা হয়েছিল যে, বিত্তবানদের দেশ আমেরিকায় ৫ শতাংশ পরিবারের কব্জায় দেশটির মোট সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ (মূলত সরকার নিয়ন্ত্রিত সিকিউরিটিস এবং রিয়েল এস্টেট প্রপার্টিজ) । সেটি ছিল প্রাক্তণ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সময়ের যিনি এহেন পর্বতসম বৈষম্য জনিত কারণে যে দারিদ্র অবস্থা থেকে উত্তরণের একটি উপায় হিসেবে মার্চ ২১ এ American Rescue Plan (ARP) অ্যাক্টটিকে আইনে রূপান্তরিত করেছিলেন। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। প্যান্ডেমিক যখন লকডাউন পর্যায়ে সে সময় এবং তার অব্যবহিত পরে ৮ মিলিয়ন লোক দারিদ্র প্রপীড়িত হয়ে পরে। সীমাহীন বৈভব, বিত্তের দেশ আমেরিকায় প্রচুর লোক দারিদ্রের মধ্যে কালাতিপাত করে । প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার দ্বিতীয় টার্মে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সামাজিক কর্মসূচীর ফলশ্রুতিতে দারিদ্র সীমা ১১.১ শতাংশে নেমে এসেছিল কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আমলে প্যান্ডেমিক বিভীষিকা তা ব্যাহত করে সে সময় ৮ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে চলে আসে। প্যান্ডেমিকের পূর্বে ৪৩.৫ মিলিয়ন আমেরিকান দারিদ্র সীমার নীচে ছিল। প্যান্ডেমিক সময়ে বেড়ে তা ৫৫ মিলিয়নে পৌঁছে যায় বলে মনে করা হয়(দেখুন, উইকেপেডিয়া Poverty in America Today এবং আহমেদ, পূর্বোক্ত সামাজিক স্তরবিন্যাস ও রাজনৈতিক মেরুকরণ, পৃ ৯৩)। এরা কারা- এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় সম্প্রদায়-ভিত্তিক বা বিভিন্ন এথনিক গ্রুপের মধ্যে যথাক্রমে ২৫.৪, ২০.৮, এবং ১৭.৬ শতাংশ করে নেটিভ আমেরিকান, কৃষ্ণাঙ্গ, এবং হিস্পানিক দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে । হোয়াইট এবং এশিয়ানদের মধ্যে এ হার ১০.১ শতাংশ (দেখুন: আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃং ৯৩) ।

ধনতন্ত্র গাত্রাবরণের তেমন করেনা যেমন করেনা গণতন্ত্রের মূল্যবোধ, নির্যাসের । এতই নির্দয় ধনতন্ত্রের ধারক, বাহক, নেতা, চামুন্ডাগণ । টাইম ম্যাগাজিন বলে, সম্পদ, বিত্তের অসমতা গত চার দশকে এত বেড়েছে যে ২০১৮ সালে গরীব, স্বল্প বিত্তের শেতাঙ্গদের সংখ্যা ৬৬ মিলিয়ন থেকে অনেক বেড়ে গেছে। এ এক অন্যতম কারণ যা 'মেইক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' শ্লোগানকে ধারণ করতে তাদের প্রলুব্ধ করেছে। তবে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় টার্মের প্রায় ১১ মাস অতিক্রান্ত হলেও অবস্হার লক্ষণীয় উন্নতি হয়নি বরং কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদন, রপ্তানি বানিজ্য নিম্নমুখী । দীর্ঘদিন অনভ্যাসের কারণে সাদা, কালো জনগোষ্ঠি কৃষি কাজকে অপছন্দ করে; পরিশ্রমের এ কাজ মেক্সিকান টেম্পোরারি শ্রমিকরাই করো । সাথে অন্য দেশের অবৈধ অভিবাসীরা ও যোগ দিত। এদের যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগে বাধ্য করতে ট্রাম্পের কঠোর নীতি একদিকে যেমন দেশজাত দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে একই কারণে সাময়িক খাদ্য উৎপাদন সমস্যাও সৃষ্টি করবে বলে ধারণা করার সংগত কারণ আছে । বিত্তবান, ধনিক শ্রেণী কর সুবিধাসহ নানাবিদ সুবিধে পেতে থাকবে। অন্যদিকে দরিদ্র বিত্তহীন যারা মোট ভোটার সংখ্যার ৪০ শতাংশ তারা 'মেইক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' পপুলিজম ধারণার মোহে সামাজিক, অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাসের ঐতিহাসিক নিয়মে ক্রমাবনতির দিকে *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Dr. Maria Chattha, MD. FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.
New Office
87-44 168th Place (1St Fl.), Jamica, NY 11432
91-12, 175th St,. Suite-1B, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226
ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)
আমাদের সেবা সমূহ:
WE OFFER QUALITY HEALTH CARE
• শারীরিক চেক আপ
• টি. এল. সি টেস্ট
• ডায়াবেটিস
• উচ্চ রক্তচাপ
• হাই কোলেস্টরল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of medical managenents.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেষ্ট, যক্ষা টেষ্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

বাংলাদেশে ভারতপন্থিদের প্রকারভেদ

মাহমুদুর রহমান

আমাদের প্রবল প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি বিশ্বে ইন্ডিয়া, হিন্দুস্থান ও ভারত নামে পরিচিত। আজকের আলোচনা অর্থবহ করার জন্য আমাদের 'ভারত' নামের উৎপত্তি সংক্ষেপে জেনে রাখা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। এই উপমহাদেশে আর্যদের আগমনের সঙ্গেই 'ভারত' নামটি সম্পর্কিত। ব্রাহ্মণদের ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদে এই 'ভারত' শব্দটি বহু শ্লোকে ব্যবহার করা হয়েছে। হিন্দু পুরাণে 'ভারত' বলতে ক্ষেত্রবিশেষে বাইরে থেকে এই উপমহাদেশে আগত আর্যগোষ্ঠী ও কাল্পনিক প্রাচীন প্রতাপশালী কোনো একজন আর্য রাজাকেও বোঝানো হয়েছে। বায়ু পুরাণে লেখা আছে, 'যে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ জয় করবে, তাকে সম্রাটের অভিধায় ভূষিত করা হবে।' বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে, 'যে দেশটি সমুদ্রের উত্তর অংশ থেকে দক্ষিণের তুষারমণ্ডিত পর্বতরাশি পর্যন্ত বিস্তৃত, সেখানে ভারতের বংশধররা বসবাস করে।' অত্যন্ত জনপ্রিয় পৌরাণিক গ্রন্থ মহাভারতের ভাষ্য অনুযায়ী, দুষ্মন্তের পুত্রের নাম ভারত। ভারতের পুত্ররা বংশপরম্পরায় কথিত 'আর্যাবর্ত' শাসন করেছে এবং এই ভারত থেকেই 'ভারতবর্ষ' এসেছে। ভারত নামের পেছনে যে নানারকম সাংস্কৃতিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মীয় ব্যাখ্যা রয়েছে, সেটা বোঝার জন্যই এসব হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি জানা দরকার। সেসব পৌরাণিক ব্যাখ্যার আলোকেই আমি বাংলাদেশের হিন্দুত্ববাদী ভারতপন্থিদের শ্রেণিবিভাগ করার চেষ্টা করেছি। আমি মনে করি, বাংলাদেশের ভারতপন্থিরা চরিত্রভেদে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত।

১ . অখণ্ড ভারতপন্থি : নব্বই দশকের প্রথমার্ধে আমি চট্টগ্রামে এক ব্রিটিশ বহুজাতিক কোম্পানির আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই বাণিজ্যনগরীর অন্যান্য করপোরেট হাউসের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে নানা বিষয়ে নিয়মিত আড্ডায় বসতাম। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে জয়লাভ করার পর একদিন আমরা নতুন গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে তর্ক করছিলাম। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ে বেজায় হতাশ এক তথাকথিত 'সেক্যুলার' ভদ্রলোক সবাইকে চমকে দিয়ে বলে উঠলেন, "১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হওয়াটাই বিরাট ভুল হয়েছে। জিন্নাহ 'দেশভাগ' না করলে ভারত বিশ্বে আজ এক প্রধান শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে পারত এবং আমরা সেই দেশের নাগরিক থাকতাম।" আড্ডার বিএনপি-সমর্থকরা তাকে ভারতে মুসলমানদের দুর্দশার কথা মনে করিয়ে দিলেও খুব একটা লাভ হলো না। বাবরি মসজিদ নিয়ে চরমপন্থি হিন্দুরা তখন তুমুল আন্দোলন করছিল। কদিন পরপর ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লোমহর্ষক কাহিনি সারা দুনিয়ার মিডিয়াতে প্রকাশ পাচ্ছিল। সেসব উদাহরণও তাকে দেখালাম। কিন্তু তাতেও কোনো ফায়দা হলো না। ভদ্রলোকটি তার অখণ্ড ভারততত্ত্বে অবিচল রইলেন। আসলে লোকটি ঘটনাচক্রে মুসলমান পরিবারে জন্মলাভ করলেও ইসলাম ধর্ম অথবা বিশ্বের মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রতি তিনি কোনোরকম নৈকট্য অনুভব করতেন না। তার মতো লোকরা নাস্তিক কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ নন, তারা সবাই চরম ইসলামবিদ্বেষী। আওয়ামী লীগ, দেশের বাম দলগুলো ও সুশীল গোষ্ঠীর মধ্যে চট্টগ্রামের সেই ব্যক্তির মতো অখণ্ড ভারতপন্থিদের সংখ্যা নিতান্ত কম হবে না।

২. ধর্মীয় ভারতপন্থি : লেখার প্রথমেই হিন্দু ধর্মের সঙ্গে 'ভারত' শব্দটির নিবিড় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছি। যদিও আর্যরা উপমহাদেশের পূর্বাংশের আদি জনগণকে অনেকটা ঘৃণার নজরেই দেখত, তবু বাঙালি হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভারতের সঙ্গে কেবল ধর্মীয় কারণে অধিকতর একাত্মতা অনুভব করে থাকেন। ঋগ্বেদে আমাদের অঞ্চলের কালো গাত্রবর্ণের অধিবাসীদের দস্যু, রাক্ষস প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্র জনগোষ্ঠীকে (উত্তরবঙ্গ) দস্যু এবং মহাভারত ও ভগবৎ পুরাণে বাংলার সমুদ্র উপকূলবর্তী জনগণকে ম্লেচ্ছ, কিরাত, যবন প্রভৃতি নামে উল্লেখ করে তাদের পাপিষ্ঠ বলা হয়েছে। এসব ইতিহাস জানা সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতকের হিন্দু লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা তথাকথিত বাঙালি রেনেসাঁর নামে বাঙালি হিন্দুদের অখণ্ড ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী চেতনা ও দর্শনের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। হিন্দু মানসে সেই বাঙালি রেনেসাঁর নিট ফল হয়েছিল, উপমহাদেশের মুসলমানদের বহিরাগত ধরে নিয়ে তাদের চিরশত্রু রূপে গণ্য করা। ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের ইতিহাসবিমুখতা ও মুসলমান-বিদ্বেষের দুটি উদাহরণ এখানে দেওয়া আবশ্যক মনে করছি।

প্রথম উদাহরণ হলো, মোদির ভারতের স্কুল-কলেজের ইতিহাস বইতে কুষাণ বংশের সম্রাট কনিষ্ককে এক মহান ভারতীয় সম্রাট হিসেবে প্রচার করলেও মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরকে একজন বহিরাগত এবং ঘৃণ্য ও অত্যাচারী শাসক রূপে চিত্রিত করা হয়ে থাকে। অথচ কুষাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাবর উভয়ই মধ্য এশিয়া অঞ্চল থেকে উপমহাদেশে এসে প্রায় দেড় হাজার বছরের ব্যবধানে যার যার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চীন ও মোঙ্গল মিলিত বংশের ইউয়েজি গোত্রের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কনিষ্ককে ভারতীয় হিসেবে মেনে নিলেও কেবল মুসলমান হওয়ার কারণে কট্টর হিন্দুত্ববাদীরা মোঙ্গল ও উজবেক বংশোদ্ভূত ফারগানার বাবরকে ভারতীয় সম্রাট মানতে একেবারেই রাজি নন। কট্টর হিন্দুরা বাইরে থেকে আসা কনিষ্ককে রীতিমতো পূজা করলেও বাবরকে প্রবলভাবে ঘৃণা করে। দ্বিতীয় উদাহরণ তুলনামূলকভাবে অনেক সাম্প্রতিক। বাঙালি হিন্দুরা ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিল, কারণ তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জনের সিদ্ধান্তের ফলে প্রায় ১৫০ বছর ধরে অত্যাচারিত ও অবহেলিত বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। সেদিন হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ রোধ করে তবেই ছয় বছরব্যাপী সন্ত্রাসী আন্দোলনে ক্ষান্ত দিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতাকারী সেই বাঙালি হিন্দুরাই ১৯৪৭ সালে পুরো ১৮০ ডিগ্রি উল্টে গিয়ে বাংলা ভাগ করতে ব্রিটিশদের বাধ্য করেছিল, কারণ তারা একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের বাস্তবতা মেনে নিতে পারেনি। তাদের ভাষায় ম্লেচ্ছ বাঙালি মুসলমানরা শাসকের আসনে বসবে, এটা শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুরা কিছুতেই মানতে পারেনি। তারা ১৯০৫ সালে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' ভাগ করে হলেও ১৯৪৭ সালে ভারতের অংশ হতে চেয়েছিল। একই ধরনের হিন্দুত্ববাদী মানসিকতার ফলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও ইসকন চট্টগ্রামের নেতা চিন্ময়ের মতো কট্টর 'ধর্মীয় ভারতপন্থি' হিন্দুরা বাংলাদেশকে ভারতভুক্ত করার স্বপ্ন বিসর্জন দিতে পারেনি।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিল, কারণ তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জনের সিদ্ধান্তের ফলে প্রায় ১৫০ বছর ধরে অত্যাচারিত ও অবহেলিত বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। সেদিন হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ রোধ করে তবেই ছয় বছরব্যাপী সন্ত্রাসী আন্দোলনে ক্ষান্ত দিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতাকারী সেই বাঙালি হিন্দুরাই ১৯৪৭ সালে পুরো ১৮০ ডিগ্রি উল্টে গিয়ে বাংলা ভাগ করতে ব্রিটিশদের বাধ্য করেছিল, কারণ তারা একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের বাস্তবতা মেনে নিতে পারেনি।

৩. সাংস্কৃতিক ভারতপন্থি : বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই এ দেশের মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক জগৎ ইসলামবিদ্বেষী ও ভারতপন্থিদের করায়ত্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে গানটি ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে লেখা হয়েছিল, সেই গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান তাদের সাংস্কৃতিক দেউলিয়াত্ব ও ইতিহাস সম্পর্কে মূর্খতার প্রমাণ *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

মুক্ত গণমাধ্যমের প্রাণপুরুষ জিয়াউর রহমান

আনোয়ার আলদীন

সাংবাদিকতার প্রতি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাশীল। সাংবাদিকদের তিনি ভালবাসতেন। তিনি সাংবাদিকদের সার্বিক কল্যাণ নিরলস কাজ করেছেন। বিদেশে রাষ্ট্রীয় সফরে গেলে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কেবল ঢাকা নয়, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন বিভাগের সংবাদপত্র, সম্পাদক ও সাংবাদিকদের দুই-তিন জন প্রতিনিধি সবসময় সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এই ভূ-ভাগে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন এক নাক্ষত্রিক বিভায় উদ্ভাসিত হয়ে। প্রতিটি ক্রান্তিকাল,দুঃসহ-দুরধিগম্য-দুর্বিপাকের অনিশ্চয়তা যখন ঘনিয়ে এসেছে, তিনি অসম সাহসিকতায় হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে জাতির সমুখে ত্রাণকর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। একাত্তর অথবা পঁচাত্তর-মানুষের অনিঃশেষ নির্ভরতা-আস্থা আর ভরসার বিমূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন তিনি। একাত্তরে রাজনৈতিক নেতৃত্বহীন,অপ্রস্তুত,অসংগঠিত দিকভ্রান্ত-দিশাহীন শঙ্কিত জাতি কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে যখন ভেসে আসে বজ্রকণ্ঠ 'আই মেজর জিয়া ডু হিয়্যার বাই ডিক্লেয়ার্ড দ্য ইন্ডিপেনডেন্স অব বাংলাদেশ... তখন প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন। তার 'উই রিভোল্ট' নিনাদ ইথারে পৌঁছে যায় জনে জনে। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন রণাঙ্গণে। অতঃপর ৯ মাসের প্রানপন যুদ্ধে হানাদার মুক্ত হলো দেশ। অভ্যুদয় হলো নতুন দেশ-বাংলাদেশ। দেশ স্বাধীন হলো বটে,কিন্তু মানুষের ভাগ্যাকাশে আরো গভীর অন্ধকার নেমে এলো। শেখ মুজিব পাকিস্তান থেকে ফিরলেন। বসলেন ক্ষমতার মসনদে। দ্রুত বদলে যেতে থাকলো পরিস্থিতি-দৃশ্যপট। মানুষের সব আশা-আকাংখা,মনের গহীনে পুষে রাখা অনন্তকালের স্বপ্নগুলো ফিকে হতে থাকলো। চারদিকে নিকষ আঁধার ঘিরে নিতে থাকলো। শেখ মুজিব ও তার অলিগার্ক 'চাটার দলদের' বেপরোয়া লুন্ঠন,খুন গুম, রাহাজানি, উৎপীড়ন, দুর্বিনীত আমিত্ব রসাতলে ডুবিয়ে দিল দেশকে। দূর্ভিক্ষ হলো। ঘরে ঘরে ক্রন্দন রোল। 'স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি' হীন হলো জনজীবন। শ্বাসরুদ্ধকর জাহেলিয়াত নেমে এলো। ত্রাসের আগুন লেগে লাল হয়ে জ্বলে উঠল জনপদগুলো। মুক্তির প্রহর গুণতে শুরু করল দেশবাসী। শেখ মুজিব নিহত হলেন। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের রক্ষায় এলো ৭ নভেম্বর। সিপাহি জনতা মিলিত বিপ্লব ঘটিয়ে তাদের

পরীক্ষিত নিকষিত দেশপ্রেমিক, পরম ভরসাস্থল জিয়াউর রহমানের স্কন্ধে তুলে দিলেন দেশ পরিচালনার দায়িত্বযজ্ঞ। ক্ষমতার পাদপীঠে উপবেশন তাকে অভাবনীয়-অভূতপূর্ব কর্মযজ্ঞে নিবিড় নিবিষ্ট করে তোলে। বড় দ্রুত পরশ পাথরের মতো জিয়াউর রহমানের অলৌকিকতায় বদলে যেতে থাকল সবকিছু। অবাক বিস্ময়ে বিশ্ববাসী অবলোকন করতে থাকলেন একজন জিয়াউর রহমানের অভিনব হিরন্ময় দূরদর্শী পরিকল্পনার দ্রুততর বাস্তবায়নে উন্নয়ন-অগ্রযাত্রার নতুন বাংলাদেশ। এরকম বাংলাদেশ দেখেনি কেউ আগে। জিয়াউর রহমান হয়ে উঠলেন গণমানুষের প্রাণভোমরা। 'তলাবিহীন ঝুড়ির' কালিমা মুছে দিলেন। তিনি অচিরেই এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুললেন, যেখানে নিশ্চিত হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সমৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতা, অন্তর্ভুক্তিমুলক ও উদার ঐক্যের রাজনৈতিক পরিবেশ এবং সামাজিক স্থিতি ও ন্যায়পরায়ণতা। দেশের উন্নতি-উন্নয়নে করতলে নিয়েছিলেন বহুমাত্রিক-বহুমুখী পদক্ষেপ। এমন কোনো বিস্তৃত ক্ষেত্রের সন্ধান মিলবে না,যেখানে জিয়ার যাদু উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। তিনি ছিলেন অনন্য উচ্চতার স্বপ্নদ্রষ্টা-ভিশনারি রাষ্ট্রনায়ক। তার মতো অন্তপ্রান,দূরদর্শী ভূমিপুত্র, দেশদরদি, অসম সাহসী, সৎ,নিষ্ঠাবান, দুর্নীতিমুক্ত, কর্মঠ রাষ্ট্রনায়ক জগতে প্রায় বিরল।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক,বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা,বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা,সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্থপতি। নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে,নিজস্ব সংস্কৃতি নির্মাণ করতে,স্বাতন্ত্র-স্বকীয়তা অর্জন করতে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষকে পথ দেখিয়ে গেছেন। এক জীবনে একজন মানুষের পক্ষে এমন বিশাল অর্জন বিস্ময়কর। প্রেসিডেন্ট জিয়ার পক্ষে এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছিল। তিনি বাংলাদেশের আপন মৃত্তিকার সন্তান ছিলেন,গ্রাম-গ্রামান্তরের ধূলি ধূসরিত পথে,সুনীল মাঠে দোল খাওয়া ধানের আল ধরে তিনি ক্লান্তিহীন হেঁটেছিলেন, তিনি প্রাণের গহিনে বুনে নিতে পেরেছিলেন এ দেশের সাধারণ মানুষের স্বপ্ন। ক্ষনজন্মা মহানায়ক জিয়াউর রহমানের সর্বব্যাপী সাফল্যের পালকে উজ্জ্বল হয়ে আছে গণমাধ্যমকে মুক্ত অবারিত প্রাণবন্ত রথে উত্তোলন করে দেওয়া,গণমাধ্যমকে তার আপন ঠিকানা-রাষ্ট্রের 'চতুর্থ স্তম্ভে' পরিণত করা। এই স্বপ্নদ্রষ্টার গহিনে এই সত্য উপলব্ধি গ্রথিত করেছিল যে,গণতন্ত্র, সুশাসন ও উন্নয়নের সঙ্গে গণমাধ্যমের নিবিড়তম সম্পর্ক রয়েছে। সমাজে পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হয়ে কর্মসাধন করে থাকে। মানুষের চেতনা-চিন্তা,মতামত এবং সমাজের প্রবণতাগুলো প্রভাবিত করতে গণমাধ্যমের রয়েছে অসাধারণ অতি-সক্ষমতা; এটি নীতি-নির্ধারণ এবং সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। গণতন্ত্র শক্তিশালী করতে হলে অবশ্যই সাংবাদিকতার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য অনুসঙ্গ। তাই ঐকান্তিক আপন আগ্রহ থেকেই তিনি গণমাধ্যমের সঙ্গে গভীর প্রানময় হৃদ্যতা গড়ে তোলেন।

জিয়াউর রহমান মনে করতেন,দেশের সার্বিক স্থিতিশীলতা ও টেকসই উন্নয়নে গণমাধ্যম ব্যাপক অবদান রাখতে পারে। ১৯৭৫ সালে তিনি উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক থাকাকালে প্রথম বারের মতো তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তখনই তিনি গণমাধ্যমের সমস্যা,সংকট,সম্ভাবনা ও করণীয় সম্পর্কে সার্বিক ধারণা লাভ করেন। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্রসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সুদূরপ্রসারী উন্নয়নের চিন্তা পরিকল্পনা তার করোটিত স্থাপিত হয়। তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনের কারণে সংবাদকর্মীদের সঙ্গে গড়ে ওঠে নিবিড় সম্পর্ক,গভীর সখ্য। জাতিসংঘের ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করতেন জিয়াউর রহমান। যাতে বলা হয়েছে: প্রত্যেকের মতামত ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে; এই অধিকারে হস্তক্ষেপ ছাড়াই মতামত রাখা এবং *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

জনগণ জয়ী না হলে সংগ্রাম শেষ হয় না

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সমাজ ও রাষ্ট্রে এখনকার প্রধান বিবেচনার বিষয় কার হাতে টাকা আছে, কার হাতে নেই। যার টাকা আছে সে-ই ক্ষমতাবান; টাকা কোন পথে এসেছে তা কেউ জানতে চায় না। কেননা, জানাই বোধ করি অন্যায় হবে। ঘটনাটা খুবই স্বাভাবিকভাবে ঘটেছে। সব টাকাই যদি অন্যায় পথে অর্জিত হয়, তাতেও যেন কারও কিছু বলার নেই। বৈষম্য ব্যাপক মাত্রায় শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার পরপরই। আগেও বৈষম্য ছিল; কিন্তু একাত্তরে জাতির সমষ্টিগত মানুষ যুদ্ধ করেছে, প্রাণ দিয়েছে। তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে। ঘরের মেয়েরা নানাভাবে লাঞ্ছনা সহ্য করেছে। যুদ্ধ শেষে তারা চলে গেছে নিজ নিজ পুরোনো অবস্থানে, যে অবস্থান ইতোমধ্যে আগের তুলনায় ভালো হবে কী, আরও খারাপ হয়েছে। তারা কাজ পায়নি। অনেকে দুর্ভিক্ষে পড়েছে। আর যারা বিত্তবান তাদের সুবিধা হয়েছে। তারা একবার ধন বৃদ্ধির সুবিধা পেয়েছিল পাকিস্তান আসায়, আরেকবার পেল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায়। বিত্তবানদের যে অংশ যুক্ত ছিল ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে, তারা তো উৎফুল্ল হলোই, যারা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল তাদেরও কোনো অসুবিধা হলো না। রাজাকারদের ভেতর চিকন আলীরাই শুধু ধরা পড়েছিল; স্ফীতরা সহজেই পুনর্বাসিত হয়ে গিয়েছিল। বলাবাহুল্য, আদর্শের জোরে নয়; টাকার জোরে।

যুদ্ধে জনগণের জয় হয়েছে এটা একাত্তরের শেষে এবং বাহাত্তরের শুরুতে সত্য ছিল। মনে হয়েছিল, বিপ্লব ঘটে গেছে। আমরা নতুন রাষ্ট্র তো বটেই, নতুন এক সমাজও পাব। জনগণ বলতে সেই মুহূর্তে ধনী-দরিদ্র সবাইকেই বোঝাত। কেননা, সবাই একসঙ্গে লড়ছিল একটি চিহ্নিত শত্রুর বিরুদ্ধে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের ঐক্য তো টেকেনি। ধনীরা চলে গেছে ধনীদের জায়গায়, বাদবাকিরা পরাজিত মানুষের মতো ফিরে গেছে আগে যেখানে ছিল তার চেয়েও খারাপ জায়গায়।

গত ৫৪ বছরের ইতিহাস এ দেশে ধনীদের আরও ধনী হওয়ার ইতিহাস বটে। ধনী হয়েছে উৎপাদন করে নয়, মূলত লুণ্ঠন করে। কাজটি হানাদাররা শুরু করেছিল, স্থানীয়রা তাকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। একাত্তরে জাতি বিভক্ত হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধা ও রাজকারে। তার পর থেকে বিভক্ত হয়েছে ধনী ও দরিদ্রে। ধনীরা জয়ী হয়েছে গরিবদের হারিয়ে দিয়ে। যেন ধনীকে আরও ধনী করার জন্যই সবকিছু ঘটেছে।

এমন তো কথা ছিল না। লড়াইটা তো কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার ছিল না। ছিল সার্বিক মুক্তির, যে মুক্তির মূল ভিত্তিটাই হওয়ার কথা ছিল অর্থনৈতিক কেবল উন্নয়নের নয়; বৈষম্যহীনতারও। জনগণের আশা কেন তাহলে ভেঙে গেল খান খান হয়ে? গেল এ জন্য যে, সমাজ মোটেই বদলাল না। রয়ে গেল আগের মতোই। রাষ্ট্র বদলাল বটে, কিন্তু সে কেবল বহিরঙ্গ। ভেতরে সে রয়ে গেল আগের মতোই। সেই একই আমলাতন্ত্র, আইন-কানুন, অফিস-আদালত, শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রচারমাধ্যম, ধমক-ধামক, ঠাটবাট। শাসক বদলাল, কিন্তু শাসন বদলাল না।

স্বাধীন বাংলাদেশে আশা ছিল, আমাদের রাষ্ট্র হবে গণতান্ত্রিক; তা হয়নি। রয়ে গেছে আগের মতোই আমলাতান্ত্রিক। আশা ছিল, এগোবে সমাজতন্ত্রের দিকে। সে পথ ধরেনি। আটক রয়ে গেছে পুঁজিবাদের সেই পুরোনো খুঁটিতেই। এ রাষ্ট্র পাহারা দেয় না মানুষকে; পাহারা দেয় বিদ্যমান শাসকশ্রেণিকে। সমাজে কোনো বিপ্লব ঘটেনি। সেও রয়ে গেছে আগের মতোই। স্বভাবতই জয় হয়েছে বিত্তবানদের। তারাই ক্ষমতাবান। তারাই সর্বেসর্বা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে গত বছরের গণঅভ্যুত্থান; প্রতিটি বড় পরিবর্তনের পর চিত্র প্রায় অভিন্ন।

সংগ্রাম-যুদ্ধ-গণঅভ্যুত্থানে কি ধনী ঘরের ছেলেরা থাকে না? থাকে না মধ্যবিত্ত তরুণ? অবশ্যই থাকে। কখনও কখনও এমন সময় আসে, সবাই রুখে দাঁড়ায়। কুণ্ঠা করে না; এমনকি প্রাণ দিতেও। মানুষের মধ্যে দুটিই প্রবণতা থাকে; একটা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির, অপরটি অন্যের সঙ্গে মেশার, প্রয়োজনে আত্মত্যাগ করার। আন্দোলন-সংগ্রামে আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা প্রধান হয়ে ওঠে। কিন্তু সংগ্রাম, গণঅভ্যুত্থানে বিজয় এসে যোদ্ধাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। করে দেয় একাকী; অনেক ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ। বিত্তবান ঘরের যোদ্ধারা তখন ভাবতে শুরু করে নিজের কথা। নিজের কষ্ট, আত্মত্যাগ, স্বার্থ এসব বিবেচনা সামনে চলে আসে। সে হয়ে পড়ে স্বার্থপর।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর এটাই ঘটেছিল। যোদ্ধারা যোগ দিয়েছিল তাদের দলে যারা ব্যস্ত তখন নিজ নিজ আখের গুছিয়ে নেওয়ার কাজে। নতুন রাষ্ট্রে এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'অনুকরণীয় আদর্শ'। মনে হয়েছিল জয় হয়েছে স্বার্থপরতার; আত্মত্যাগের নয়, সমষ্টির নয়; ব্যক্তির। অর্থাৎ বিত্তবানদের স্বার্থের।

একাত্তর পেরিয়ে বাহাত্তরে এসে বড় বড় মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা লিখতে শুরু করলেন; বিষয় দাঁড়াল মুক্তিযুদ্ধে ব্যক্তির ভূমিকা। শিরোনাম হলো আমার একাত্তর কিংবা মুক্তিযুদ্ধ ও আমি। দৃশ্যমান হয়ে উঠল অসংখ্য আমি; হারিয়ে গেল সমষ্টিবদ্ধ আমরা। কবিতা লেখা বাঙালির অতিপুরাতন অভ্যাস। একাত্তরে তারা সবাই মিলে একটি মহাকাব্য রচনা করেছিল। তারপর আবার সেই গীতিক-বিতার প্রথাগত কাল; খণ্ড খণ্ড-টুকরো টুকরো বিজয়ের কাহিনি বলা। যে বিজয়ের মৃত রূপ এখন আমরা দেখছি বৈষম্য ও দুর্দশা বৃদ্ধির ভেতরে। বিজয়ীর বেশে যারা দৃশ্যমান তারা কি খুব *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

মোদি শি সাক্ষাৎ: এশিয়ার নতুন সমীকরণ

এম এ হোসাইন

ইতিহাস কখনও কখনও এগিয়ে যায় বড়সড় ঘোষণা দিয়ে নয়, বরং নীরব পুনর্গঠনের মাধ্যমে। গত, ৩১ আগস্ট ২০২৫, তিয়ানজিনে সেটাই ঘটল, যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) সম্মেলনের ফাঁকে বৈঠকে মিলিত হলেন। এটি কেবল কোন আনুষ্ঠানিক করমর্দন ছিল না, এটি ছিল সচেতনভাবে নেওয়া এক কৌশলগত পদক্ষেপ। এশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘদিনের সংকটপূর্ণ সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায় খোলার চেষ্টা। ১৯৬২ সালের যুদ্ধ, সীমান্তসংঘর্ষ, এবং মাত্র চার বছর আগে গালওয়ান উপত্যকায় প্রাণঘাতী সংঘাতের পর আলোচনার টেবিলে মুখোমুখি বসা, যা এক ধরনের সাহসী কূটনৈতিক বার্তা।

২০১৮ সালের পর এই প্রথম মোদির চীন সফর কোনো বিজয়যাত্রা ছিল না; ছিল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের যুগান্তকারী পরিবর্তনের বার্তা। মাসের পর মাস নীরব কূটনৈতিক যোগাযোগ এই মঞ্চ তৈরি করেছে। গত বছর কাজানে ব্রিকস সম্মেলনে সংক্ষিপ্ত *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র **E & F Train Subway** সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মন্ডিত রেস্টুরেন্টে ও ব্যাংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম

এখানে ● গায়ে হলুদ ● বিবাহ ● এনগেজমেন্টস ● সুইট সিক্সটিন ● বেবি শাওয়ার ● ফান্ড রেইজিং
বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্যু-ব্যবস্থা করা হয়।

- ৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
- ২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
- **Valet Parking**-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
- ১০০% হ্যালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।

বাঙালি কমিউনিটির জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের বাংলাদেশী শেফ

বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

agra Palace Restaurant & Party Hall

Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)
Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373
E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com

SYLHET MOTORS

Getting Approved is EASY
BAD CREDIT ?
NO CREDIT ?
No Problem...

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

QUALITY PRE-OWNED VEHICLES

YOU WORK
YOU DRIVE

এই বিজ্ঞাপন সাথে নিয়ে আসলে
৬ মাসের ফ্রি মেইনটেন্যান্স

Address: 161-05 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432
Phone: 718-523-3044, www.sylhetmotors.com

FREE PARKING

Kalam's Bazaar

حلال HALAL

Grand Opening

98-01 Liberty Avenue, Ozone Park, NY

Friday, September 5, 2025 2pm onwards

Shop $100 and WIN*

$20,000+

Total Prize Money **

Join us

FREE Food Festival

September 5 - 6

Free Food | Fuchka | Bhelpuri | Ice-Cream | Games | Goodie Bags

*Campaign duration September 5 to September 25, 2025. Draw on September 27, 2025, 12pm at Kalam's Bazaar. Shop minimum $100 and get a chance to win minimum $300 and maximum $20,000. Multiple shopping entries allowed. Sign-up on rewards program required for eligibility.

**Total Prize Money in Kalam's Bazaar shopping credit for 50 Winners. 1st Prize: $3,000, 2nd Prize: $2,000, 3rd: Prize $1,000 and rest 4th to 50th prize all in Kalam's Bazaar shopping credit worth $300 each.

For details, visit www.kalamsbazaar.com

Not responsible for typographical errors. Campaign modality may change without notice. We reserve the right to limit quantities. Artwork is for display purposes only.

ওজোন পার্কে কালাম'স বাজার উদ্বোধন ৫ সেপ্টেম্বর

(শেষ পাতার পর)

এভিনিউয়ে প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে ৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার দুপুর দুটায়। বিশাল আয়তনের এই বাজারে পাওয়া যাবে বাংলাদেশী-আমেরিকান সুপার মার্কেটের সব ধরনের পণ্য। বিশেষ করে সব ধরনের মাছ, হালাল মাংশ, তাজা শাক-সব্জি, শুকনো খাবার ও টাটকা ফলমূল। এছাড়াও পাওয়া যাবে গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী।

উদ্বোধন উপলক্ষে ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর ফ্রি ফুড ফেস্টিভ্যাল। এসবের মধ্যে থাকবে ফুচকা, ভেলপুরি, আইসক্রিম ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে খেলাধুলা ও গুডিব্যাগজ। উদ্বোধনী দিনে থাকবে বিশেষ লটারির ব্যবস্থা। মোট ২০ হাজার ডলারের পুরস্কার রয়েছে বলে জানিয়েছেন কালাম'স বাজার কর্তৃপক্ষ। উদ্বোধনী সেল চলবে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। লটারির ড্র হবে ২৭ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২ টায় কালাম'স বাজারে।

মোট ৫০ ক্রেতা পুরস্কার পাবেন। প্রথম পুরস্কার ৩ হাজার ডলার, দ্বিতীয় ২ হাজার, তৃতীয় ১ হাজার এবং চতুর্থ থেকে ৫০তম বিজয়ী পর্যন্ত সকলে ৩শত ডলার পর্যন্ত কালাম'স বাজার শপিং ক্রেডিট পাবেন।

ক্রেতাদের সুবিধার্থে রয়েছে ফ্রি পার্কিং এর ব্যবস্থা। শতভাগ হালাল সামগ্রীর এই বাজারে বাংলাদেশীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কালাম'স বাজারের পক্ষ থেকে।

ইনস্টাগ্রামে ৫২ বছরের নারীর সঙ্গে ২৬ বছরের যুবকের প্রেম, অতঃপর...

বাংলাদেশ ডেস্ক : উত্তর প্রদেশের মেইনপুরী জেলায় ইনস্টাগ্রামে শুরু হওয়া প্রেম শেষ হলো এক নারীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। পুলিশ জানিয়েছে, ৫২ বছরের ওই নারী চার সন্তানের মা ছিলেন এবং ফররুখাবাদ জেলার বাসিন্দা। তার সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে পরিচয় হয়েছিল ২৬ বছরের যুবক অরুণ রাজপুতের। দীর্ঘ এক বছরের বেশি সময় ধরে তাদের বন্ধুত্ব চলছিল এবং পরবর্তীতে ঘনিষ্ঠতাও বাড়ে। দুই মাস আগে ফোন নম্বর বিনিময় করে নিয়মিত যোগাযোগ শুরু করে তারা। এ সময় তারা একাধিকবার সরাসরি সাক্ষাৎও করেন। ঘটনার দিন ১১ আগস্ট নারীটি ফররুখাবাদ থেকে মেইনপুরীতে রাজপুতের সঙ্গে দেখা করতে যান। পুলিশ করপারি গ্রামের পাশে লাশ উদ্ধার করার পর গলায় চিহ্ন দেখে হত্যার সন্দেহ করে। পরে ময়নাতদন্তে নিশ্চিত হয় যে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। পরিচয় উদ্ঘাটনের পর ফররুখাবাদের নিখোঁজ ডায়েরির সঙ্গে মিলিয়ে নারীর নাম জানা যায়। অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে স্বীকার করে জানিয়েছে, নারীটি তাকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন এবং একইসঙ্গে প্রায় দেড় লাখ টাকা ধার দিয়েছিলেন, যা ফেরত চাইছিলেন। এসব কারণে বিরক্ত হয়ে রাজপুত তার দুপাট্টা দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে।

অভিযুক্ত ওই যুবক আরও জানান, ইনস্টাগ্রামে ওই নারী তার ছবি ফিল্টার ব্যবহার করে কম বয়সি হিসেবে উপস্থাপন করতেন, কিন্তু সরাসরি দেখা করার পর তার প্রকৃত বয়স জেনে বিয়েতে অনীহা প্রকাশ করে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নারীর মোবাইল ও অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছে এবং অভিযুক্তের ফোন থেকে তাদের কথোপকথনের বার্তাও উদ্ধার করা হয়েছে। পুরো ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সুপার অরুন কুমার সিং জানান, নারীর চাপে ক্ষুব্ধ ছিলেন তরুণ। এ কারণে ভুক্তভোগীর গায়ে থাকা ওড়না গলায় প্যাচিয়ে তাকে হত্যা করেন তিনি।

ভয়েস অব আমেরিকার পাঁচ শতাধিক সাংবাদিককে ছাঁটাই করছে ট্রাম্প প্রশাসন

বাংলাদেশ ডেস্ক : ফেডারেল অর্থায়নে পরিচালিত মার্কিন বার্তা সংস্থা ভয়েস অব আমেরিকার পাঁচ শতাধিক কর্মীকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। এই আউটলেটটি বন্ধ করতে এটা ট্রাম্প প্রশাসনের সর্বশেষ পদক্ষেপ। এর আগে সংস্থাটিকে 'উগ্রপন্থী' বলে অভিযুক্ত করে হোয়াইট হাউস। প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী ক্যারি লেক এ সিদ্ধান্তকে ন্যায্যতা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এটি ফেডারেল আমলাতন্ত্র কমাতে, সংস্থার সেবা উন্নত করতে এবং মার্কিন নাগরিকদের করের অর্থ সাশ্রয়ে সহায়ক হবে। তবে কর্মীদের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়ন নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া বিবৃতিতে এই পদক্ষেপকে 'অবৈধ' আখ্যা দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি প্রচারণার মোকাবিলায় ভয়েস অব আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ আন্তর্জাতিক সম্প্রচার সংস্থা, যা টেলিভিশন, রেডিও ও ডিজিটাল মাধ্যমে প্রায় ৫০টি ভাষায় সংবাদ প্রচার করে। এই আউটলেটের ৫৩২টি পদ থেকে লোকজনকে ছাটাই করা হবে বলে জানা গেছে। এর আগে জুন মাসে লেক ঘোষণা দিয়েছিলেন ৬৩৯ কর্মীকে বরখাস্ত করা হবে। তবে কাগজপত্রের ত্রুটির কারণে সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত হয় এবং কয়েকজন কর্মী আদালতে মামলা করেন।

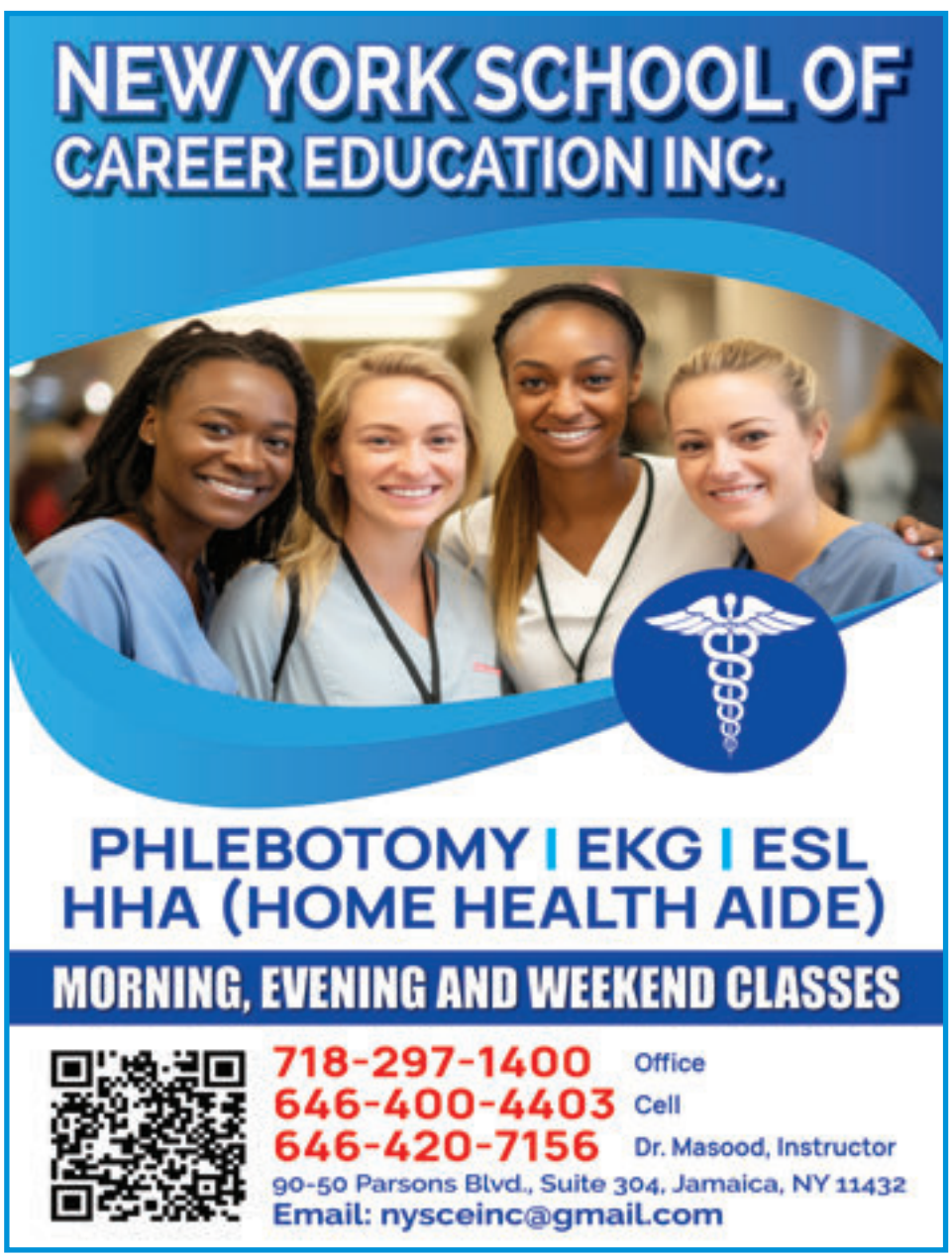

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার স্পেশাল ফান্ড রেইজিং ডিনার

তারিখ : ৬ সেপ্টেম্বর, শনিবার, ২০২৫

সময় : সন্ধ্যা ৬টা

স্থান : লাগর্ডিয়া ম্যারিয়ট

Lagurdia Marriot, 102-05 Ditmars Blvd
East Elmhurst, NY 11369

জনপ্রতি অন্যূন অনুদান ২৫০ ডলার

বিশেষ অতিথি : ইমাম জাকির আহমেদ, ইমাম আবু জাফর বেগ, ইমাম শামসি আলী, ইমাম আবদুল্লাহ রশীদ

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিনিয়োগে সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন ফান্ড রেইজিং কমিটির-

শাহরিয়ার রহমান, চেয়ারম্যান,
ডা. নাজমুল এইচ খান, চেয়ারম্যান, জেএমসি'র বোর্ড অফ ট্রাস্টি
ডা. মাহমুদুর রহমান, প্রেসিডেন্ট, জেএমসি
আফতাব মান্নান, সাধারণ সম্পাদক, জেএমসি

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন–সৈয়দ রহমান লাবু – ৯১৭-৩৫৫-৬৭৯৯ ও ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার – ৯১৭-৪৯৪-৫১৬৩

বিচারপতি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)

জাফর আহমাদ

একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার যতগুলো দিক ও বিভাগ প্রয়োজন সেই সবগুলো দিক ও বিভাগ দিয়েই সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের জন্য দ্বীন ইসলাম নির্ধারন করে দেয়া হয়েছে। মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম ছিলেন সেই সমস্ত বিভাগের একজন দক্ষ মহামানব। একজন পূর্ণাঙ্গ মহামানব হিসাবে তিনি যেমন একজন ন্যায়পরায়ন প্রশাসক, তেমনি তিনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ন বিচারপতি। দক্ষতার সাথে তিনি যেমন প্রশাসন পরিচালনা করেছেন, তেমনি তিনি ন্যায় ও ইনসাফের সাথে বিচার ব্যবস্থাও পরিচালনা করেছেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় আল্লাহর বিধান অনুয়ায়ী অনেক বিচার-ফয়সালা করেছেন। পক্ষপাতিত্ব, প্রভাবিত, আবেগতাড়িত হয়ে কোন বিচার কার্য পরিচালনা করেছেন এমন একটি ছোট্ট ঘটনাও তার বিচারপতি জীবনের ইতিহাসে পাওয়া যাবেনা। তিনি ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করতে গিয়ে কোনদিন নিজের আহাল, আত্মীয়-পরিজন ও জলিল-কদর কোন সাহাবীর পক্ষও অবলম্বন করেননি। তিনি বলতেন, যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করে, তবে আমি তার বেলায়ও হাত কাটার নির্দেশ দিবো।' এ জন্য তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে একজন শ্রেষ্টতর মহামানবের সাথে সাথে তিনি একজন শ্রেষ্ট বিচারপতিও বটে। তাঁর এ ন্যায়বিচারের কারণেই হাজরা থেকে সান'আ মাউত সুন্দরী তনয়া, মূল্যবান অলঙ্কার পরহিতা, একাকিনী দিনে-রাতে পথ চলেছেন, কেউ তার দিকে চোখ তুলে থাকাবে দুরের কথা তাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনও বোধ করতো না।

তাঁর জীবদ্দশায় কয়টি বিচার তাঁর আদালতে এসেছে জানা না থাকলেও অবশ্যই তা নগন্যই হবে। কারণ সমাজ ও সভ্যতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে অপরাধ প্রবণতা একেবারেই কমে গিয়েছিল। মানুষ অপরাধ করলে বিবেকের অবিরত কষাঘাত সহ্য করতে না পেরে নিজের মামলা নিজেই দায়ের করতো। প্রসিদ্ধ সেই মহিলার ঘটনা আমরা জানি যে যেনা করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচারালয়ে নিজের কৃত অপরাধের বিচার প্রার্থনা করলেন। বিচারপতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে প্রথমত সন্তান প্রসব, দ্বিতীয়ত আড়াই বৎসর দুগ্ধ পান করাবার নির্দেশ দিলেন। মহিলা কেঁদে কেঁদে এই ভয়ে চলে গেলেন যে, এ সময়ের মধ্যে যদি আমি বিনাবিচারে মৃত্যুবরণ করি তবে আহকামুল হাকিমিন মহান আল্লাহর বিচারের কাঠগড়ায় কি জবাব দেবো। এই ছিল একজন শ্রেষ্ট বিচারপতির ন্যায়বিচারের সামজিক প্রভাব।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ইনসাফ ও ন্যায় বিচার দারুনভাবে উপেক্ষিত। বিশেষ করে যখন যেই সরকার ক্ষমতায় আসেন, তাদের মনমর্জি ও হুকুম তামিল করতে গিয়ে ন্যায় বিচার আদালতের কঠিণ দেয়ালে মাথা টুকে নিজেকে রক্তাক্ত করে। ন্যায়বিচারের করুণ আর্তনাদ ও গগণ বিদারী কান্না আমাদের বর্তমান বিচারপতিদের হৃদয়কে ক্ষণিকের জন্য আহত করে না। কত নিরাপরাধ নিরীহ বনী আদম ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়ে চার দেয়ালের ভেতর পৃথিবীর আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তার কি কোন ইয়ত্তা আছে? মানবতা বা মানবিক মূল্যবোধ তো আজ গো-বেচারা, মনে হয় বয়সের ভারে নূজ, পাইক-পেয়াদাদের মতো বড় বড় লেজার-বুক নিয়ে এ অফিস থেকে ও অফিসে ঘুরতে ঘুরতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। কে তার কথা শুনে। মানবতার রক্ষক বিচারপতিরাই আজ মানবতাকে দুর কোন মহাসাগরের কালা পানির দেশে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। আদালতকে বলা হয় মানুষের ন্যায় বিচারের শেষ আশ্রয়স্থল। মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণের বিশেষ স্থান এটি। আশাহত মানুষগুলো এ দ্বার থেকে ও দ্বার শেষাবদি এক বুক আশা নিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ দাড়িপাল্লার এ অফিসটির দ্বারস্থ হয়। কিন্তু এখানে এসে দেখা যায় মানবতার সাথে কি পরিমাণ অসদাচরণ করা হয়। যেনো দাঁড়িপাল্লাটি কোন একদিকে সারাক্ষণ হেলে থাকে। আশার কিছু তো পাই-ইনি বরং উল্টো তাকে কিছুটা প্রমোদ গুণতে হয়। এ অফিসের হর্তাকর্তারা যদি অন্যদের মতোই বিচার-ফয়সালা করেন তবে মানুষ সাগরে ঝাঁপ দেয়া ছাড়া আর কি কোন রাস্তা আছে? একবার একটি কার্টুন দেখেছিলাম, মর্মার্থ ছিল, "এক ভিক্ষুক কিছু টাকা ভিক্ষা করে মাথায় ছাপড়াচ্ছে আর বলছে, আমি এখন এই টাকা কোথায় রাখবো, ঘরে রাখলে চোরে নিবে, মাটির নিচে পূতেঁ রাখলে ঔই পোকা খাবে, ব্যাংকে রাখলে সরকার খাবে।" বর্তমান বিচার ব্যবস্থাও তা-ই হয়েছে। মানুষ কোথায় যাবে? সমাজপতি, পুলিশ ও সর্বশেষ আদালত সবই একই রোগে আক্রান্ত। ন্যায়-অন্যায়, মানবিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার কোন কিছুই সেখানে পরখ করা হয় না।

পৃথিবীর দেশে দেশে বিচারপতিদের সৌজন্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচারালয়ের ন্যায়-ইনসাফ ও নিরপেক্ষতার কিছু ইতিহাস আলোচনা করতে চাই। সম্মানিত বিচারপতিগণ যদি আহকামুল হাকিমের তথা সমস্ত বিচারপতিদের বিচারপতি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে একদিন দাঁড়াতে হবে এ বিশ্বাস পোষণ করেন, তবে তাঁদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচার ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দিতে বলবো। তাতে একদিকে নিজেদের মধ্যে যেমন ন্যায়-ইনসাফ ও নিরপেক্ষতাকে স্থান দিতে পারবেন অন্যদিকে নিজেদের মধ্যে প্রশান্তি নেমে আসবে, উপকৃত হবে বিশ্ব মানবতা। প্রথমত হাশরের দিনের কথা একটু স্বরণ করুন, যখন ক্ষমতার সর্বময় দন্ড হাতে নিয়ে বিচাপতির আসনে আসীন হবেন আহকামুল হাকিমিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, তখন দুনিয়ার বিচারপতিদের কি অবস্থা হবে? যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসৃত পন্থায় বিচার-ফয়সালা করেছেন তাদের জন্য কোন চিন্তা থাকবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসৃত নীতি ও বিচার ফয়সালা ছাড়া মানব সমাজে কখনো ন্যায়, ইনসাফ ও আদল প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। সুরা রহমানে তাকীদ করা হয়েছে ঃ ওজনে বাড়াবাড়ি করো না, ঠিক ঠিকভাবে ইনসাফের সাথে ওজন করো এবং পাল্লায় কম করে দিয়ো না।"(আয়াত ৮-৯) যেহেতু আমরা এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্বলোকে বসবাস করছি যার গোটা ব্যবস্থাপনাই সুবিচার ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই আমাদেরকেও সুবিচার ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যে গণ্ডীর মধ্যে আমাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে সেখানে যদি আমরা বে-ইনসাফী করি এবং হকদারদের যে হক আমাদের যিম্মায় দেয়া হয়েছে, তা যদি হরণ করি তাহলে তা হবে বিশ্ব প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। এ মহাবিশ্ব প্রকৃতি জুলুম তো দুরের কথা, দাঁড়িপাল্লার ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে কেউ যদি খরিদ্দারকে এক তোলা পরিমাণ জিনিষ কম দেয় তাহলে সে বিশ্বলোকের ভারসাম্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

আল্লাহ তা'আলা মীযান (দাড়িপাল্লা) কায়েম করেছেন অর্থ সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করেছেন। এ মীযানে কমবেশ করো না মানে অবিচার ও বে-ইনসাফী করো না। গোটা বিশ্ব দাড়িপাল্লার মতো ভারসাম্যপূর্ণ। আল্লাহর কঠিণ আবদ্ধে বাঁধা ভারসাম্যপূর্ণ পৃথিবী সামান্য এদিক সেদিক হলে পৃথিবীতে প্রাণের কোন অবশিষ্ট থাকবে না। তেমনি আল্লাহর দেয়া বিচার ব্যবস্থাও ভারসাম্যপূর্ণ, তাতে এদিক সেদিক করা হলে সমাজে ন্যায়-ইসনাফ ও মানবিক মূল্যবোধ উঠে গিয়ে সামাজিক বিপর্যয় প্রবলাকার ধারণ করে। যারা সামান্য ক্ষমতা পেয়ে যে ভারসাম্যহীন অবস্থার সৃষ্টি করে, যদি আল্লাহর সামান্য আলো-বাতাস, অক্সিজেন, শ্বাস-প্রশ্বাস সামান্য সময়ের জন্য ক্ষমতাধারীর ক্ষেত্রে স্তব্ধ করে দেয়া হয়, তবে চিন্তা করুন কি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করুন। দাঁড়িপাল্লায় ভারসাম্যহীন অবস্থার সৃষ্টি করবেন না। মনে রাখবেন, ক্ষমতায় যারা আছে তাদের প্রাণ আর আপনার প্রাণের মধ্যে কোন পার্তক্য নেই। আপনি যদি ন্যায়ের পথে থেকে বিচার-ফয়সালা করেন তবে পৃথিবীর কেউ আপনাকে কিছুই করতে পারবে না। কারণ হায়াত-মওতের ফয়সালা আল্লাহর তরফ থেকেই হয়। আপনার মান-সম্মান, ইজ্জত অপমান, রিযিকের মালিক মহান রব। নিম্নে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কয়েকটি বিচার-ফয়সালা উল্লেখ করা হলো।

প্রভাবশালী ও দূর্বলের বিচার ফয়সালা:

বুখারী-মুসলিমে আছে-একবার মাখজুমী গোত্রের এক কুরাইশী মহিলা চুরি করে ধরা পড়ে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। নির্দেশ শুনে লোকজন খুব পেরেশান হয়ে পড়লো। কারণ সেই মহিলা ছিলো সম্ভ্রান্ত গোত্রের। তারা বলাবলি করতে লাগলো, উসামা ইবনু যায়িদ ছাড়া আর কে আছে, যাকে আল্লাহর রাসুল সঃ অত্যাধিক ভালবাসেন। তারা উসামাকে রাঃ সুপারিশের জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠালেন। যখন তিনি এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বললেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে উসামা! তুমি কি আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা না করার সুপারিশ *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

ঈদে মিলাদুন্নবীর শিক্ষা ও তাৎপর্য

এম সোলাইমান কাসেমী

৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল, আরবের পবিত্র মক্কা নগরীতে মা আমিনার কোলজুড়ে নেমে এলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পারস্যের কবি শেখ সাদী (রহ.) নবীজি সাল্লাল্লাহুর আগমন স্মরণ করে গেয়ে উঠেছেন, 'বালাগাল উলা বি-কামালিহি, কাশাফাদ্দুজা বি জামালিহি, হাসুনাত জামিয়ু খিসালিহি, সাল্লু আলায়হে ওয়া আলিহি-' কবিতাটির ভাবার্থ হচ্ছে- 'সাধনায় যিনি সুউচ্চ মর্যাদায় পূর্ণতায় পৌঁছেছেন যার সৌন্দর্যের ছটায় বিতাড়িত হয়েছে সমস্ত আঁধার, সব সচ্চরিত্রের সম্মিলন ঘটেছে যার মাঝে, তবে আসুন দরুদ ও সালাম জানাই তার ও তার বংশধরদের প্রতি।

বিশ্বনবীর আগমনে পুলকিত হয় দুনিয়া। এ আনন্দ মুক্তি ও শান্তির। আনন্দ সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও সমমর্যাদার। বিশ্ব যখন অন্যায়, অবিচার, জুলুম ও বহুবিধ কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল, ঠিক তখনই আল্লাহ তাআলা হিদায়াতের আলোক প্রদীপরূপে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছেন প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে। তিনি পৃথিবীর বুকে এমন এক সুসভ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, যা সর্বাঙ্গসুন্দর ও সমুজ্জ্বল আলোক আভায় উদ্ভাসিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি, যাতে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো (কল্যাণ ও ন্যায়বিধান মেনে চলো) এবং তাগুত থেকে বেঁচে থাকো।' (সুরা-১৬ নাহল, আয়াত: ৩৬)।

রবি অর্থ বসন্ত। আউয়াল মানে প্রথম। রবিউল আউয়াল হলো আরবের বসন্তের প্রথম মাস বা প্রথম বসন্ত। রবিউল আউয়াল আরবি হিজরি চান্দ্রমাসের তৃতীয় মাস। প্রকৃতি বসন্তকালে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়। নবজাগরণের সূচনা হয়। পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুখের সমীরণে অবগাহন করে। আনন্দের সমুদ্রে আবেগের বান আসে। (লিসানুল আরব)। রবিউল আউয়াল মাসে এই পৃথিবীতে শুভাগমন করেন মানবতার মুক্তিদূত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হজরত মুহাম্মদ (সা.)। এই মাসে তিনি প্রিয় জন্মভূমি মক্কা মুকাররমা থেকে মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন। রবিউল আউয়াল মাসেই তিনি ইন্তেকাল করেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখের এ দিনটি মিলাদুন্নবী (সা.) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মিলাদুন্নবী (সা.)-এর মূল শিক্ষা মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসার, কঠোর সাধনার, দাঁতভাঙা, রক্তঝরা, পরিপূর্ণ ও একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম বা জীবনবিধান ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ রূপে সর্বস্তরে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সব আল্লাহদ্রোহী শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে ইসলামকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠা করা।

মিলাদুন্নবী (সা.)-এর অর্থ নবী (সা.)-এর জন্ম অনুষ্ঠান। ধীরে ধীরে এর সঙ্গে 'ঈদ' শব্দ যোগ হয়ে 'ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)' রূপ লাভ করে। যার অর্থ মহানবী (সা.)-এর জন্মোৎসব। এ পর্যায়ে আরেকটি পরিভাষাও প্রচলিত হতে থাকে 'সিরাতুন্নবী (সা.)' অর্থাৎ নবী (সা.) জীবনচরিত বা জীবনী আলোচনা অনুষ্ঠান। এ দিবসে অনেকে জশনে জুলুশ বা শোভাযাত্রা ও আনন্দ র‍্যালিও করে থাকেন। মিলাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ জন্মলগ্ন, জন্মক্ষণ, জন্ম সম্পর্কে আলোচনা। আমাদের পরিভাষায় মিলাদ বলতে বোঝায় প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও জীবনী আলোচনা এবং তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করা। কুর-

আন করিমে রয়েছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসুল (সা.)-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, ফেরেশতাগণ তাঁর জন্য দোয়া করেন; হে বিশ্বাসীগণ তোমরা তাঁর প্রতি দরুদ পাঠ ও যথাযথরূপে সালাম পেশ করো।' (সুরা-৩৩ আহজাব, আয়াত: ৫৬)।

মিলাদুন্নবী (সা.)-এর মূল শিক্ষা কালেমা তাইয়্যেবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রেরিত রাসুল)। কালেমার নিগূঢ় অর্থ হাজারও প্রকারে বিশ্লেষণ করা যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ অথচ অতি সংক্ষিপ্ত ও অতি নিখুঁত বিশ্লেষণ হলো- 'বিশ্বপ্রভু আল্লাহর প্রতি আমি ইমান আনলাম, তাঁর সব আদেশ-নিষেধ মেনে নিলাম।' (ইমানে মুজমাল)।

মিলাদুন্নবী (সা.)-এর মূল শিক্ষা মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসার, কঠোর সাধনার, দাঁতভাঙা, রক্তঝরা, পরিপূর্ণ ও একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম বা জীবনবিধান ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ রূপে সর্বস্তরে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সব আল্লাহদ্রোহী শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে ইসলামকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠা করা। এটাই নবী-রাসুল প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনে বিবৃত হয়েছে, 'তিনি সে মহান প্রভু, যিনি রাসুল প্রেরণ করেছেন, সঠিক পন্থা ও সত্য ধর্মসহযোগে; যাতে সে ধর্মকে বিজয়ী করতে পারেন সর্বধর্মের শিখরে, যদিও কাফির-মুশরিকেরা তা অপছন্দ করে।' (সুরা-৯ তাওবা, আয়াত: ৩৩; সুরা-৬১ ছফ, আয়াত: ৯)।

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পথ অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (সা.) যা যা করতে বলেছেন, তা করতে হবে, আর যা করতে বারণ করেছেন, তা বর্জন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা- 'রাসুল (সাধারণ) তোমাদের যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো।' (সুরা: রও হাশর, আয়াত: ৭)।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ভালোবাসা ইমানের পূর্বশর্ত। ভালোবাসা প্রকাশ পায় নির্দেশ পালন ও অনুকরণের মধ্যে। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে- '(হে রাসুল সা.!) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তবে আমার অনুসরণ করো; (তাহলে) আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।' (সুরা-৩ আলে ইমরান, আয়াত: ৩১)।

প্রিয় নবীজি হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, 'তোমরা কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুমিন হবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-পুত্র ও যাবতীয় সবকিছুর চেয়ে প্রিয় হব।' (বুখারি: ১৩ ও ১৪)।

অশান্ত বিশ্বকে শান্তির ছায়াতলে আনতে হলে চাই বিশ্বনবীর আদর্শ অনুসরণ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণের ফলেই আমরা পেতে পারি মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। কেননা এর মাঝেই রয়েছে সর্বপ্রকার কল্যাণ।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

উদ্বাস্তু

উম্মে তাসবীহ

চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ুয়া মিতুল ভীষণ চঞ্চল। সারাক্ষণই তার খেলায় মন। যতক্ষণ স্কুলে থাকে ততক্ষণ বন্ধুদের সাথে তার ভালো সময় কাটে কিন্তু বাসায় ফিরে এলেই নির্জনতা তাকে ক্রমেই বিরক্ত করে তোলে। মিতুলের বাবা-মা দুজনেই চাকরি করেন। সে সময়টা মিতুল থাকে তার দাদীর কাছে। মিতুলের একাকীত্ব কাটানোর জন্য বাবা-মা তাকে একটি আইপ্যাড কিনে দিয়েছেন যাতে কার্টুন দেখে বা গেইমস খেলে সে সময় কাটাতে পারে।

এ বাসায় সকাল বেলাটা কাটে দারুণ ব্যস্ততায়। মা সকাল সাতটায় মিতুলকে ঘুম থেকে তুলে খাইয়ে, টিফিন আর বই গুছিয়ে তৈরি করে দেন স্কুলের জন্য। বাবা তাকে স্কুলে পৌঁছে দেন আর সেই সাথে নিজেরাও দৌড়োতে থাকেন যার যার অফিসের সময় ধরতে। মিতুলের সকালে ঘুম থেকে উঠতে একদম ইচ্ছে করে না। মা-বাবাকে সারাদিন কাছে পায় না বলে রাতের অনেকটা সময় সে জেগে থাকতে চায়। তাদের কোল ঘেঁষে জেগে থাকলেও সে আসলে মেতে থাকে বাবার মোবাইল ফোনটি নিয়ে। ওখানে কত কত মজার মজার গেইম সে ডাউনলোড করে নিয়েছে। বাবা বাসায় ফিরে প্রায় দিন টিভিতে ফুটবল খেলা দেখেন। মিতুলও দুপুরবেলা মাঝে মাঝে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালে দেখতে পায় পাশেই বস্তির বাচ্চারা খানিকটা ফাঁকা জায়গায় ফুটবল খেলে। সেও আগে মোবাইলে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলত কিন্তু এখন সে নতুন কিছু গেইম খুঁজে পেয়েছে। কল অফ ডিউটি কিংবা জম্বির গেইমগুলোতে যতটা উত্তেজনা আছে তা এখন আর পাজল মিলিয়ে পাওয়া যায় না। ওখানে একের পর এক নতুন চ্যালেঞ্জ। তার নিজের একটি একাউন্টও আছে ফেইসবুকে। স্কুলের অনেক বন্ধু মিলে তারা এখন অনলাইন গ্রুপ করে গেইম খেলে। তাদের দুটো দল তৈরি হয়েছে খেলায়। স্কুলে গিয়েও বন্ধুদের সাথে গেইম নিয়ে কত গল্প হয়। এক দল অন্য দলকে কতটা হারাতে পারল তা নিয়ে বাকযুদ্ধও চলে। শুধু একটাই সমস্যা, তার স্কুলের পড়া তৈরি না হলে আর গেইম খেলতে খেলতে অনেক রাত হয়ে গেলে মা খুব বকাঝকা করেন তাকে। মিতুল ভারি গাল ফোলায়। ওঁরাও তো ঘুমোন না তখন, তাহলে ছোট বলে তাকেই কেন এত বকাঝকা! সে ভাবে, এসব ভারি অন্যায় বাবা-মায়ের। সে যখন বড় হবে তখন একদম বাবা-মায়ের কথা শুনবে না। কেন যে সে তাড়াতাড়ি বড় হচ্ছে না! দাদীও খুব জ্বালান। সারাক্ষণ তার সাথে খেলতে ডাকেন। বুড়োদের সাথে খেলতে তার একদম ভালো লাগে না।

এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। একদিন হঠাৎ মিতুলের দাদীর খুব জ্বর হলো। ডাক্তার দাদীকে কিছুদিনের বিশ্রাম দিলেন। কোনো পরিশ্রম যাতে না হয় দাদীর, সেই ব্যাপারে বাবা-মাকে সতর্ক করে গেলেন। তাই তখন মিতুলের দেখাশোনা করতে এলেন কমল ভাইয়া। মিতুল তো ভীষণ খুশি। কতদিন পর কমল ভাইয়া তাদের সাথে থাকতে এলেন। মিতুলের মামাতো ভাই কমল ভাইয়া এবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন। তার এখন বেশ ক'দিনের ছুটি। মিতুল শুনেছে তিনি একজন স্কাউট। অবশ্য মিতুল তখনও জানত না, একজন স্কাউট বলতে আসলে কী বোঝায়। সে শুধু শুনেছে কমল ভাইয়ার অনেক গুণ।

ভাইয়া যে দিন এলেন, তার পরদিন দুপুর বেলায় দাদীর ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ভেতরে কথার আওয়াজ পেয়ে মিতুল থমকে দাঁড়াল। দেখল, ভাইয়া দাদীকে স্যুপ খাইয়ে দিচ্ছেন আর থেমে থেমে টিস্যু দিয়ে মুখ মুছে দিচ্ছেন। মিতুল অত ভালো বুঝতে না পারলেও যেন কিছুটা বুঝতে পারছিল পুরো দৃশ্যটা খুব পরিপাটি। ঘরটা এত সতেজ ওর আগে কখনো মনে হয়নি। সব জিনিস যেন গোছানো। এমনকি দাদীর কোলের ওপর একটা তোয়ালে পাতা, তার ওপর ট্রেতে সুপ্যের বাটি। দাদীর চুলগুলো আচড়ে টেনে বাঁধা, পরনে একটা নতুন ম্যাক্সি। মিতুল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু বিহ্বলতা নিয়ে যখন এই দৃশ্য দেখছিল, ভাইয়া তাকে দেখে হাসলেন। বললেন, 'ওষুধের বাক্সটা নিয়ে আয় তো মিতুল।'

মিতুল তার হাতের ফোনটা রেখে বাক্সটা এগিয়ে নিয়ে এলে ভাইয়া কিছু ওষুধ বের করে দাদীকে খাইয়ে দিয়ে বললেন, 'আজ থেকে নানীকে ওষুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব তোর। আয় তোকে শিখিয়ে দিচ্ছি কোন ওষুধটা কিভাবে কোন বেলায় দিতে হবে।' মিতুল ভীষণ অবাক হয়ে গেল। সে তো অনেক ছোট, সে কী করে পারবে! কিন্তু কমল ভাইয়া তাকে দিয়ে প্রত্যেকটা ওষুধের নাম পড়িয়ে দেখে নিলেন আর কয়েকবার করে তার মুখে শুনে নিলেন সে সব বুঝতে পেরেছে কি না। ভাইয়া এরপর তাকে একটার পর একটা কাজে ব্যস্ত করে রাখলেন। যেমন, দুজনে মিলে সেদিন ঘরটা গুছিয়ে ফেললেন, বারান্দায় লাগানো ফুলের গাছে আর দাদীর শখের সজির গাছগুলোতে পানি দিলেন, মিতুলের কালার বুকে তার পছন্দের ছবিতে রঙ করা হলো, সন্ধ্যায় চমৎকার একটা নাস্তা তৈরী করে তিনজনে মিলে খাবারটা খেয়ে চা পান করলেন আর তারপর মিতুলকে হোমওয়ার্ক করতে সাহায্য করলেন। মিতুলের খুব ভালো লাগছিল এতসব নতুন নতুন কাজ করতে আর ভাইয়ার সাথে গল্প করতে। তার অবশ্য কয়েকবার মনে হয়েছিল একটু ফোনটা হাতে নিয়ে গেইম খেলতে কিন্তু কাজের ব্যস্ততায় সে আর সুযোগ পেল না। সেদিন বাড়ি ফিরে মা-বাবা যখন দেখলেন, কমল ভাইয়া আর মিতুল মিলে তাদের জন্য খুব সুন্দর, আরামদায়ক একটা পানীয় তৈরি করে রেখেছে, ক্লান্ত তারা এত খুশি হলেন যে মিতুলের মনে হলো, এরকম আলো তাদের মুখে সে আগে দেখেনি। কারও জন্য কিছু করতে পারার আনন্দ সে যেন এই প্রথম পেল। এভাবে হাসলে বাবা-মাকে যে এত ভালো লাগে সে আগে তো জানত না! রাতে তারা সবাই মিলে একে অন্যকে টেবিলে খাবার পরিবেশন করতে আর খাওয়া শেষে সব পরিষ্কার করতে সাহায্য করল।

সে রাতে মিতুল আর না জেগে থেকে কমল ভাইয়ার সাথে পাশের ঘরে ঘুমুতে গেল। রাতে বিছানায় শুয়ে সারাটা দিন চিন্তা করতে তার যেন সে দিনটাকে অন্য রকম লাগছিল। সারা দিন ব্যস্ত থাকায় ক্লান্তিতে তার চোখে ঘুম নেমে আসছিল এত আরাম করে যে, সে ফোনের কথাও আর ভাবতে পারল না। মিতুল ভাইয়া তার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গল্প বলছিলেন, 'এক দেশে ছিল এক ছোট্ট ছেলে। সে ছিল সত্যবাদী আর ভীষণ দায়িত্বশীল। সবার সুখে দুখে সে পাশে থাকত...' শুনতে শুনতে ছোট্ট মিতুল ঘুমের দেশে পাড়ি জমাল। তার স্বপ্ন জুড়ে সে রাতে এলো বাবা, মা, দাদীর হাসিমুখ। একটি দায়িত্বশীল সুখী পরিবার।

খেলাধুলা এবং আমি

শরমিলি সারমিন লাভলী

শৈশব আমাদের জীবনের সবচেয়ে রঙিন অধ্যায়। নির্ভার হাসি, খেলা আর বন্ধুত্বে ভরা সে সময়ের স্মৃতি আজও হৃদয় ছুঁয়ে যায়। অন্য সব বাচ্চার মতো ছোটবেলা থেকেই আমারও ছিল খেলার প্রতি প্রচণ্ড দূর্বলতা। আমরা যখন ছোট ছিলাম খেলার মাঠ না থাকলেও টাঙ্গাইল শহরের মাঝখানে সাবালিয়া পাড়ায় ময়মনসিংহ রোডের সাথে নুরু ফকিরের বাড়ি, (বর্তমানে যেখানে পপুলার ক্লিনিক)আমার দুই চাচা আর দুই দারোগা-হরিণ ও ময়না দারোগার(হরিণ ও ময়না পালনের জন্য আসল নাম বিলুপ্ত) বাসা খেলার মাঠের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না।

বিকেল হলেই মন ছটফট করতো কখন খেলতে যাবো? বিকেলের মিষ্টি হাওয়ায় মাঠে ছুটে যাওয়া ছিল প্রতিদিনের নিয়ম। প্রতিটি খেলায় ছিল আলাদা আনন্দ, আলাদা শিক্ষা, যা আজও আমার মনে গভীর রেখা-পাত করে আছে।

গোল্লাছুট, কুতকুত, চিবুরি, লুকোচুরি, দারিয়া বান্ধা,সাতচারা, পাঁচগুটি, মার্বেল, ব্যাডমিন্টন, খোলা মাঠে ঘুড়ি উড়ানো এগুলোই খেলতাম ঘুরে ফিরে। সবচেয়ে প্রাণবন্ত খেলা ছিল দৌড় প্রতিযোগিতা। কে আগে গন্তব্যে পৌঁছাবে সেই প্রতিযোগিতায় শরীর ক্লান্ত হলেও মন ক্লান্ত হতো না। পড়ে গিয়েও আবার উঠে দাঁড়াতাম।

লুকোচুরি মানেই এক রহস্যময় আনন্দের খেলা। গাছের আড়াল বা খাটের নিচে লুকিয়ে নিঃশ্বাস আটকে থাকার মজা ছিল অপরিসীম আর ধরা পড়লে বন্ধুদের সাথে হাসাহাসি।

কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ ড়ছড়া কাটতে কাটতে এই খেলা খেলতাম। আমাদের খেলতে দেখে মাঝে মাঝে আমার সৌখিন চাচি আম্মাও(কুমুর মা) ভাড়াটিয়াদের বলতো,খেলবা নাকি তোমরা? যেদিন মুরুব্বীরা আমাদের সাথে খেলত, খেলার আনন্দ সেদিন আরো বেড়ে যেত।

যখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ি তখন একবার রাস্তা ঠিক করার কাজ চলছিল। রাস্তার কিছু দূরে...দুরেই ...বালু উঁচু করা ছিল। স্কুল থেকে ফেরার পথে বালুর ওপরে উঠতাম আর নিচে নামতাম। এভাবে খেলতে খেলতে বাড়ি ফিরতাম। একদিন বালির ওপর থেকে পা পিছলে রাস্তায় পড়ে যাই। আর তখনি একটা রিক্সা আমার পায়ের উপর উঠে যায়। ডান পায়ের সে কাঁটা দাগটা এখনও যেমন আছে...তেমনি আছে স্কুলে খেলতে গিয়ে অন্য মেয়েদের সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়ে ভ্রু কাঁটার দাগ।

গোল্লাছুট ছিল শৈশবের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ খেলাগুলোর একটি। একবার গোল্লাছুট খেলার সময় বলভাবির (ভাড়াটিয়া মোটাসোটা গোলগালের কারণে সবাই তাকে বলভাবি ডাকত) সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়ে আমার ডান হাত মচকে গিয়েছিল।

মার্বেলের খেলা ছিল হাতের নিপুণতার খেলা। এই খেলা সহজে পারতাম না। অপেক্ষাকৃত বড় এবং ছেলে বন্ধুরা সব সময় জয়লাভ করতো। তেমনি আরেকটা খেলা ছিল খোলা আকাশে ঘুড়ি উড়ানো। ঘুড়ি কাটতে না পারলেও পড়ে যাওয়া রঙিন ঘুড়ি কুড়িয়ে আনার আনন্দ ছিল রোমাঞ্চকর!

শীতের বিকেল মানেই ব্যাডমিন্টন খেলা। আব্বার বন্ধু হালিম ডাক্তারের দুই মেয়ে মিতু ও রুমু ছিল আমার বান্ধবী। সব বান্ধবীরা মিলে শীতের বিকেলের নরম রোদে নিয়মিত খেলতাম এই জনপ্রিয় খেলা। ব্যাডমিন্টন খেলার কোড কাটতো আর প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি কিনতো আব্বা আর আব্বার বন্ধুরা মিলে। আমরা বিকেলে খেলতাম। আব্বা আর আব্বার বন্ধুরা সবাই খেলতো রাত আটটা নয়টায়। ঐ সময় আমরা পড়া শেষ করে মাঠে বসে লাইটের উজ্জ্বল আলোতে খেলা দেখতাম।

খেলার সাথী কম হলে আমাদের উঠানে আর কুয়ার পাড়ের চিকন উঁচু জায়গায় চেরা দিয়ে দাগ কেটে কুতকুত খেলতাম।

একদিন আম্মা বলে,

-তুই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিস কেন?

- পায়ে ব্যাথা পেয়েছিস নাকি?

আমি বললাম,

না তো...আমি তো ঠিক মতই হাঁটছি।

হাজার হোক মায়ের মন আবার খেয়াল করে বলে,দেখি তো...বিছানায় শোয়ার পর দেখা গেল ডান পায়ের চেয়ে বা পা চার আঙ্গুল বড়। সবাই আতঙ্কিত!কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা। ব্যাথা নেই তবুও একি অবস্থা?টাঙ্গাইলের এক ডাক্তার বলল,অপারেশন করতে হবে আবার অন্য ডাক্তার বলল,পঙ্গু হয়ে যাবে।

ঢাকা বড় ডাক্তার দেখানো হল...তখনকার দিনে আট আনার ডিসপ্রিন খেয়ে আমার পা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গিয়েছিল। এখন আমার মনে হয়, অতিরিক্ত কুতকুত খেলার কারণে(ডান পায়ে চাপ আর বা পা ঝোলা)আমার পা বুঝি কোন ব্যাথা আর কোন কারণ ছাড়াই বড় হয়ে গিয়েছিল।

তখনকার দিনে ফান্টাসি কিংডম না থাকলেও প্রাকৃতিক ফান্টাসি কিংডম ছিল আমাদের পুকুরের ঐ পাড়ে কুমুদের বাসার পুকুর পাড়ের বিশাল বড় মোটা আম গাছটা। আর কোন গাছে আম না ধরলেও ওই গাছে আম ঠিকই ধরতো। পুকুরের এপার থেকেও দেখা যেত হলুদ হলুদ ঝোপা ঝোপা আমগুলো। ওই গাছের ডালে মোটা দড়ি বেঁধে দোল খেতাম.....একজন পেছন থেকে ধাক্কা দিলে দোল এমন উঁচুতে উঠে যেত... মনে হতো যেন আকাশ ছুঁয়ে ফেলবো! কখনো মনে হতো খোলা আকাশের নিচে পুকুরের মাঝখানে চলে এলাম ... সে অনুভূতি অসাধারণ আনন্দের!

প্রথম যেদিন সিক্স এ ক্লাস করি হাই স্কুলে উঠার আনন্দ পেয়েছিলাম যেমন ...দুঃখও পেয়েছিলাম তেমন ...এই ভেবে যে, ৫ টায় বাসায় ফিরলে আমি খেলব কখন? হাইস্কুলে উঠার পর মাঠের খেলা কমে গেলে শুরু হয় ঘরোয়া খেলা।

কুমু,আমি শাড়ি পড়ে ভ্যানিটি ব্যাগ কাঁধে নিয়ে হতাম শিক্ষিকা,ডাক্তার আরও কতকিছু!চটের গোল ডিজাইনের ব্যাগের কথা আমি আজও ভুলিনি। একবার পরীক্ষার সময় আব্বা জিজ্ঞেস করল, কালকে তোর কি পরীক্ষা? বললাম, ইংরেজি ২য় পত্র। বই নিয়ে আয়। Tense পড়ানোর সময় বলল,কলম নিয়ে আয়(অন্য সবকিছুর চেয়ে আব্বা Tense পড়াতে বেশি পছন্দ করতো)। কিন্তু কি আশ্চর্য!সারা বাড়ী খুঁজেও আমার দুটি কলমের একটিও পেলাম না। অসম্ভব ধৈর্যশীল বাবা সেদিন খুব রেগে গিয়ে আমাকে অনেক বকা দিয়েছিলেন। জীবনের প্রথম তার বড় মেয়েকে বকা দিয়ে রাত ৮ টায় দুটো দামি কলম এনে দিয়েছিলেন।

পরের দিন বিকেলে খেলতে গিয়ে দেখি,চটের ব্যাগের ভেতর আমার সেই কলম দুটো। যেগুলো শিক্ষিকা সাজার সময় ব্যাগে ঢুকিয়েছিলাম।

হরিণ দারোগার মেয়ে সুইটি আর ছন্দা আপার সাথে ক্যারাম খেলার নেশা হঠাৎ করেই বেশ বেড়ে গিয়েছিল। ঐ সময় আমার ছোট ভাই খুব অসুস্থ্য। যে অসুখে এক ছেলে মারা গিয়েছে ঠিক সেই অসুখই আরেক ছেলের। আমার আম্মা তখন পাগল প্রায়। বিকেল বেলা খেলে সন্ধায় বাড়ী ফিরলেই রাগ করতো। আমার ছেলে অসুস্থ্য। তার কাছে থকবি আর তুই খেলে বেড়াস?কালকে থেকে যেন আর তোকে ক্যারাম খেলতে যেতে না দেখি। তবুও চলে যেতাম আর বাসায় ফিরলে খেতাম উঠানে রাখা লাকড়ির বাড়ি। মনে মনে ঠিক করতাম আর খেলব না কিন্তু বিকেল হলেই নিজেকে দেওয়া ওয়াদা ভেঙ্গে ফেলতাম। একদিন আব্বা ক্যারাম বোর্ড কিনে এনে দিল বাসায় খেলার জন্য। নিজের বোন,চাচাত, খালাত ভাই বোন আর আত্মীয়-স্বজনের সাথে চলতো ক্যারাম খেলা। বেশী খেলতাম এ জন্য আম্মা মাঝে মাঝে ক্যারাম বোর্ড ভেঙ্গে ফেলতো আর আব্বা আবার কিনে দিতো। এভাবে যে কত ক্যারাম বোর্ড আব্বা কিনেছে আর আম্মা ভেঙ্গেছে তার হিসেব নেই।

স্কুল জীবনে বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতায় কখনও পুরষ্কার পেয়েছি বলে মনে হয় না... তবে বিয়ের পর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গাজীপুর, বরের চাকরির সুবাদে যখন গেলাম.. খেলার পরিবেশটা তখন নতুন করে পেলাম। ২৬শে মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বর খেলা হতো -সুঁইসুতা দৌড়, মারবেল দৌড়, চোখ বেঁধে হাড়ি ভাঙ্গা, গোলক, চাকতি, বল নিক্ষেপ ইত্যাদি। এসব খেলায় প্রতিবছরই দু-তিনটা পুরস্কার পেতাম। তাছাড়া কর্মকর্তা গৃহিণী ক্লাবের বার্ষিক খেলায় ক্যারাম বোর্ড একক, দ্বৈত ও দাবা খেলা এই তিনটা পুরস্কার আমার কখনও মিস হতো না। পুরস্কার পাওয়ার আনন্দের চেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছি খেলতে এসে আড্ডা আর একেক দিন একেক ভাবির খিচুরি খাওয়ায়।

বাচ্চাদের সাথে মাঠে একদিন সব ভাবিরা মিলে শখ করে সাতচারা খেলেছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম বয়স, চলে গিয়েছিলাম শৈশবে। মনে হয়েছিল,আমাদের দেশে এলাকাভিত্তিক খেলার মাঠ আর খেলার পরিবেশ থাকলে আধুনিকতার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে ক্রমাগত যে অস্থিরতা বেড়েই চলছে সেটা কিছুটা হলেও কমে যেত।

খোলা আকাশের নিচে খেলাধুলা যে আনন্দ দেয়, তা সব বয়সের মানুষের জন্যই অত-লনীয়। আজকের প্রযুক্তির ভিড়ে মোবাইল আর ল্যাপটপের গেমে অভ্যস্ত শিশুরা কখনও সেই নির্মল আনন্দের স্বাদ অনুভব করতে পারবে না।

শৈশব আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়। এই সময়ের সবচেয়ে বড় আনন্দ ছিল খেলাধুলা। প্রতিটি খেলায় ছিল ভিন্ন ভিন্ন আনন্দ, ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা। সেই শিক্ষা আমাদের শিখিয়েছে দলবদ্ধতা, সহনশীলতা আর বন্ধুত্বের মূল্য। তাই শৈশবের খেল-াধুলার রঙিন মুহূর্তগুলো আমাদের স্মৃতিতে থাকবে চির অম্লান!

জোছনা বাড়ালো হাত

শাহীন রেজা

জলের আতুরে জন্ম নিলো উর্মি; বিশ্বাস
লুকিয়ে রেখে জোছনাটাও বাড়িয়ে দিলো হাত।

করতলে গোলাপ এঁকে তুমি বললে, এ
তো প্রার্থনার জয়।
প্লাবনে ঘুমায় মৎস্যকুমারী, শুধু তোমার
দু'চোখে বিরহ-আভা, ঘুমহীন ক্লান্তিতে
বাড়ে তুকের বয়স।
জলের অভাবে তৃষ্ণা আর প্রেমহীনতায়
শিশিরের চন্দ্র-বনবাস।

আটলান্টিক সিটি ভ্রমণ

ড. রফিকুল ইসলাম

যেন মনটা আনচান, ভাবনায় সুনসান,
গুছিয়ে নিয়েছি নিজ আনমন;
ঘর থেকে বেড়িয়ে, শত মাইল পেরিয়ে,
হোটেলটা হাওয়ার্ড জনসন।
লাল রঙা গাড়িটা, ফেলে আসা বাড়িটা,
মোবাইলে যোগাযোগ চলছে;
ড্রাইভিংয়ে ডক্টর, সাইন্টিস্ট পেশাদার,
মজাদার কত কিছু বলছে।
টার্গেট করে ঠিক, ঘুরে দেখা আটলান্টিক,
সৈকত বালুচরে নামছে;
ঝাঁকবাধা পাখিদের, ছবি তোলা হলো ঢের,
ছুটাছুটি করে শুধু ঘামছে।
ক্যাসিনোতে ক্যাশ টাকা, ভাগ্যটা সব ফাকা,
চরকার কাটাটাই ঘুরছে;
শুরুটাই লাগে বেশ, শেষটাতে সব শেষ,
অবশেষে আফসোস জুটছে।
বাঙালি খানা মিস, চলে শুধু চায়নিজ,
রাত্রি যাপন চলে হোটেলে;
সকালের নাস্তা, ক্রোশ খানিক রাস্তা,
চুক্তি ছিল নাকি মোটেলে।
আনন্দ ভাগাভাগি, দু'জনেই রাত জাগি,
হাসি-ঠাট্টা চলে নানা বাহারে;
আমাদের অনুরাগ, তোমরাও নিও ভাগ,
আমাদের সাথে থাকো আহারে।
ভ্রমণের সব রেষ, এভাবেই ছুটি শেষ,
কাটিয়ে দিলাম শুধু দু'জনে;
এই আনন্দ উৎসব, ভ্রমণের রেষ সব,
স্মৃতিটুকু রেখে দিলাম এ'মনে।

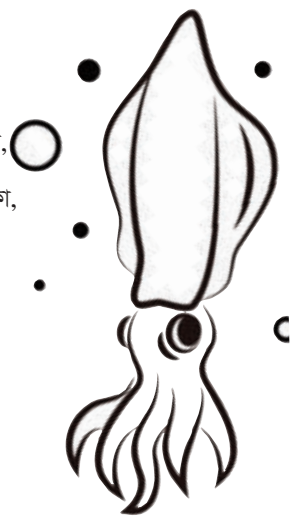

সত্যের জেল্লা

সুমন শামসুদ্দিন

নিজগৃহ ছেড়ে আজ যাযাবর,
পরদেশী ভূমিতেই পরবাস-
প্রমথিত পরবাসে দাম্ভিক!
কুণ্ঠিত মন আজ বেহায়া!
বিভাজিত সমাজের ঝংকার,
ঐক্যের মরীচিকাসজ্জা!
"একতাই বল" তবে মিথ্যে?
দ্বন্দ্বে কৃষ্টির লজ্জা!
যাযাবর ঘোড়াগুলো ছুটছে,
দৃষ্টিতে মুকুটের জৌলুস,
ঘোড়াদল পুরোটাই দ্বিপদী,
স্বার্থের খড়কুটো খুঁটছে!
আত্মজ বিচারেই বিজ্ঞ,
আর সব বিদূষক দুপেয়ে!
রবি-শশি নিজস্ব কারো নয়!
সত্যের জেল্লা জ্বলবেই।

সৈনিক কবি

এস এম মোজাম্মেল হক

বাঙালি সৈনিক কবি ছিল নজরুল
যুদ্ধে যোগদান তাঁর ছিলনাক ভুল।
এক হাতে লেখালেখি আর হাতে যুদ্ধ
দেশবাসী আবেগেই ছিল বাকরুদ্ধ।
মংসাউংখা কবি কাজী নজরুল সম
যুদ্ধের ময়দানে লড়াকু অন্যতম।
সাহিত্য রচনা যার ব্রত ছিল রোজ
প্রতিনিয়তই সে করে শত্রুর খোঁজ।
বার্মার জান্তার সীমাহীন নিপীড়ন
তাই গোটাবিশ্বে এতবেশী আলোড়ন।
যদি কারো ব্রত হয় স্বদেশের মুক্তি
থামান যায়না কভু দিয়ে কোন যুক্তি।
পণ তার রাখবেনা শত্রুর রেশটা
উদ্ধার করবেই পরাধীন দেশটা।

একটি ছেলের মনের ফড়িং

শাহীন খান

একটি ছেলের মনের ফড়িং তিড়িং বিড়িং নাচতো
সকালবেলার পাখিরা সব তার সোহাগে বাঁচতো।
ফুলকলিদের সাথে ছিলো নিত্য আনাগোনা
জোছনারা সব তাহার সাথে করতো আলোচনা।
চাঁদতারারা হৃদাকাশে দিতো আলো ঢেলে
এমন মনের ভালো ছেলে কোথাও কি আর মেলে?
সেই ছেলেটির কষ্ট ছিলো ভীষণ রকম আহা
তুমি আমায় ভুল বুঝো না বলছি শোনো তাহা।
অভাব ছিলো সঙ্গী তারই গাইতো লেটো দলে
অত্যাচারীর কর্ম দেখে পিত্ত যেতো জ্বলে।
দুখির দুঃখ দেখে তাহার কলম দিলো সাড়া
ধীরে ধীরে বপন করেন বিপ্লবী বীজ চারা।
কাব্য লেখেন নাটক লেখেন লেখেন গজল গানও
তার প্রতি লাইন বারুদ বোমা কাঁপতো পাঁজর প্রাণও।
শিশুর জন্যে মনটা ছিলো নরম ও তুল তুল।
সেই ছেলেটি হৃদের কবি বিদ্রোহী নজরুল।

বিপ্লবী প্রতিভা

কারিমা খাঁন দুলারী

এই বাংলার বুকে ফুটে ছিল
নক্ষত্র বিদ্রোহী কবি নজরুল।
কোথায় গেল সে হারিয়ে আজ
আমার প্রাণের প্রিয় বুলবুল।
গর্জে ওঠে হৃদয় ও মন
অবিরাম সর্বহারা জেগে।
ভেঙ্গে ফেলো ঐ লোহার শিকল,
বিপ্লবী মনের এই অনুরাগে।
ঐ বিদ্রোহী কণ্ঠে ধ্বনিত হয়
এ বুকে দহন কম্পন জ্বালা।
আমি বদ্ধ দুয়ারে খুলবো আজ
ঐ মনের কারাদণ্ড তালা।
আসুক না এ জীবনে যতো
প্রলয় বেগে তুফান গর্জে ঝড়।
মোর বক্ষে জ্বলে বিভীষিকা
দাবানলে পুড়ে যায় অন্তর।
এ জীবন বেঁধেছি পরাধীনতার
শিকলে অস্তিত্ব হারিয়ে এ হাল।
ঐ হিংস্র বাঘের থাবার গর্জন
বলো ভুবনে চলবে কতো কাল।
ইস্কুল জীবনে পড়েছি দুখু মিয়ার
কতো যে গল্প ইতিহাস কাহিনী।
সে ছিল বাংলার বুকে প্রতিভা
কবিতার মায়াজালে রাগ রাগিনী।

ঘ্রাণ শক্তির প্রতিবিম্বে

মোখলেসুর রহমান

(উৎসর্গ- কবি কাজী নজরুল ইসলামকে)

আমি অবিনশ্বর ভালোবাসার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছি
আর তুমি আছো মারণাস্ত্রের সুখে সংঘর্ষের মাঝখানে
প্রতিপক্ষ চিন্তা নিয়ে পৃথিবীর এপ্রান্ত ওপ্রান্ত দেখো।
কল ্যাণীয় মানুষ হাঁটে দূর দিগন্তে অবিরাম সরলতায়
তুমিও ফিরো প্রতিচ্ছন্দক হয়ে
আলো-দিগন্তের আলোর ছায়ায়
যেখানে নেই কারও বিড়ম্বনা হাতের ছাপ
বিস্তার শুধু মাঙ্গলিক স্বপ্নের সুর ধ্বনির বন্ধন।
স্বপ্নের আলোরা দেয় শুধু আলো- মায়াময়
আর সকল মারণঅস্ত্র ঢেকে ফেলে আকাশ বিষাক্ত ছায়ায়
মারণ অস্ত্রের ছায়ালিপি পড়ে থাকে
ইতিহাসের পাতায় ঘৃণার আর্দ্রতায় কোন নাগিনীর গন্ধে।
এইসব বিভ্রান্তির জাল উন্মুক্ত করে তাকাও
তুমি হাঁটো আমি হাঁটি
ভালোবাসার ঘ্রাণ শক্তির প্রতিবিম্বে।

শাড়ি

জাভেদ জোহা পলক

তুমি সুন্দর শাড়ি নিলে তা আমি জানি।
তোমার চোখে জল এসে যায় ভাষাহীন তরু লতা সমে।
নির্বাক তরুণ লতার মতো তুমিও তো সজিব।
নীরব তরুণ লতার মতো, তুমিও একজন সজিব তৌহিদী।
ধনুকের রংবেরঙের আকাশ কালো চুলে কালো মনে।
মন চায় তারার হাঁসি নিরবে আমার হৃদয়ে তোমাকে।
তোমার হয়ে আমার ভাষা করে খেলা পূর্ণতা লয়ে।
সবুজের সমারোহে সজীবতার প্রহর ভেঙ্গে আমি তোমার।
তোমার কাছে আমি চিরঋণী তোমার ভালোবাসার প্রেরণে।
আমি তোমার, সবুজের প্রাণশক্তির ঘন্টা ভেঙে।
তুমি সুন্দর শাড়ি নিলে তা আমি জানি।

শুধুই রবের হুকুম মানি

আবুল বাশার

নদীর কাছে প্রশ্ন করি
কোন মন্ত্রে দাও
পলি দিয়ে দু'কুল ভরি,
নদী আমায় হেসে বলে
পলি বুকে নিত্য চলি
রবের হুকুম পালন করি ।
যে কারণে সৃষ্টি আমার
নেই অধিকার বাইরে যাবার
তাইতো জীবন ব্যস্ত থাকে
মাঝে মধ্যে ফুসে উঠি
ভেঙ্গে ফেলি দু'কুল মাটি
মানুষ পাবে শিক্ষা খাঁটি ।
ভাঙ্গা গড়ার খেলা করি
সবই রবের ইচ্ছা মাফিক
নিজকে রবের গোলাম জানি
তাইতো যে তার হুকুম মানি।
এ জগতের সৃষ্টি যত
রবের কাছে সবই নত
সাধ্য যে নেই বাইরে যাবার
ঔষধ পথ্য খাদ্য আহার
সব কিছুতে নজর তাহার।

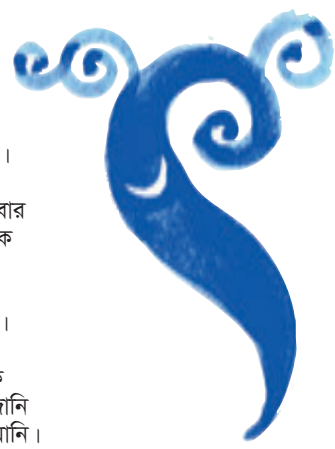

ধূমকেতুর নীরবতা

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

শহরের কংক্রিটে ঘুমিয়ে আছে একজন ধূমকেতু
তার গায়ে জমে আছে শতাব্দীর ধুলো আর ক্লান্তি
ক্যাফের কোলাহলে শোনা যায় না তার গর্জন
রেডিও'র জ্যামারে আটকে গেছে বিদ্রোহীর বাঁশি।
চায়ের কাপে ভেসে ওঠে একটি ভীরু প্রজাপতি
সে খোঁজে এক ফোঁটা আগুন, একচিলতে রোদ।
তবে রৌদ্রের কংকালে জন্ম নেয় সিগারেটের ধোঁয়া
আর একটি ধূমকেতুর ভাঙা ভায়োলিনের সুর।
হয়ত তার কলমের নিবে জমে আছে অব্যক্ত যন্ত্রণা
শত ট্রাফিকের শব্দে চাপা পড়ে গেছে বিদ্রোহী সুর
আঁধারের ক্যানভাসে আঁকা একটি কালো ছবি
যেখানে আজ কাঁদে এক মহাকাব্যিক নীরবতা!

সময়ের স্রোত

সাঈদুর রহমান লিটন

দেশে অমাবস্যা, নিকষ কালোয় কালো, চোখ বুঝা দাঁড়কাক,
আলোর বড় অভাব,সূর্যের আলোয় চোখ পুড়ে, হৃদয় পুড়ে বেশি।
আনচান করা প্রাণ ধুঁকতে ধুঁকতে কাজ সারে,
ঘেমে অস্থির, অন্ধকারের কাজ, শ্রম চার গুন হয়,
চোর আর ডাকাত এই জন্যই পৃথক।
কাজ একই, কৌশল ভিন্ন আলো আর আঁধারের।
স্বর, চোখ রাঙানো, আর মরনাস্ত্র এক পক্ষের,শক্তি যার সহায়ক,
চুপি চুপি অন্ধকার, ভয়ের! লজ্জার!
কাপুরুষতা! বিবেক বিসর্জন এখন ধর্মের কথা।
ছলকে জয় করে দেয় ধর্ম কথা,
কাপুরুষতা জন্ম দেয় ধর্ম কথা,
অসহায়ত্ব জন্ম দেয় ধর্ম কথা
নীতির প্রতি সচেতনতা দূর্বলতার নামান্তর।
অন্ধকার কাউকে তোয়াক্কা করে না
অন্ধকার কোন বাঁধ মানে না
অন্ধকার স্বচ্ছলতার হাতছানি
অন্ধকার কাউকে পেয়ে বসলে জীবন বদলে যায়,
অন্ধকার হালফ্যাসনের মডেল।
আমি কষ্ট কে জয় করতে শিখেছি।
আমি ঘৃনাকে ভাল বাসতে শিখেছি।
আমি অন্ধকার কে মেনে নিতে শিখেছি।
আমি সত্য চাপা দিতে জেনেছি।
আমি পরচর্চা করতে মজা পাচ্ছি।
আমি আপন কথা অন্যকে বলেও
মজা লুটছি।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

সত্যিই কি বিয়ের পর ওজন বাড়ে?

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিয়ের পর ওজন বৃদ্ধি একটি সাধারণ ঘটনা যা অনেকেই লক্ষ্য করে থাকেন। অনেক নবদম্পতি প্রথম কয়েক বছরের মধ্যে ওজন বাড়তে দেখেন, এবং এ নিয়ে গবেষণাও হয়েছে। তবে, কেন বিয়ের পর ওজন বাড়ে তা বোঝার জন্য বিভিন্ন মানসিক, শারীরিক এবং সামাজিক কারণ বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই প্রতিবেদনটিতে সেই কারণগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে।

১. রুটিনের পরিবর্তন : বিয়ের পর জীবন-যাপনের ধরন ও রুটিনে পরিবর্তন আসে। একক জীবনের তুলনায় দম্পতিদের মাঝে একসঙ্গে সময় কাটানো, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া, সিনেমা দেখা বা ঘরে সময় কাটানো বেশি হয়। বিশেষত, একসঙ্গে খাবারের আনন্দ উপভোগ করার ফলে অনেক সময় অতিরিক্ত খাওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়, যা ওজন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

২. সামাজিক অনুষ্ঠান ও আড্ডা : বিয়ে সাধারণত বড় একটা সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে চলে এবং বিয়ের পর নবদম্পতিকে বিভিন্ন দাওয়াত, পার্টি ও আড্ডায় অংশগ্রহণ করতে হয়। এ ধরনের অনুষ্ঠানে সুস্বাদু খাবারের আয়োজনে লোভ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়াও, বিয়ের পর সামাজিক জীবন বাড়ায় এবং এতে নিয়মিত খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম হতে পারে, যা ওজন বাড়ার কারণ।

৩. আবেগজনিত খাওয়ার প্রবণতা : বিয়ের পর দাম্পত্য জীবনের খুশি বা আবেগজনিত চাপের কারণে অনেকেই খাবার খেয়ে নিজেদের অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। যেমন, কেউ যদি কোনো কারণে মানসিক চাপ বা হতাশায় ভোগেন, তাহলে তিনি খাবারের মাধ্যমে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। আবার খুশির মুহূর্তেও অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এই অতিরিক্ত খাওয়া ওজন বাড়ানোর অন্যতম কারণ।

৪. শারীরিক সক্রিয়তার অভাব : একক জীবনের তুলনায় দাম্পত্য জীবনে অনেকেই শারীরিক কার্যক্রমে কম সময় দেন। বিয়ের আগে ফিটনেস বজায় রাখতে যেভাবে ব্যায়াম করা হতো, বিয়ের পর সেই ধারা ধরে রাখা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। একে অপরের সঙ্গে সময় কাটানোর কারণে অনেকেই জিম বা ব্যায়ামের জন্য পর্যাপ্ত সময় বের করতে পারেন না, যার ফলে ওজন বাড়তে থাকে।

৫. বয়সের প্রভাব : বিয়ের পর বেশিরভাগ মানুষের বয়সও বাড়তে থাকে। সাধারণত ৩০-এর পর শরীরের বিপাকীয় হার কমে যায়, অর্থাৎ শরীর খাদ্যকে কম শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এর ফলে, একই পরিমাণ খাবার খেলে আগে যেমন ওজন হতো, এখন তার থেকে বেশি হতে পারে। বয়সের এই প্রাকৃতিক প্রভাবও ওজন বৃদ্ধির একটি কারণ।

৬. অলস জীবনযাপন : বিয়ের পর অনেকেই কর্মজীবনে স্থির হয়ে যান এবং মানসিক স্বস্তি লাভ করেন। বিশেষ করে যারা সংসারী হতে বেশি মনোযোগ দেন, তারা প্রায়ই অলস জীবনযাপন করতে শুরু করেন। এটি ধীরে ধীরে ওজন বাড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দৈনন্দিন শারীরিক কর্মকাণ্ড কমে যাওয়ার ফলে শরীরের ক্যালোরি পুড়তে কম সময় নেয় এবং এই ক্যালোরি শরীরে চর্বি হিসেবে জমা হয়।

৭. গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদান : বিয়ের পর ওজন বৃদ্ধির অন্যতম একটি কারণ হলো গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদান। গর্ভাবস্থায় নারীদের ওজন বৃদ্ধি একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, এবং সন্তান জন্মের পরও অনেক নারীর ওজন আগের অবস্থায় ফিরে আসতে সময় লাগে। এছাড়া, সন্তানের যত্ন নেওয়া এবং মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করার কারণে অনেক সময় নারীদের নিয়মিত শারীরিক কার্যক্রমে অংশ নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

ওজন বৃদ্ধির প্রভাব কমানোর উপায় : যদিও বিয়ের পর ওজন বৃদ্ধি একটি সাধারণ ঘটনা, তবে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করে এটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যেমন:

সুষম খাদ্যাভ্যাস: বিয়ের পরও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখতে হবে। একসঙ্গে খাবার উপভোগ করা গেলেও অতিরিক্ত খাওয়া এড়ানো উচিত।

নিয়মিত ব্যায়াম: শারীরিক সক্রিয়তা বজায় রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম বা হাঁটার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ: দাম্পত্য জীবনের যেকোনো মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য স্বাস্থ্যকর উপায়ে মানসিক স্বস্তি অর্জনের চেষ্টা করা উচিত।

সুস্থ জীবনযাপন: ব্যস্ত সময়সূচির মধ্যেও সঠিক রুটিন বজায় রাখা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বিয়ের পর ওজন বৃদ্ধি একটি বাস্তব ঘটনা, যা শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন কারণের ওপর নির্ভরশীল। যদিও এটি সাধারণ ঘটনা, সঠিক খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক কার্যকলাপ ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। দাম্পত্য জীবন উপভোগের পাশাপাশি নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকা বিয়ের পর সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

গর্ভধারণের জন্য সেরা সময় কোনটি?

বাংলাদেশ ডেস্ক : গর্ভধারণ প্রতিটি দম্পতির জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। তবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতির পাশাপাশি সময়ের ব্যাপারে সচেতন হওয়া জরুরি। গর্ভধারণের সঠিক সময় নির্ধারণ শুধু মা ও শিশুর সুস্থতার জন্যই নয়, বরং একটি সুস্থ পারিবারিক ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গর্ভধারণের জন্য শারীরিক প্রস্তুতির সময়। একজন নারীর জীবনে গর্ভধারণের উপযুক্ত সময় তার বয়স, শারীরিক স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার ওপর নির্ভর করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নারীর গর্ভধারণের সেরা বয়স সাধারণত ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। এই বয়সে নারীর ডিম্বাণু সবচেয়ে সক্রিয় থাকে এবং গর্ভধারণের ঝুঁকিও তুলনামূলক কম। ৩০ বছরের পরে নারীর প্রজনন ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে, এবং ৩৫ বছরের পর থেকে গর্ভধারণে কিছু জটিলতার আশঙ্কা থাকে। তবে বর্তমানে উন্নত চিকিৎসা ও সচেতনতার কারণে বয়স কিছুটা বেশি হলেও নিরাপদ গর্ভধারণ সম্ভব।

উপযুক্ত সময় নির্ধারণের ৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

মাসিক চক্রের হিসাব রাখা: গর্ভধারণের সম্ভাবনা বেশি থাকে মাসিক চক্রের ১১ থেকে ২১ দিনের মধ্যে, যা সাধারণত ডিম্বস্ফোটনের সময়। এই সময় ডিম্বাণু মুক্ত হয় এবং পুরুষের শুক্রাণুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শারীরিক সুস্থতা: গর্ভধারণের আগে নারীর সুস্থতা যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ। যেকোনো দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতা, যেমন ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ থাকলে আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

মানসিক প্রস্তুতি: শুধু শারীরিক নয়, মানসিক দিক থেকেও প্রস্তুত থাকা জরুরি। দম্পতিদের নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং পারিবারিক সমর্থন নিশ্চিত করতে হবে।

জীবনযাত্রার পরিবর্তন: ধূমপান, মদ্যপান, বা স্ট্রেসপূর্ণ কাজ গর্ভধারণের সম্ভাবনা কমাতে পারে। তাই স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত ঘুম এবং নিয়মিত হালকা ব্যায়াম জরুরি।

চিকিৎসকের পরামর্শ: যদি দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও গর্ভধারণ সম্ভব না হয়, তবে দেরি না করে প্রজনন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

বয়স এবং গর্ভধারণ

২০-৩০ বছর: প্রজনন ক্ষমতা বেশি এবং জটিলতার ঝুঁকি কম।

৩১-৩৫ বছর: কিছুটা মনোযোগ ও চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

৩৬-৪০ বছর: এই বয়সে জটিলতার সম্ভাবনা থাকে বেশি, তবে সঠিক চিকিৎসায় নিরাপদ গর্ভধারণ সম্ভব।

গর্ভধারণের উপযুক্ত সময় নির্ধারণের জন্য চিকিৎসকের ভূমিকা

চিকিৎসক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে নারীর শারীরিক অবস্থা যাচাই এবং গর্ভধারণের জন্য সঠিক পরিকল্পনা করা উচিত। রক্ত পরীক্ষা, আল্ট্রাসাউন্ড, এবং হরমোন পর্যবেক্ষণ সাহায্য করতে পারে।

গর্ভধারণের পরিকল্পনার আগে প্রয়োজনীয় টিপস

পর্যাপ্ত ফলমূল ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করুন।

গর্ভধারণের আগে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

দৈনিক ফোলিক অ্যাসিড সেবন করুন। মানসিক চাপ কমানোর জন্য মেডিটেশন বা যোগব্যায়াম চর্চা করুন।

শেষ কথা

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস

ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

Sleep and Lung Center

* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকলীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।

আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে

Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700

170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-565-5600
Fax: 718-565-5686

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করে থাকি

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine
Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা
87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

মামুনের তত্ত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্রাপসি ফাইলিংয়ে পারদর্শী এটর্নী গেহি

বাংলাদেশ রিপোর্ট: ইমিগ্রেশন বিশেষ করে পলিটিক্যাল এসাইলাম, ডিপোর্টেশন ও সিটিজেনশীপ সহ অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শী এটর্নী নরেশ গেহি। এছাড়া ব্যাংক্রাপসী ফাইলের ক্ষেত্রে তার রয়েছে দক্ষতা ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। এটর্নী নরেশ গেহি নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে অত্যন্ত পরিচিত একটি নাম। বিভিন্ন বিষয়ে মানুষকে আইনী সহায়তা করে ইতোমধ্যেই তিনি কুড়িয়েছেন ব্যাপক জনপ্রিয়তা। নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা ও ওজোন পার্কে বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকায় তার রয়েছে তিনটি অফিস। এসব অফিসে আছে বাংলায় কথা বলার জন্য কর্মকর্তা। গ্রাহকদের বিনামূল্যে পরামর্শ এবং তুলনামূলকভাবে কম ফি নেয়ার কারণে তার রয়েছে বিশেষ সুনাম। তাছাড়া এটর্নী নরেশ গেহি তার সেবার মধ্য দিয়ে বড় ধরণের বিশ্বস্থতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন কমিউনিটিতে। এটর্নী গেহির মাধ্যমে যারা সুফল পেয়েছেন তারা তাদের পরিচিতজনকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন তার শরনাপন্ন হতে।

বিভিন্ন জটিল মামলার জট ছাড়িয়ে, ডিপোর্টেশনের খড়গ নেমে আসা অভিবাসন প্রত্যাশীদের ডিপোর্টশনের জাল থেকে বের করে এনে গ্রীন কার্ড প্রাপ্তিতে সহায়তা করাসহ বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের বহু এসাইলাম বা রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীর আবেদন মঞ্জুরের সফলতা লাভের মধ্য দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত আমেরিকান আইনজীবী নরেশ গেহি। অফিস উদ্বোধনকালে তিনি বলেন, তাদের এই প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা ল' ফার্মগুলোর অন্যতম। গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে তারা বিশেষ করে ইমিগ্রান্ট কমিউনিটি ও আনডকুমেন্টেড মানুষকে নানা রকম আইনি সহায়তা দিয়ে আসছেন। তারা ইমিগ্রেশন, গ্রিন কার্ড, ডিপোর্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ক্রেডিট কার্ড ম্যাটার, পারিবারিক সমস্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে তুলনামূলক কম খরচে আইনি সেবা দিয়ে থাকেন। গেহির মূল লক্ষ্য হচ্ছে আইন ও শৃঙ্খলা এবং শিক্ষার মাধ্যমে কমিউনিটির সেবা করা।

নরেশ গেহির আইনি কর্মক্ষেত্র শুধুমাত্র এসাইলাম প্রার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এক্ষেত্রে তিনি ও তার প্রতিষ্ঠান কনস্যুলার প্রসেসিং, ফ্রড ওয়েভার, ফিয়াঁসে ভিসা, পারিবারিক নির্যাতিতা, বিবাহ সূত্রে ইমিগ্রেশন, ইমিগ্রেশন বণ্ড ও ডিটেনশন, চাকুরি সূত্রে ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশিপের জন্য আবেদন করাসহ সকল বিষয়ে ক্লায়েন্টদের তুলনামূলকভাবে কম মাশুলে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করছে। এমনকি বিভিন্ন বাংলাভাষীসহ বিভিন্ন ভাষাভাষী ক্লায়েন্টদের ইমিগ্রেশন অফিসগুলোতে এবং ইমিগ্রেশন জজের কোর্টে ইংরেজি বলতে অসুবিধা হলে তাদেরকে ক্লায়েন্টদের নিজ নিজ ভাষায় ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রস্তুত করতে সহায়তা করে নরেশ গেহির অফিস। এমনকি প্রয়োজনে ইন্টারভিউয়ের সময় পাশে থাকেন, যাতে ভুক্তভোগীরা সাহস রেখে ইন্টারভিউয়ের মুখোমুখি হতে পারেন।

নরেশ গেহি ব্যাংক্রাপসি, ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত জটিলতা ও ঋণদানকারী সংস্থার দ্বারা ঝামেলা সৃষ্টির সমস্যা, পার্সোনাল ইনজুরি, ক্রিমিনাল কেস, ডিভোর্স ও ফ্যামিলি ল' বিষয়ক মামলা নিস্পত্তিতেও পারদর্শী এবং এসব ক্ষেত্রেও তার প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অসামান্য। নরেশ গেহি আমেরিকান ইমিগ্রেশন লইয়ার্স এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং এসোসিয়েশন অফ ডিপোর্টেশন ডিফেন্স এটর্নিজ এর সদস্য হিসেবে সুনামের সঙ্গে ভূমিকা পালন করছেন। তার অফিস সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত খোলা থাকে। তার সাথে পরামর্শ করতে চাইলে তিনি ও তার সহকর্মীরা বিনা ফি'তে পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং সন্ধ্যার পরও তারা এপয়েন্টমেন্টের ভিত্তিতে উপস্থিত থেকে তাদের সেবা প্রদান করেন।

নরেশ গেহি আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে তাদের তিনটি অফিস রয়েছে। ভারতেও তাদের অফিস আছে। ফরেস্ট হিলের অফিস জ্যাকসন হাইটসে স্থানান্তরের বিষয়ে তিনি বলেন, এখানে যাতে আরও বেশি মানুষকে সেবা দেওয়া সম্ভব হয়, সে জন্য অফিস স্থানান্তর করা হয়েছে। ফরেস্ট হিলের চেয়ে জ্যাকসন হাইটসে আসতে মানুষের সুবিধা বেশি। তবে ফরেস্ট হিল অফিসের টেলিফোন নম্বর (৭১৮-২৬৩-৫৯৯৯) অপরিবর্তিত থাকবে। তিন হাজার বর্গফুটের নতুন অফিসে ছয়জন ল'ইয়ার আছেন। প্রত্যেকের আলাদা চেম্বার রুম রয়েছে। ক্লায়েন্টদের জন্য রয়েছে সকল গোপনীয়তা রক্ষা করে কথা বলার পর্যাপ্ত সুযোগ। এ ছাড়া ইন্টারভিউয়ের জন্য তৈরি করা হয়েছে ইন্টারভিউ রুম। এটর্নি গেহি জানান, জ্যামাইকা এভিনিউয়ের ১৭৩ স্ট্রিটে লিবার্টি এভিনিউয়ের ওজন পার্কে তাদের অফিস রয়েছে। রোববার ছাড়া প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দুটি অফিসই খোলা থাকে। যেকোনো অফিসে কেউ সেবা নিতে চাইলে নথিপত্রসহ সরাসরি অথবা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসতে পারেন। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, নেপালিসহ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার সুযোগ রয়েছে। তিনি আরো জানান, তাদের ল' ফার্মে ইমিগ্রেশন, বাংকক্রাপসি, ক্রেডিট ম্যাটার ছাড়াও ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, চাইল্ড কাস্টডি, সিটিজেনশিপ, ভিসা প্রসেসিং, ডিটেনশন, প্রিয়ন্সে ভিসাসহ লেবার ল', ডেট-সংক্রান্ত আইনজীবী এবং বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ এটর্নি রয়েছেন।

উল্লেখ্য, এটর্নি নরেশ গেরি প্রতিষ্ঠিত "গেহি এণ্ড এসোসিয়েটস" নিউইয়র্কে তিনটি অফিস থেকে ছয় জন এটর্নিসহ প্যারালিগ্যাল ও অন্যান্য ৩৫ জন ষ্টাফ মেম্বার নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনটি অফিসের অবস্থান হচ্ছে: ১৭৩-২৯ জ্যামাইকা এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২ (ফোন: ৭১৮-৭৬৪-৬৯১১), ১০৪-০৫ লিবার্টি এভিনিউ, ওজোন পার্ক, নিউইয়র্ক ১১৪১৭ (ফোন: ৭১৮-৫৭৭-০৭১১)। আমেরিকান ইমিগ্রেশন এটর্নি হিসেবে খ্যাতির অধিকারী গেহি অ্যান্ড এসোসিয়েটস এর জ্যাকসন হাইটস অফিস গত ১২ অক্টোবর সোমবার উদ্বোধন করা হয়েছে। এ অফিস অবস্থিত নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশী অধ্যুষিত অন্যতম এলাকা জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ এভিনিউয়ের ৭৪ স্ট্রিটে। গেহি অ্যান্ড এসোসিয়েটস এর ফরেস্ট হিলসের অফিসটিই মূলত জ্যাকসন হাইটসে স্থানান্তর করা হয়েছে। অফিসগুলোর মধ্যে জ্যামাইকা এভিনিউয়ের অফিসটি সদ্য চালু করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে বেশ সাড়া পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন নরেশ গেহি। তার প্রথিষ্ঠানের এটর্নিরা যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি ষ্টেটেই আইনজীবী হিসেবে কাজ করার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত। গেহি এণ্ড এসোসিয়েটস এর কর্ম পরিধি, সাফল্য এবং তাদের আইনজীবী ও ষ্টাফ মেম্বারদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহীরা ভিজিট করতে পারেন www.gehilaw.com ওয়েবসাইট এবং যোগাযোগ করতে পারেন ইমেইল: info@gehilaw.com এ।

বাংলা ট্যুর একদল পর্যটক নিয়ে জাপান যাচ্ছে

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কে বাংলাদেশী মালিকানায় একমাত্র ট ুর অপারেটর বাংলা ট ুর একদল পর্যটক নিয়ে জাপান যাচ্ছে। বিশ্ব পর্যটক ও ভ্রমণ সংগঠক হাবিব রহমানের নেতৃত্বে গ্রুপটি আগামী ৬ সেপ্টেম্বর জাপানী বিমান সংস্থা নিপ্পন এয়ারওয়েজে টোকিওর উদ্দেশ্যে জেএফকে ত ্যাগ করবে। ১০ দিনের এই ভ্রমণসূচিতে থাকছে জাপানের ঐতিহাসিক নিদর্শন, আধুনিক নগরীর সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র পরিদর্শন। খবর ইউএনএ'র।

বাংলা ট্যুর-এর কর্ণধার হাবিব রহমান জানান, জাপান ভ্রমণের শুরুতেই পর্যটক দল ঘুরে দেখবেন টোকিওর বিখ্যাত ইম্পেরিয়াল প্যালেস, আধুনিক স্থাপত্যের প্রতীক টোকিও টাওয়ার ও টোকিও স্কাই ট্রি। শহরের প্রাণকেন্দ্র শিবুয়া ক্রসিং ও ঐতিহাসিক আসাকুসার সেন্সো-জি মন্দিরেও যাবে দলটি। এছাড়াও পরিদর্শনের তালিকায় রয়েছে উএনো পার্ক ও চিড়িয়াখানা, আর আধুনিক প্রযুক্তির আকর্ষণীয় কেন্দ্র আকিহাবারা। শুধু রাজধানী টোকিও নয়, ভ্রমণ দলটি ঘুরে দেখবে জাপানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শহর কিয়োটো, শিল্প ও বাণিজ্যের নগরী ওসাকা, ইতিহাসের সাক্ষী হিরোশিমা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা হোক্কাইডো এবং সমুদ্রবেষ্টিত পর্যটনকেন্দ্র ওকিনাওয়া।

এছাড়াও পর্যটক দল ঘুরে দেখবেন বিশ্বের প্রাচীনতম হোটেল নিশিয়ামা ওনসেন কেয়ুনকান, টানা ১,৩০০ বছর ধরে অতিথিদের সেবা দিয়ে আসা এ হট স্প্রিং রিসোর্টে যেন সময় থেমে আছে। উষ্ণ প্রস্রবণের ধোঁয়া আর পাহাড়ি বাতাসের গন্ধে ভ্রমণকারীরা ছুঁয়ে দেখবেন হাজার বছরের এক জীবন্ত কাব্য। প্রকৃতি, ইতিহাস আর আধুনিকতার মেলবন্ধনে এই সফর হবে অবিস্মরণীয়। হাবিব রহমানের নেতৃত্বে ভ্রমণকারীরা জাপানের এসব শহরে খুঁজে নেবেন নতুন গল্প, নতুন অভিজ্ঞতা আর হৃদয়ে গেঁথে নেবেন এক জীবনের কবিতা। তারা ফিরে আসবেন আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর, সঙ্গে নিয়ে আসবেন ভ্রমণের রঙিন স্মৃতি আর অগণিত গল্প।

ব্যক্তিত্ব ও কাজের চাপের মাঝে সম্পর্ক রয়েছে: ড. রাশেদুল ইসলাম

রশীদ আহমেদ: বর্তমান সময়ে আমাদের দৈনন্দিন যান্ত্রিক জীবনে সবচেয়ে বেশি যে শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করি তার মধ্যে অন্যতম হলো কাজের চাপ। অফিসে, আড্ডায়, ঘরোয়া অনুষ্ঠান, এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে একবার না একবার এটা নিয়ে কথা হবেই।

কাজের চাপের সম্ভাব্য যেসব কারণ নিয়ে আমরা কথা বলি সেগুলোর মধ্যে কাজের পরিবেশ, কাজের পরিমাণ, সহকর্মী, ম্যানেজার, গ্রাহক, সেবা গ্রহীতা, এবং অফিস রাজনীতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কখনো কি আপনি ভেবেছেন আপনার ব্যক্তিত্ব ও কাজের চাপ কে প্রভাবিত করে? আশ্চর্যজনক শোনালেও গবেষকরা মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং কাজের চাপের মধ্যে কৌতূহলোদ্দীপক সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন।

"আমাদের ব্যক্তিত্ব এবং কাজের চাপের মধ্যে সম্পর্ক আছে," বলেন ড. মোঃ রাশেদুল ইসলাম, যিনি জর্জিয়ার ভ্যালডসটা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল-অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজি পড়ান এবং গবেষণা করেন ব্যক্তিত্ব, কাজের চাপ, ও কর্মক্ষমতা নিয়ে। ব্যক্তিত্বের কোন দিকগুলো সাধারণত জড়িত এই বিষয়ে জানতে চাইলে ড. ইসলাম বলেন, "অনেক দিক জড়িত। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নেতিবাচকতা, কর্ম সক্রিয়তা, আশাহীনতা, উচ্চাশা, প্রতিযোগিতা, নিখুঁত হবার অবিরাম চেষ্টা, শত্রুভাবাপন্নতা, সুশৃঙ্খলতা, অত্যধিক কাজ করার মানসিকতা, কম সময়ে খুব বেশি অর্জন করতে চাওয়ার মানসিকতা, বহির্মুখীতা, কোন বিষয়ে রাজি হবার মানসিকতা, মানসিক স্থিতিশীলতা, মানসিক দৃঢ়তা, এবং মানসিক কঠোরতা।"

আমাদের ব্যক্তিত্বের এই দিকগুলো শুধুমাত্র এককভাবে সম্পর্কিত, তা নয়। প্রায় সময় দুই বা তার ও বেশী ব্যক্তিত্বের দিকগুলো যুগপৎ আমরা কত বেশী কাজের চাপ অনুভব করব, সেটা নির্ধারণ করে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় ড. ইসলাম এবংতাঁর সহ-গবেষক খুঁজে পেয়েছেন যে সব মানুষের মধ্যে নেতিবাচকতা এবং বহির্মুখীতা বেশী, তারা সহকর্মীদের থেকে বেশী খারাপ ব্যবহারের শিকার হয় (Islam & Bowling, 2022)।

ব্যক্তিত্ব এবং কাজের চাপের মধ্যে এই সম্পর্ক কিভাবে আমাদের কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে জানতে চাইলে ড. ইসলাম বলেন, "এটা নির্ভর করে আপনি কিভাবে কাজের চাপকে দেখেন।" তিনি বলেন, অনেক মানুষের কাছে কাজের চাপ তাদের কর্মক্ষমতার চেয়ে বেশী মনে হয়। এরকম পরিস্থিতে এসব মানুষের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়।" তিনি আরও বলেন, "আবার অনেক মানুষের কাছে কাজের চাপ সুযোগ হিসেবে আসে। এসব মানুষ মনে করে বেশী কাজের চাপ মানে তাদের বেশী কর্মক্ষমতা দেখানোর সুযোগ, যেটা ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধি, প্রমোশন, এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক সুবিধা পাওয়াকে ত্বরান্বিত করে।"

"আমাদের ব্যক্তিত্ব আমাদের জন্য সুযোগ হারানো কিংবা নতুন সুযোগ তৈরি করার একমাত্র উপায়যেটা সম্পূর্ণরূপে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি," শেষে যোগ করেন ড. ইসলাম।

বদলে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নাম

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নাম বদলানোর চিন্তা করছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। মূলত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব দেওয়ার পর হোয়াইট হাউস আবারও পুরোনো নাম 'ডিপার্টমেন্ট অব ওয়ার' বা 'যুদ্ধ মন্ত্রণালয়' ফিরিয়ে আনার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে। গত ৩১ আগস্ট এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ড। সংবাদমাধ্যমটি বলছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব দেওয়ার পর হোয়াইট হাউস বিষয়টি এগিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে জানানো হয়, মন্ত্রণালয়ের বর্তমান নাম ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স পরিবর্তন করে আবার ডিপার্টমেন্ট অব ওয়ার নামকরণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। সরকারের সবচেয়ে বড় এই দপ্তরের নাম পরিবর্তন করতে কংগ্রেসের অনুমোদন প্রয়োজন হতে পারে। তবে বিকল্প উপায়ে এটি কার্যকর করার পথও খুঁজছে হোয়াইট হাউস। ফ্লোরিডার রিপাবলিকান প্রতিনিধি গ্রেগ স্টুব এই পরিবর্তনের পক্ষে বার্ষিক প্রতিরক্ষা নীতিমালা বিলের একটি সংশোধনী দাখিল করেছেন; যা প্রমাণ করে কংগ্রেসের রিপাবলিকানদের মধ্যেও এই ধারণার প্রতি সমর্থন রয়েছে। হোয়াইট হাউস এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি। তবে তারা ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রতি জোর দিয়েছে, যেখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর আক্রমণাত্মক সক্ষমতার ওপর গুরুত্ব দেন।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র আনা কেলি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেমন বলেছেন, আমাদের সামরিক বাহিনী শুধু প্রতিরক্ষায় নয়, আক্রমণাত্মক সক্ষমতার দিকেও মনোযোগী হওয়া উচিত। এ কারণেই তিনি পেন্টাগনে ডিইআই ও 'ওয়োক' মতাদর্শের পরিবর্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সৈন্যদের অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। অপেক্ষা করুন, আরও আসছে!' মূলত ডিইআই বলতে বোঝানো হয়েছে বৈচিত্র্য, সমতা ও অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির উদ্যোগকে।

বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা : তবু শান্তিতে শীর্ষে আছে এই ১০ দেশ

(শেষ পাতার পর)

উপযুক্ত। ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড পিস (আইইপি) সম্প্রতি গ্লোবাল পিস ইনডেক্স (জিপিআই) প্রকাশ করেছে। মোট ১৬৩টি স্বাধীন রাষ্ট্র ও অঞ্চলকে কয়েকটি মানদণ্ডে মূল্যায়ন করে চলতি বছর বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশের তালিকা করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা, চলমান অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সংঘাত এবং সামরিকীকরণের মাত্রার ভিত্তিতে এই তালিকা করা হয়েছে। ২০২৫ সালের এই প্রতিবেদনে বলা হয়, 'বিশ্ব এখন সহিংস সংঘাতের সংকটে আছে। ২০২৩ সালে বিশ্বজুড়ে ৫৯টি রাষ্ট্রভিত্তিক সংঘাত ছিলড়্যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্বোচ্চ।' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শান্তি টিকিয়ে রাখার মূল উপাদান হলো পজিটিভ পিসড়অর্থাৎ এমন মনোভাব, প্রতিষ্ঠান ও কাঠামো, যা সমাজে স্থিতিশীলতা আনে। এটি উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি, কম সুদের হার, সামাজিক কল্যাণ ও সংকট মোকাবিলায় সহায়ক। এবার দেখে নেওয়া যাকড়্বৈশ্বিক শান্তিপূর্ণ সূচকে কোন কোন দেশ শান্তিপূর্ণ দেশগুলোর শীর্ষ দশে জায়গা করে নিয়েছে।

আইসল্যান্ড : বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে আবারও শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছে উত্তর ইউরোপের নর্ডিক দেশ আইসল্যান্ড। আগ্নেয়গিরি, উষ্ণ প্রস্রবণ আর অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশটি এ বছরের গ্লোবাল পিস ইনডেক্সে প্রথম স্থানে উঠে এসেছে। শুধু শান্তিপূর্ণ দেশ নয়, ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্টেও তৃতীয় স্থানে আছে আইসল্যান্ড। তাই, উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ভ্রমণগন্তব্য হিসেবেও গুরুত্ব পাচ্ছে দেশটি।

আয়ারল্যান্ড : একসময় অভ্যন্তরীণ সংঘাতের কারণে জর্জরিত আয়ারল্যান্ড এখন বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ দেশগুলোর মধ্যে একটি। সামরিকীকরণ হ্রাস আর চলমান সংঘাত কমানোর ক্ষেত্রে শীর্ষে আছে দেশটি। আর এ কারণেই সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশের তালিকার দুই নম্বরে আছে আয়ারল্যান্ডের নাম। কিলডারের বাসিন্দা ও কিলকিয়া ক্যাসেলের অভিজ্ঞতা বিভাগের পরিচালক জ্যাক ফিটসিমন্স বলেন, 'এখানে মানুষ একে অপরের খেয়াল রাখে। এটা এমন জায়গা, যেখানে আপনি কোনো অচেনা মানুষের কাছে সাহায্য চাইলে সে নিজের সাধ্যমতো আপনাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।' ফিটসিমন্স বলেন, 'এখানে জীবন অনেকটা ধীর লয়ে চলে। আর মানুষ এখনো আলাপচারিতা ও গল্প বলাকে গুরুত্ব দেয়। সেই মানবিক সংযোগই আসলে সবচেয়ে বেশি নজরে পড়ে।'

নিউজিল্যান্ড : মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্যের কারণে নিউজিল্যান্ড সুপরিচিত। এ বছর নিউজিল্যান্ড নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি এবং বিক্ষোভ ও সন্ত্রাসবাদ-সংক্রান্ত প্রভাব হ্রাস পাওয়ায় র‍্যাংকিংয়ে দুই ধাপ এগিয়ে এসে তৃতীয় স্থানে পৌঁছেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপদেশ হিসেবে নিউজিল্যান্ডের ভৌগোলিক অবস্থান দেশটিকে বাইরের সংঘাত থেকে স্বাভাবিক সুরক্ষা দেয়। দেশটির রিলোকেশন প্রতিষ্ঠান গ্রিনার প্যাস্টার্সের ক্লায়েন্ট এক্সপেরিয়েন্স পরিচালক মিশা ম্যানিক্স-ওপি বলেন, এখানে এমন এক পরিবেশ আছে, যেখানে বাচ্চারা হেঁটে স্কুলে যায়, মানুষ দরজা তালাবদ্ধ না করেই নিশ্চিন্ত থাকে এবং গাড়ি রাস্তায় নষ্ট হলে অন্য চালকেরা সাহায্যের জন্য থেমে যায়।

অস্ট্রিয়া : গ্লোবাল পিস ইনডেক্সে এ বছর অস্ট্রিয়া এক ধাপ পিছিয়ে চতুর্থ স্থানে নেমে এসেছে। তবে সব ক্ষেত্রেই দেশটি এখনো উচ্চ অবস্থানে আছে। আয়ারল্যান্ডের মতোই অস্ট্রিয়া সাংবিধানিকভাবে নির্ধারিত নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে। স্পা-হোটেল ইয়াগডহফের মালিক আরমিন ফুর্টশেলার বলেন, 'অস্ট্রিয়ার দীর্ঘ দশকজুড়ে চলা নিরপেক্ষতার নীতির অর্থ হলো, দেশটি সংঘাতে নয়, বরং নিজের জনগণের জন্য বিনিয়োগ করে।'

সুইজারল্যান্ড : গ্লোবাল পিস ইনডেক্সের শান্তিপূর্ণ দেশের তালিকায় ৫ নম্বরে আছে সুইজারল্যান্ড। এটি এমন একটি দেশ যেখানে সমাজে উচ্চমাত্রার নিরাপত্তা বিদ্যমান, রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল এবং আন্তর্জাতিক সংঘাত কার্যত নেই বললেই চলে। আশ্চর্যজনক মাত্রার সামরিকীকরণ র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষস্থান দখল করতে বড় বাধা দেশটির। তবু অধিকাংশ সূচকে সুইজারল্যান্ড একটি সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আছে। যেখানে ভাষাগত ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে সাদরে গ্রহণ করা হয়।

সিঙ্গাপুর : এশিয়ার একমাত্র দেশ সিঙ্গাপুর গ্লোবাল পিস ইনডেক্সের শীর্ষ দশের মধ্যে আছে। দেশটির অবস্থান ষষ্ঠ। নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে দেশটির র‍্যাংকিং ওপরে। তবে বিশ্বের সর্বোচ্চ মাথাপিছু সামরিক ব্যয়ের দেশ এটি। গ্লোবাল পিস ইনডেক্স প্রথমবার ২০০৮ সালে চালু করা হয়। তখন সিঙ্গাপুর ২২তম স্থানে ছিল। ২০১৯ সালে দেশটি শীর্ষ ১০এ প্রবেশ করে। সিঙ্গাপুরের এই উত্থানের কারণ হিসেবে ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড পিস বলছে, সিঙ্গাপুর সমাজে নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় উচ্চ স্কোর অর্জন করেছে এবং চলমান অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সংঘাতের মাত্রা কম রয়েছে। তবে দেশটিকে র‍্যাঙ্কিংয়ের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে বাধা দিচ্ছে সামরিকীকরণের স্তর।

পর্তুগাল : শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পর্তুগাল নিজস্ব পথেই এগিয়ে চলছে। গত কয়েক বছরে প্রায় এক কোটি জনসংখ্যার এই দেশটি গ্লোবাল পিস ইনডেক্সে সবচেয়ে বেশি উন্নতি করা অন্যতম দেশ হিসেবে উঠে এসেছে। ২০১৪ সালে যে দেশ ১৮তম স্থানে ছিল সেখান থেকে শীর্ষ ১০এর মধ্যে প্রবেশ করেছেড়এমন ধারা যেন বিপরীতমুখী হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছে না। এই বছর পর্তুগাল তালিকার সপ্তম স্থানে আছে। পর্তুগালকে মোটের ওপর জীবনযাত্রার মানের কারণে শীর্ষস্থানীয় বিদেশি বসবাসের গন্তব্যগুলোর মধ্যে গণ্য করা হয়। এ ছাড়া প্রজাতন্ত্রটি মহাদেশের মধ্যে অন্যতম সাশ্রয়ী দেশ হিসেবে পরিচিত।

ডেনমার্ক : কখনো এক বা দুই ধাপ ওপরে ওঠে, কখনও আবার নেমে আসেড়২০০৮ সাল থেকে ডেনমার্ক কখনো গ্লোবাল পিস ইনডেক্সে পঞ্চম স্থানের নিচে নামেনি। এটি ছিল গত বছর পর্যন্ত। এ বছর অষ্টম স্থানে থাকা ডেনমার্কের অবস্থানপতন মূলত অন্যান্য দেশের উন্নতির ফল। নিজস্ব স্কোরে ডেনোর্কের কোনো উল্লেখযোগ্য পতন ঘটেনি; আগের প্রতিবেদনে এটি মাত্র ০.০৩৭ শতাংশ কমেছিল, আর এবার কমেছে ০.০৫৭ শতাংশ। র‍্যাংকিংয়ে এমন ক্ষুদ্র পরিবর্তন শুধু এটুকুই দেখায় যে, দেশটি ভালো অবস্থানে আছে। ভ্রমণ ও বসবাসের জন্য নিরাপদ দেশ ডেনমার্ক, যা উচ্চ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার জন্য পরিচিত। দেশটিতে আয়ের সমতা উচ্চ এবং এটি প্রায়ই বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে গণ্য করা হয়।

স্লোভেনিয়া : দীর্ঘমেয়াদি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং কার্যকর অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটিয়ে স্লোভেনিয়া শীর্ষ দশে তার স্থান ধরে রেখেছে। তালিকার নবম স্থানে থাকা দেশটিতে সহিংস অপরাধের নিম্ন স্তর, ন্যূনতম রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং সীমিত সামরিক সম্পৃক্ততা আছে। দেশটি মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের একমাত্র দেশ, যা শীর্ষ ১০-এর মধ্যে জায়গা পেয়েছে এবং এই অঞ্চলের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফিনল্যান্ড : নর্ডিক এই দেশটিতে কম অপরাধের হার, প্রতিষ্ঠানের প্রতি উচ্চ আস্থা এবং শক্তিশালী কল্যাণ রাষ্ট্রের জন্য পরিচিত। দেশটি বৈশ্বিক শান্তি সূচকে দশম অবস্থানে আছে।

২০০৮ সালে গ্লোবাল পিস ইনডেক্স চালু হওয়ার পর প্রায় এক দশক ধরে ফিনল্যান্ড শীর্ষ ১০এ ছিল। তবে ২০১৭ সালের দিকে দেশটি কিছুটা পিছিয়ে যেতে শুরু করে। ধীরে ধীরে দেশটির প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়তে থাকে। ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলে, রাশিয়ার সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করা ফিনল্যান্ডের সামরিক ব্যয় ৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সেই বছরের শান্তি সূচকে ফিনল্যান্ডকে ১৬তম স্থানে রাখা হয়ড়্যা দেশটির রেকর্ড সর্বনিম্ন অবস্থান।

নিউইয়র্ক স্টেটের বড় অনুদান পেল ভালো

(শেষ পাতার পর)

ডলার। তহবিলের পুরো অর্থ কমিউনিটির কল্যাণে ব্যয় করার ঘোষণা দিয়েছেন সংগঠনটির প্রধান শাহরিয়ার রহমান।

নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী এই সংগঠনটি অতিসম্প্রতি নিউইয়র্ক স্টেট সরকারের বিশেষ তহবিল পেয়েছে। ২৬ আগস্ট মঙ্গলবার দুপুরে নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় ভালো'র ব্যাক-টু-স্কুল প্রোগ্রামে শাহরিয়ার রহমান ঘোষণা দেন, এই অর্থায়ন তাদেরকে কমিউনিটির জন্য আরও কার্যকর সেবা দিতে সহায়তা করবে। বিশেষ করে অভিবাসীদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইনি পরামর্শ ও সামাজিক সহায়তার কাজ আরও প্রসারিত হবে।

ভালো জানায়, নিউইয়র্ক স্টেটের এই সহায়তা প্রমাণ করে যে আমাদের সমাজসেবা কার্যক্রম গুরুত্ব পাচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই অনুদান প্রবাসী বাংলাদেশি ও অন্যান্য অভিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।নিউইয়র্ক স্টেট সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তহবিল বরাদ্দের উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মানবিক সহায়তা, নেতৃত্ব বিকাশ এবং সামাজিক সচেতনতা কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা।প্রসঙ্গত, বাংলাদেশি হিউম্যানিটারিয়ান এইড অ্যান্ড লিডারশিপ আউটরিচ গত কয়েক বছর ধরে অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে খাদ্য সহায়তা, স্বাস্থ্য সেবা ও বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ পরিচালনা করে আসছে।

উচ্চ মূল্যস্ফীতি সত্ত্বেও ব্যয় বাড়িয়েছেন মার্কিনরা

বাংলাদেশ ডেস্ক : উচ্চ মূল্যস্ফীতির মুখোমুখি হলেও জুলাইয়ে খরচ কমাননি মার্কিন ভোক্তারা। তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রে ক্রেতারা টেকসই পণ্যে খরচ বাড়ালেও শুল্কের প্রভাবে ধীরে ধীরে বিলাসদ্রব্য ক্রয় থেকে সরে আসছেন। খবর সিএনএন। মার্কিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশিত 'পারসোনাল ইনকাম অ্যান্ড আউটলেজ' প্রতিবেদন অনুসারে, জুনের তুলনায় জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ভোক্তা ব্যয় বেড়েছে দশমিক ৫ শতাংশ। এটি পূর্বাভাসকৃত দশমিক ৬ শতাংশ থেকে সামান্য কম হলেও জুনের তুলনায় বেশি। গ্রীষ্মকালীন ছাড় ও স্কুল খোলার আগে কেনাকাটার মৌসুম হিসেবে পরিচিত জুলাই। এছাড়া থাকে অ্যামাজনের প্রাইম ডের মতো বড় ইভেন্ট। তবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ওই মাসে ব্যয় বৃদ্ধির বড় অংশে ভূমিকা রেখেছে গাড়ি ও আর্থিক সেবা খাত। মূল্যস্ফীতি ধরা হলে জুলাইয়ে মার্কিন ভোক্তাদের প্রকৃত ব্যয় বেড়েছে দশমিক ৩, যা জুনের দশমিক ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি। এ পরিপ্রেক্ষিতে ফোর্ডবন্ডসের প্রধান অর্থনীতিবিদ ক্রিস রুপকি বলছেন, ভোক্তা ব্যয় এখনো মজবুত। পণ্যের মূল্যস্ফীতি এখনো নিয়ন্ত্রণে আছে। কারণ শুল্কযুদ্ধ অর্থনীতিকে খুব একটা ধীরগতি করতে পারেনি বা বাজারকে শঙ্কিত করার মতো বড় ধরনের মূল্যস্ফীতিও তৈরি হয়নি।

জুলাইয়ে পিসিই সূচক বা ব্যক্তিগত ভোক্তা ব্যয়ের মূল্যসূচক দশমিক ২ শতাংশ বেড়েছে। ফলে বার্ষিক হার দাঁড়িয়েছে ২ দশমিক ৬ শতাংশ। অন্যদিকে খাদ্য ও জ্বালানি বাদে কোর পিসিই সূচক বেড়েছে দশমিক ৩ শতাংশ। জুনে এ সূচক একই হারে বেড়েছিল। তবে বার্ষিক হারে এটি ২ দশমিক ৮ থেকে বেড়ে ২ দশমিক ৯ শতাংশে পৌঁছেছে। মার্কিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন বলছে, জুলাইয়ে মার্কিন নাগরিকদের ব্যক্তিগত আয় বেড়েছে দশমিক ৪, যা জুনের তুলনায় দশমিক ১ শতাংশ বেশি। এটি মূলত মজুরি বৃদ্ধির প্রতিফলন। সঞ্চয়ের হার স্থির ছিল ৪ দশমিক ৪ শতাংশে। নেভি ফেডারেল ক্রেডিট ইউনিয়নের প্রধান অর্থনীতিবিদ হিদার লং বলেন, 'মার্কিন ভোক্তারা এখনো সুযোগ পেলেই খরচ করতে চাইছেন, এটি বেশ ইতিবাচক। মার্চের পর জুলাইই প্রথম মাস যখন আয়ের চেয়ে মাসিক ব্যয় বেশি।' জুলাইয়ে মার্কিন ভোক্তারা গাড়ি কেনার সঙ্গে আসবাব, গৃহস্থালি সরঞ্জাম ও বিনোদন পণ্যে প্রকৃত ব্যয় বাড়িয়েছে। টেকসই পণ্যের খাতে জুলাইয়ে ব্যয় বেড়েছে ১ দশমিক ৯ শতাংশ। তবে টেকসই পণ্যে খরচ বাড়লেও শুল্কের প্রভাবে মানুষ ধীরে ধীরে বিলাসী ব্যয় থেকে সরে আসছে। হোটেল, রেস্তোরাঁ ও বিনোদন খাতে খরচ কমেছে। শুল্কের আসল চাপ আগামী ছয় মাসে পুরোপুরি উন্মোচন হবে বলে মনে করেন হিদার লং। তার মতে, মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর বাজেটে বাড়তি খরচ সামলানোর জায়গা নেই। সামনে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ধীর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও চাকরির বাজারে চাপ বাড়বে। উচ্চ খরচ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যয় সংকোচনে বাধ্য করতে পারে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি। তার মতে, ফেডারেল রিজার্ভের উচিত সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বরে সুদহার কমানো।

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস

GETWELL MED-CARE P.C.

170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432

718-305-1262

ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

SHAMIM AHMED,MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE

Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815

Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।

We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appoinment

Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004

Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

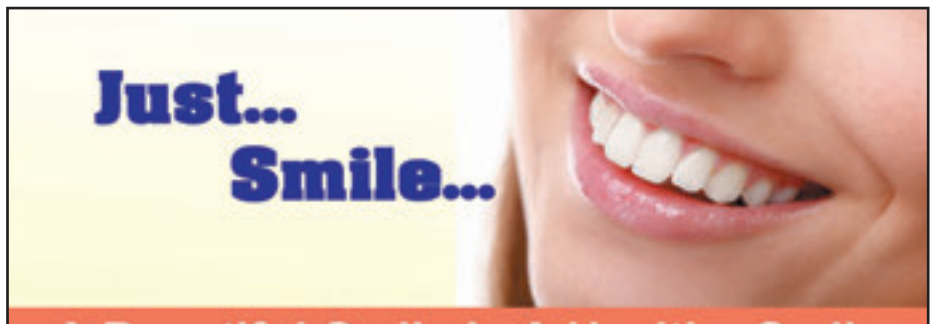

A Beautiful Smile Is A Healthy Smile

- General Dentistry
- Nitrous Oxide
- Crown & Bridges
- Dentures
- Extractions
- Cosmetic Dentistry
- Veneers
- Bonding
- Root Canal Therapy
- Implant Surgery & Restorations

IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY

MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED

WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS

IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S

TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE

FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354

CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার

SAYERA HAQUE, M.D

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল

সেবাসমূহ

- জেনারেল চেকআপ
- শারীরিক পরীক্ষা
- ডায়াবেটিস
- হাইপারটেনশন
- হাই কোলেস্টরল এজমা
- ইকেজি
- বয়স্ক ভেক্সিনেশান
- ব্লাড টেস্ট
- TLC/Motor Vehicle Exam
- মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

We accept most of the Insurances

Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67

Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm

Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

নির্বাচন করবেন বুলবুল

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী সরকারের পতনের পর বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের অনেক পরিচালকই সরে যান। ২৩ আগস্ট দায়িত্ব নেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ফারুক আহমেদ। এরপর সরকার ফারুককে পরিবর্তন করে নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেন আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়নি। অথচ পুরোপুরি জমে উঠেছে বিসিবির নির্বাচন। বাংলাদেশ এখন নির্বাচনমুখী। নির্বাচনি বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে দেশ। এই নির্বাচনি হাওয়ায় উড়ছেন বিসিবির বর্তমান

সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। বিসিবিতে নির্বাচন করবেন, আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছেন বুলবুল। সিলেট জেলা স্টেডিয়াম পরিদর্শনকালে বাংলাদেশের অভিষেক টেস্ট সেঞ্চুরিয়ান বুলবুল আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছেন, বিসিবির নির্বাচনে অংশ নেবেন। কিছুদিন আগে একটি পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে তামিম ইকবাল জানিয়েছিলেন, তিনি বিসিবির নির্বাচনে অংশ নেবেন। সিলেটে মিডিয়ার কর্মীরা বুলবুলের কাছে জানতে চান, তিনি পুনরায় সভাপতি থাকতে চাইছেন কি না? এমন প্রশ্নের উত্তরে বিসিবির বর্তমান সভাপতি বলেন, 'ইতোমধ্যেই বোর্ডের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে আমরা (বিসিবির) নির্বাচন করব এবং প্রপার নির্বাচনই করব। এখানে (বিসিবিতে) সভাপতি পদে নির্বাচন হয় না। পরিচালকদের নির্বাচন হয়। সেটা প্রথম লক্ষ্য এবং সেখানে থাকার চেষ্টা করব। পরবর্তীতে যদি সুযোগ হয়, আমি চেষ্টা করব যেভাবে হোক বাংলাদেশকে সার্ভ করার জন্য।' তাহলে বিসিবি সভাপতি পদে নির্বাচন করবেন বাংলাদেশের দুই সাবেক অধিনায়ক বুলবুল ও তামিম। হেভিওয়েট প্রার্থী হিসেবে আরও কয়েকজনের নাম শোনা যাচ্ছে ক্রিকেটপাড়ায়।

বিসিবির নির্বাচন হবে ২০২৪ সালের সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী। ক্যাটাগরি-১, ক্যাটাগারি-২ ও ক্যাটগরি-৩-এর প্রতিনিধিরা সরাসরি ভোটে ২৩ পরিচালক নির্বাচিত করবেন। ক্যাটাগরি-১-এর জেলা ও বিভাগের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত করবেন ১০ পরিচালক। ক্যাটাগরি-২-এর ৭৬ ক্লাব প্রতিনিধিরা নির্বাচিত করবেন ১২ পরিচালক এবং ক্যাটাগরি-৩ থেকে নির্বাচিত হবেন এক পরিচালক। পরিচালনা পর্ষদের বাকি দুই পরিচালক আসবেন সরাসরি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) কোটায়। এই ২৫ পরিচালক নির্বাচিত করবেন বিসিবির সভাপতি। আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও নাজমুল আবেদীন ফাহিম জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কোটায় বিসিবি পরিচালক হয়েছেন। বুলবুল সভাপতি হয়েছেন এরপর। আগামী নির্বাচনে এনএসসি কোটায় নির্বাচন করবেন বুলবুল। সভাপতি পদে নির্বাচন করার আগে বুলবুলকে কাউন্সিলর হতে হবে। এরপর পরিচালক পদে নির্বাচিত হতে হবে। সর্বশেষ বিসিবি সভাপতি পদে নির্বাচন করতে হবে। এনএসসি কোটায় যদি পরিচালক হয়েই বুলবুলকে বোর্ড সভাপতি পদে সরাসরি নির্বাচন করতে দেখা যাবে। তিন মাস আগে বিসিবির সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর মিডিয়াকে বুলবুল বলেছিলেন, তিনি একটা কুইক টি-২০ ইনিংস খেলতে চান। শুধু তাই নয়, বোর্ডে লম্বা সময় থাকার কোনো আগ্রহ নেই তার। অথচ গত ২ সেপ্টেম্বর নির্বাচন করার ঘোষণা দেওয়ার পর স্পষ্ট হয়েছে তিনি টেস্ট খেলার মানসিকতা নিয়েই দায়িত্ব নিয়েছিলেন। শুধু শুধু লোক দেখাতে জানিয়েছিলেন, একটা কুইক টি-২০ ইনিংস খেলতে চান। অবশ্য দায়িত্ব নেওয়ার এক মাস পর থেকেই ক্রিকেটপাড়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল বুলবুল নির্বাচন করবেন এবং এনএসসির কোটায় পরিচালক হবে।

আর্জেন্টিনার ম্যাচে খেলতে চাইছেন না মেসি!

স্পোর্টস ডেস্ক : লিওনেল মেসি তার ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে আছেন এখন। আর্জেন্টিনার হয়ে শেষ বিশ্বকাপ ম্যাচে খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। ঠিক এই সময়ে বেরিয়ে এল চাঞ্চল্যকর এক খবর। আর্জেন্টিনা এখন 'চাপে' আছে যেন তাকে না খেলানো হয়, আর এই চাপটা দিচ্ছে খোদ লিওনেল মেসি। ২০২২ বিশ্বকাপ জেতার পর থেকে মেসির ফিটনেসে অনেক ঢিল পড়ে গেছে। একটু থেকে একটু হলেই যেন মেসি ইনজুরিতে পড়ে যাচ্ছেন, ছিটকে যাচ্ছেন বড় সময়ের জন্য। শেষ তিন বছরে তাকে ফিটনেসজনিত চোটের কারণে ১৫০ দিন থাকতে হয়েছে মাঠের বাইরে, ১৭ দিনের মতো নিয়েছেন বাড়তি বিশ্রামও। যেখানে আগের বিশ্বকাপের চক্রে তিনি এমন সমস্যায় পড়েছিলেন মোটে ৭৬ দিন। এখানেই পরিষ্কার হয়ে যায় বিষয়টা।

সে কারণে মেসিকে নিয়ে বাড়তি সতর্ক থাকতে হচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টকে। মূলত সে কারণেই নিজেকে নিয়ে মিয়ামি অধিনায়ক। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত হয়ে গেছে আগেই। এবারের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচগুলো তাই নিয়মরক্ষার। আর্জেন্টিনার মাটিতে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচে শেষ বারের মতো বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে খেলবেন মেসি। ৫ সেপ্টেম্বরের সেই ম্যাচ নিয়ে বাড়তি প্রস্তুতিও নিচ্ছেন তিনি, দেশের মাটিতে নিজের সম্ভাব্য শেষ ম্যাচ, তাই তিনি সে ম্যাচের জন্য ডেকেছেন পরিবারের সব মানুষকে, সব আত্মীয়-স্বজনও থাকবেন সেখানে। সে ম্যাচ নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই।

একসঙ্গে খেলা তিন ভাইয়ের গল্প

স্পোর্টস ডেস্ক : ট্রিপলেট-শব্দটা যেমন অপরিচিত, এর মানেটাও বেশ অদ্ভুত। একসঙ্গে তিনটা বাচ্চা জন্ম নিলে বলা হয় ট্রিপলেটজন্মেত্রতা। একসঙ্গে তিনটা বাচ্চা হওয়ার ব্যাপারটাই যেখানে অদ্ভুত, সেখানে আরও অদ্ভুত গল্প হচ্ছে, তারা তিন যমজই আবার খেলেছেন একই ম্যাচে; সেটাও সবচেয়ে শীর্ষ পর্যায়ে। নেদারল্যান্ডস ক্রিকেটের ত্রাতা হয়ে যেন এসেছেন এমনই এক ত্রেতা ব্রাদার্স। আরব আমিরাতের বিপক্ষে তিন যমজ ভাই মাঠে নেমে এমন বিরল রেকর্ডের মালিক বনে যান। সাকিব-আসাদ-জুলফিকার তিন ভাই খেলছেন নেদারল্যান্ডস জাতীয় দলে। পিতৃভূমি পাকিস্তানের হয়ে খেলার স্বপ্নও লালন করেন তারা। কালবেলার মুখোমুখি হয়ে অভিবাসী থেকে ডাচ ক্রিকেট জয়ের গল্প জানালেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার জুলফিকার সিকান্দার।

বেন টম আর স্যাম কারেনের ইংল্যান্ড দলের হয়ে খেলার খবর আলোড়ন তুলেছিল বিশ্বে। যমজদের মধ্যে স্টিভ আর মার্ক ওয়াহ তো জগদ্বিখ্যাত। তবে জুলফিকার ব্রাদার্স সেসবকে ছাড়িয়ে গেছেন। এ অনুভূতিটা কেমনড়এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এটা অবশ্যই আনন্দের এবং খুবই স্পেশাল।' তিন ভাইয়ের মধ্যেকার রসায়ন নিয়ে এ অলরাউন্ডার বলেন, 'এটা খুবই স্বাস্থ্যকর একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যেই ভালো করুক সবাই খুশি থাকে, কেননা সবাই একই দলের হয়েই খেলে।' জুলফিকার বাংলাদেশ সিরিজে সুযোগ পেয়েছেন তার ভাই সাকিবের বদলে। আবার বাংলাদেশ দলে একসময় খেলেছেন সাকিব আল হাসানও। যিনি বিশ্বসেরার রেকর্ডও মাথায় নিয়ে ঘুরেছেন বেশ কয়েক বছর। সেই সাকিবকে চেনেন কি না প্রশ্নে তিনি বলেন, 'অবশ্যই চিনি। বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার সে।' ইউরোপিয়ান ক্রিকেটে সবশেষ চার সিজনে ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছেন জুলফিকার। ২৪৬ স্ট্রাইক রেট আর দশ ফিফটিতে রান আছে সাড়ে ১৫শর ওপরে। তাও আবার মিডল বা লোয়ার অর্ডারে নেমে। মিডিয়ায় পেসটাও ঠিকঠাক করেন তিনি।

না ফেরার দেশে ফুটবলার সুস্মিতা

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রাণবন্ত হাসি, খেলাধুলার মাঠে দৌড়ঝাঁপ আর স্বপ্নভরা চোখ- সব থেমে গেল মাত্র ষোলো বছর বয়সেই। মেহেরপুর জেলা নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক ও মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী সুস্মিতা সোমবার দুপুরে ঢাকার একটি হাসপাতালে মারা যায়। পরিবারের সদস্যরা জানান, প্রায় এক মাস আগে ভুলবশত অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ সেবনের পর থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে সে । যশোর ও ঢাকায় দীর্ঘদিন চিকিৎসা চললেও শেষ পর্যন্ত আর সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে পারেনি।

চিকিৎসকদের মতে, অতিরিক্ত ওষুধ সেবনের কারণে কিডনিতে জটিলতা দেখা দেয়। আর সেই জটিলতার সঙ্গেই হেরে যায় এই ক্রীড়াবিদ। মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালামের নাতনি ছিল সুস্মিতা। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিল তার অসাধারণ প্রতিভা। বিশেষ করে ফুটবলে তার নেতৃত্বগুণ ও দক্ষতা তাকে মেহেরপুরে পরিচিত করেছিল। জেলা নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক হিসেবে পরিচিতি এনে দেয়।

৩৬ ক্লাব নিয়ে শুরু হচ্ছে ইউরোসেরার লড়াই

স্পোর্টস ডেস্ক : ইউরোপ সেরা হওয়ার লড়াই শুরু হচ্ছে আবারও। মোনাকোর গ্রিমালদি ফোরামে জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ২০২৫-২৬ উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বের ড্র। নতুন ফরম্যাটে এবার আরও বেশি রোমাঞ্চকর, আরও বেশি ম্যাচ এবং পুরনো সব প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে যোগ হয়েছে নতুন নাটকীয় মঞ্চ। প্রতিটি দল ৮টি করে ম্যাচ খেলবে ৮ ভিন্ন দলের বিপক্ষে। সর্বোচ্চ ৮ দল সরাসরি যাবে শেষ ষোলোতে, আর ৯-২৪ নম্বর দল খেলবে প্লে-অফ রাউন্ডে। এই মৌসুম থেকেই চালু হয়েছে চ্যাম্পিয়নস লিগের নতুন 'সুইস লিগ' ফরম্যাট। ৩২ দলের বদলে এবার অংশ নিচ্ছে ৩৬টি ক্লাব। আর গ্রুপভিত্তিক নয়, প্রতিটি দল ৮টি ম্যাচ খেলবে। চারটি ঘরে এবং চারটি বাইরে, ৮টি ভিন্ন দলের বিপক্ষে। এরপর লিগ টেবিল অনুযায়ী ৮টি দল সরাসরি যাবে রাউন্ড অব ১৬-তে। পরবর্তী ১৬টি দল (৯-২৪তম) খেলবে প্লে-অফ। আর বাদ পড়বে লিগ টেবিলের সর্বনিম্ন ১২ দল।

ড্রতে সবচেয়ে আকর্ষণীয় পুনর্মিলন হয়েছে লিভারপুল ও রিয়াল মাদ্রিদের। যাদের মধ্যে সাম্প্রতিক বছরে বারবার দেখা হয়েছে ফাইনাল ও কোয়ার্টার ফাইনালে। একই সঙ্গে তাদের গ্রুপে আছে ইন্টার মিলান ও অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। এ গ্রুপটি এই রাউন্ডের 'গ্রুপ অব ডেথ'। চেলসির জন্যও ড্রটা মোটেও সহজ হয়নি। তাদের প্রতিপক্ষের তালিকায় রয়েছে বার্সেলোনা, বায়ার্ন মিউনিখ এবং ন্যাপোলির মতো ইউরোপিয়ান হেভিওয়েট ক্লাব। তিনটি শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীই ইউরোপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অতীতে। আর্সেনালের গ্রুপও কঠিন। তাদের সামনে থাকছে বায়ার্ন মিউনিখ, ইন্টার মিলান এবং পর্তুগিজ ক্লাব স্পোর্টিং সিপি। ম্যানচেস্টার সিটি আবারও একই গ্রুপে পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদকে, সঙ্গে আছে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড ও গালাতাসারায়। বর্তমান কোচ গার্দিওলা এই কঠিন সূচি সামনে রেখে নতুন মৌসুমের জন্য কৌশল সাজাতে শুরু করেছেন। অন্যদিকে, পিএসজি এবার তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষ পেয়েছে, যদিও চ্যাম্পিয়নস লিগে কখনও কিছুই সহজ থাকে না। বিশেষ করে এখন যেহেতু প্রতিটি পয়েন্টই লিগ টেবিলে বড় ব্যবধান গড়ে দিতে পারে।

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

ড. ইউনূসের নিউইয়র্ক সফরে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা

বাংলাদেশ ডেস্ক : জাতিসংঘের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে আসার সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তার এই সফরে নিউইয়র্কে অবস্থানরত দেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক বিশৃঙ্খলা তৈরি শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তার নিরাপত্তা জোরদার ও বিশৃঙ্খলা বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ঠেকাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন সচেতন সমাজ। মূলত সাম্প্রতি তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের সফরের সময় ভাংচুর এবং হামলার ঘটনা থেকেই এমন আশঙ্কা করা হচ্ছেএসব বিষয়ে কথা বলেছেন ওয়াশিংটন দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার গোলাম মোর্তোজা। তিনি বলেন, প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের কেউ চিন্তা করলে আমরা তা প্রতিহতের চিন্তা করি না। কারণ প্রত্যেকেরই নিজের মতো করে প্রতিবাদ করার অধিকার আছে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে। তবে এর একটি নির্দিষ্ট নিয়ম ও কাঠামো আছে।

তিনি বলেন, সম্প্রতি তথ্য উপদেষ্টার সফরের সময় অনুষ্ঠানস্থলের সামনে দেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা প্রতিবাদ করে। সে পর্যন্ত ঠিক ছিলো, আমরা এটি ঠেকাতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিনি। কিন্তু আওয়ামী লীগ দেশে যেমন গণহত্যা চালিয়েছে এবং দস্যুতা কায়েম করেছে দেশের বাইরেও কনস্যুলেট অফিসের গেইট

ভেঙে সীমা ছাড়িয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রে এভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভাংচুর ও হামলা চালানোর মতো ঘটনা আগে ঘটেছে কি-না আমার জানা নেই। আমরা প্রতিবাদের বিরুদ্ধে নই, কিন্তু কেউ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালালে বা সেরকম কোন আভাস পেলে আমরা এই দেশের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

গোলাম মোর্তোজা বলেন, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট, সিক্রেট সার্ভিস এবং পুলিশকে জানানো হয়েছে। তারা ভিডিও ফুটেজ দেখে তদন্ত করছে, তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তিনি বলেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে আসবেন এটি একটি স্বাভাবিক বিষয়। সেক্ষেত্রে কেউ যদি ক্ষোভ দেখাতে চায়, প্রতিবাদ জানাতে চায় এটা ব্যক্তিগত বিষয়। আমরা কিছু বলবো না, কিন্তু বিক্ষোভের নামে কেউ যদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করতে চায় বা করে তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে আমাদের বলা আছে। তারা তাদের মতো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। প্রতিবাদের বাইরে গিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করলে আমরা সেসব বিষয়ে দেশটির সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অবহিত করবো। তারা তাদের কাঠামো মেনে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

প্রসঙ্গত, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে ২৩ সেপ্টেম্বর ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের। তবে এটা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনের উদ্বোধন হবে। উচ্চ পর্যায়ের সাধারণ বিতর্কসভাগুলো চলবে ২৩ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ও সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-১৫৭৯

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার
MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :
Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine
Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center
আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
এ্যপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432
অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.
আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার
প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা
আমাদের সেবাসমূহ:
শারীরিক চেকআপ
টিএলসি টেস্ট
DMV-ভিশন টেস্ট
ডায়াবেটিস পরীক্ষা
উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
স্কুল ফর্ম পূরণ
WIC ফর্ম
PAP Smear পরীক্ষা
প্রেগন্যান্সি টেস্ট
ড্রাগ টেস্ট
ভ্যাক্সিন প্রদান
Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com
Doctors Office
Jackson Heights
64-17, Broadway
(bet. 64th & 65th st.)
Woodside, NY 11377
(subway E,F,R,N,V,G,7,)
Ph. 718-424-0309
718-424-0137
Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়
Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800
আমরা ৭ দিনই খোলা

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

দাম্পত্যে জড়াইতে চেষ্টা করছি ম্যাচ হয় নাই : মারজুক রাসেল

বিনোদন ডেস্ক : ছোট ও বড় পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা মারজুক রাসেল। পর্দায় অনবদ্য অভিনয়ের জন্য দর্শকমহলে আলাদা খ্যাতি ও পরিচিতি রয়েছে তার। যেকোনো চরিত্রে ডুবে যান তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে তরুণ প্রজন্মের কাছে একটু বেশিই পরিচিতি লাভ করেছেন। তা অবশ্য কাজল আরেফিন অমি পরিচালিত 'ব্যাচেলর পয়েন্ট' ধারাবাহিকে পাশা চরিত্রে অভিনয় করে। তবে তিনি শুধু একজন অভিনেতাই নন। একাধারে একজন কবি ও গীতিকারও মারজুক রাসেল। সব মাধ্যমে সমানভাবে কাজ করলেও তার ব্যক্তিজীবন নিয়ে জানার কৌতূহল রয়েছে দর্শক ও ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীদের। বিশেষ করে কেন বিয়ে করছেন না তিনি, এ ব্যাপারে। আর গণমাধ্যমে এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন।

এ অভিনেতা বলেন, 'জীবনে নারী সঙ্গীর প্রয়োজন নেই। ওইটা অটো থাকে। অটো ন্যাচার থাকে। আপনি একটি গাছকে কী বলবেন, গাছ তোমার নারী বা পুরুষসঙ্গী কে? কেননা, নারী ছাড়া জন্মাতে পারব না আমি। পুরুষও জন্মাতে পারবে না।' মারজুক বলেন, 'আসলে আমার কারও সঙ্গে টিউন হয়নি। এ কারণে বিয়ে করা হয়ে উঠেনি। প্রেমিকা ছিল, নাম জেরিন, যাকে নিয়ে সিনেমা-নাটক ও বিজ্ঞাপনও হয়েছে। এখন ফোন দেই না তাকে। তবে এখনো আছে, পৃথিবীতে থাকে। তার খোঁজ-খবর রাখছি, কিছুদিন আগে তার বাবা মারা গেছেন। সে ভালো থাকুক।' এ সময় সবশেষ কবে প্রেমে পড়েছেন, তা নিয়েও কথা বলেন মারজুক রাসেল। বলেন, 'আমি সবসময় প্রেমে থাকি। এখনো প্রেমেই আছি। একটা প্রেম থেকে আরেকটি প্রেমে যাওয়া যায় না। এটা সংখ্যাতেও হয় না। ঘটে যায়। সবারই ঘটে যায়। তবে যেটা ঘটানো হয়, সেটা অপ্রাকৃতিক।' এছাড়া জেরিনের সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারে তিনি বলেন, 'একটু আগেও যা বলে এলাম, ওসব আমার ব্যক্তিজীবনের বাইরের বিষয় নয়। যাই হোক, ওইটা একতরফা ছিল, আমার তরফে, ওয়ান সাইডেড। কিশোরবেলায় প্রকৃতি আমারে দিয়া ওই পাগলামি করাইয়া নিছিল।'

আইনি জটিলতায় সুহানা খান

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড কিং শাহরুখ খানের মেয়ে সুহানা খান জমি কেনাকে কেন্দ্র করে আইনি জটিলতায় পড়েছেন। ভারতের আলিবাগে ১২ কোটি ৯১ লাখ রুপি (বাংলোদেশি টাকায় প্রায় ১৮ কোটি টাকা) দিয়ে একটি জমি কেনেন তিনি, যা শুধুমাত্র কৃষিকাজের জন্য নির্ধারিত বলে জানাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া জানায়, সুহানা দাবি করেছেনড় তিনি এই জমি কিনেছেন তিন বোনড়অঞ্জলি, রেখা ও প্রিয়া-র কাছ থেকে, যারা এটি পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে। তবে জমির স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ ৭৮ লাখ রুপি পরিশোধ করার পরও, তার 'কৃষক' পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জমির নথিতে সুহানাকে দেখানো হয়েছে একজন কৃষক হিসেবে। প্রশাসনের দাবি, সাধারণ কৃষিজমি কেবল কৃষকদের ক্ষেতেই বিক্রি করা যায়, যা নিয়ে এখন তদন্ত চলছে। শিগগিরই এই বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে।

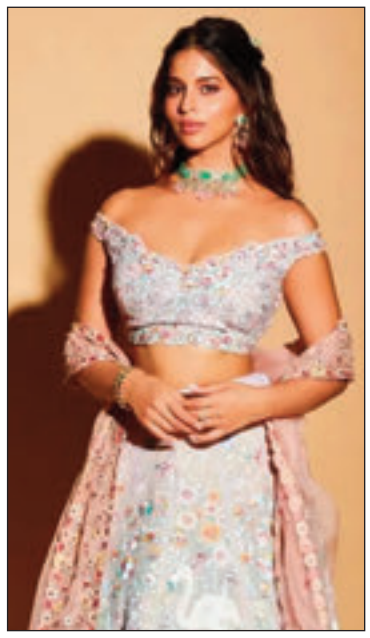

সোচ্চার চমক

বিনোদন ডেস্ক : জুলাই আন্দোলনে সরব তারকাদের মধ্যে রুকাইয়া জাহান চমক অন্যতম। তারপরের অনেক ইস্যুতেও নিজের মতামত ব্যক্ত করতে দেখা গেছে তাকে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে তাকে মাঝে-মধ্যেই দেখা যায়। এবার দুইটি চলমান ইস্যু নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নিজের অবস্থান ব্যক্ত করেছেন তিনি। সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের চলমান সংঘর্ষ নিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন চমক। তাতে এ অভিনেত্রী লিখেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনীতি ব্যান করেন, প্লিজ! এগুলো আর নেয়া যাচ্ছে না।

আরেক পোস্টে তিনি প্রশ্ন রাখেন, চট্টগ্রামের প্রশাসন কী করছে? এখন সেনাবাহিনী কোথায়? মানুষের জীবন আপনাদের কাছে ছেলে খেলা! নাকি সরকার সোশ্যাল মিডিয়াতে ঢোকেনই না, মেন্টাল পিস নষ্ট হওয়ার ভয়ে!

এদিকে, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিয়ে নতুন নীতিমালা আসছে। এ ঘোষণার পর বিষয়টি নিয়ে ফেসবুকে ক্ষোভ প্রকাশ করে চমক বলেন, মেইন রোডে ব্যাটারিচালিত রিকশা চললে, সামনের বছর থেকে আমি আমার গাড়ির ট্যাক্স দেবো না। এই পোস্টকে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে। চমকের মন্তব্যের সঙ্গে বেশির ভাগই সহমত প্রকাশ করেছেন। এদিকে, গত ২ সেপ্টেম্বর আরেক পোস্টে একটি ভিডিও প্রকাশ করে চমক লিখেছেন, ব্যাটারিচালিত রিকশাগুলোর অনিয়ন্ত্রিত গতি, ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকা, সড়ক নিরাপত্তা আইন না জানা ও না মানা এবং এসব কারণে মানুষের জীবন, যানবাহনের ক্ষতি, যানজট সৃষ্টিসহ নানাবিধ ভোগান্তির শিকার হচ্ছি আমরা সবাই। রাষ্ট্র যদি নাগরিকদের নিরাপদ সড়ক না দিতে পারে, আমাদের জীবন-যানবাহনের নিরাপত্তা না দিতে পারে তাহলে আমরা গাড়ির ট্যাক্সটা কেন দেবো? তিনি ভিডিও বার্তায় আরও বলেন, আমার গাড়িতে সম্প্রতি ধাম করে একটি অটোরিকশা এসে পড়লো। আমার গাড়ির ক্ষতি তো হলোই, রিকশায় বসে থাকা দুইজন নারী যাত্রীও পড়ে গেলেন। হয়তো হাতে ফ্র্যাকচারও হয়েছে একজনের। হাসপাতালেও হয়তো গেছেন। এরচেয়ে বড় দুর্ঘটনাও হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আমি অটোরিকশা বন্ধ করতে বলছি না। বলছি মেইন রোডে বন্ধ করতে।

দীর্ঘদিন বেকার ছিলেন কৌশানী

বিনোদন ডেস্ক : ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী কৌশানী মুখার্জি। কিন্তু একসময়ে দীর্ঘদিন তাকে কোনো কাজ করতে দেখা যায়নি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ওই সময়ে দীর্ঘদিন বেকার ছিলাম। হাতে একটাও কাজ ছিল না। কষ্ট হতো, চিন্তাও হতো। তবে নিজের ওপর বিশ্বাস হারাইনি। এখন মনে হয় ওই খারাপ সময়টা আমার কাছে ব্লেসিং। ওই সময়টা না আসলে হয়তো জীবনে সাফল্য আসতো না।

ভিন্নধর্মী লুকে জেবা জান্নাত

বিনোদন ডেস্ক : বর্তমান সময়ের ছোট পর্দার অভিনেত্রী জেবা জান্নাত। অভিনয়ের পাশাপাশি মডেলিংও করেন তিনি। এবার একটি গানে মডেল হয়েছেন জেবা। গানের শিরোনাম 'লাল মিয়া'। গানটিতে তার সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন ইমতু রাতিশ। সম্প্রতি পুবাইলে শুটিং হয়েছে মিউজিক ভিডিওটির। গানটি প্রসঙ্গে জেবা বলেন, গানটি অসাধারণ রোমান্টিক ধাঁচের গান। ভিন্ন লুকে এখানে হাজির হয়েছি। আমি আর ইমতু রাতিশ ভাই একসঙ্গে কাজ করলাম। ভালো কিছু হয়েছে আশা করছি। সবার গান এবং ভিডিও দুটোই ভালো লাগবে। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন সংগীতশিল্পী খাইরুল ওয়াসি ও তসিবা বেগম। কথা, সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন খাইরুল ওয়াসি নিজেই। কোরিওগ্রাফিতে ছিলেন মাইকেল বাবু। মিউজিক ভিডিওটি নির্মাণ করেছেন তরুণ নির্মাতা বাপ্পি খান। খুব শিগগিরই গানটি একটি জনপ্রিয় প্ল্যাটফরমে প্রকাশিত হবে বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, কয়েক মাস আগে নাট্য পরিচালকদের সংগঠন 'ডিরেক্টরস গিল্ড' জেবার বিরুদ্ধে অসহযোগিতা ও অসদাচরণের অভিযোগ এনে নাটকে কাজ করার ওপর অনির্দিষ্টকালের নিষেধাজ্ঞা জারি করে। যদিও এই নিষেধাজ্ঞা পরে শিথিল করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

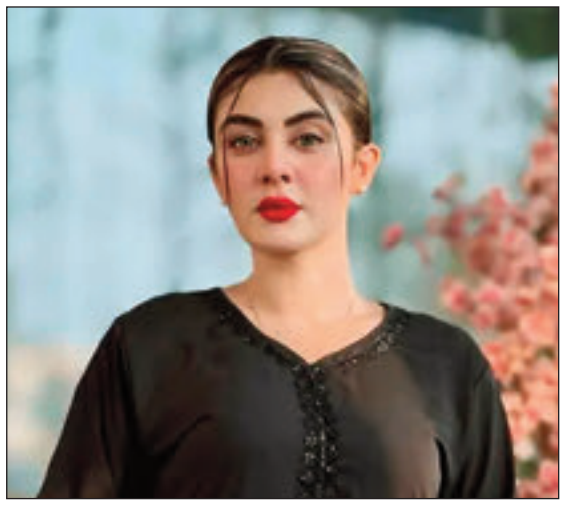

কলকাতায় পুরস্কার পেলেন চঞ্চল

বিনোদন ডেস্ক : টালিউডে খুব বেশি কাজ করেননি চঞ্চল চৌধুরী। তবু বাংলাদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও তাঁর আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা। সে সূত্রে সেখানকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে চঞ্চলের ডাক পড়ে। পান পুরস্কার ও সম্মাননা। গত রোববার রাতে কলকাতার এক হোটেলে আয়োজিত হয় পঞ্চম বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড এবং দ্বিতীয় কলকাতা রত্ন সম্মান অনুষ্ঠান। সেখানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে হাজির ছিলেন চঞ্চল চৌধুরী। অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড। অভিনয় ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদানের জন্য এ পুরস্কার পেয়েছেন চঞ্চল। জানা গেছে, অ্যাড-মুণ এন্টারটেইনমেন্ট আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যাঁরা সিনেমা, গান ও খেলাধুলায় অবদান রাখছেন, তাঁদের সম্মাননা জানানো হয়। চঞ্চল চৌধুরী ছাড়াও এ অনুষ্ঠানে পুরস্কার পেয়েছেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, লাবণী সরকার, অভিনেতা আবীর চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক ব্যানার্জি, নাট্যব্যক্তিত্ব সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগীতশিল্পী লগ্নজিতা, অনিক ধর, নির্মাতা গৌতম ঘোষ ও ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস।

চঞ্চলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বলিউড অভিনেত্রী মন্দাকিনী। অনেক অনুরোধের পর 'সাদা সাদা কালা কালা' শুনিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন চঞ্চল। বলেন, 'গান গাওয়া আমার কাজ নয়। আমাকে কেউ কোনো স্টেজে গাইতে বললে দ্বিধায় পড়ে যাই, লজ্জা পাই।

ছেলে জয়কে নিয়ে সিঙ্গাপুরে যাচ্ছেন শাকিব-অপু

বিনোদন ডেস্ক : ছেলে আব্রাম খান জয়কে বিদেশে পড়াশোনা করাবেন, এমনটা আগেই জানিয়েছিলেন অপু বিশ্বাস। সে সিদ্ধান্ত বাস্তবে রূপ দিতে চলেছেন তিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অপু বিশ্বাস নিজেই স্বীকার করেছেন সেই কথা। তিনি জানালেন, ছেলে জয়কে সিঙ্গাপুরে একটি স্কুলে ভর্তি করাবেন তিনি। এই সিদ্ধান্তটা সন্তানের বাবা শাকিব খানের সঙ্গে আলোচনা করেই নিয়েছেন। খুব শিগগিরই তারা জয়কে সেখানে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করাবেন। শিগগিরই ছেলে জয়কে নিয়ে সিঙ্গাপুরে উড়াল দেবেন অভিনেত্রী।

সঙ্গে থাকতে পারেন বাবা-মা দুজনেই। অপু বলেন, 'জয় সিঙ্গাপুরে একটি স্কুলে ভর্তি হবে। সে সেখানেই পড়ালেখা করবে। আমরা কিছুদিন ওই দেশেই থাকব।' ছেলেকে দেশের বাইরে পড়ালেখা করানোর বিষয়ে অপু আরও বলেন, 'এই বিষয়টি আমার আর জয়ের বাবার (শাকিব খান) মধ্যেই আলোচনা হয়েছিল, তবে কীভাবে সেটা বাইরে চলে এলো জানা নেই। আমি আসলে একটু নিজের মধ্যে রাখতেই পছন্দ করি।' প্রসঙ্গত, গত এপ্রিল মাসে ছেলে আব্রাম খান জয়কে সঙ্গে নিয়ে সিঙ্গাপুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন মা অপু বিশ্বাস। ছেলেকে সেখানে ভর্তি করানোর সকল প্রস্তুতিই যেন নিয়ে রেখেছেন তিনি।

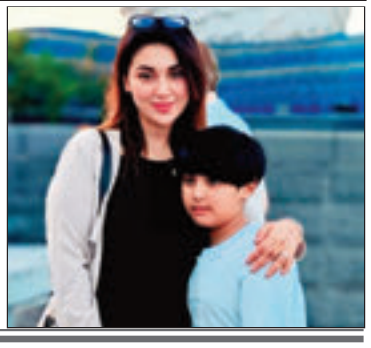

ডাকসু নির্বাচনে কোনো বাধা নেই : আপিল বিভাগ

ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ওপর হাইকোর্টের স্থগিতাদেশে স্থগিত করেছিলেন চেম্বার জজ আদালত। সেই আদেশ বহাল রেখেছেন সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগ। এর ফলে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচনে বাধা নেই বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। আপিল বিভাগ তার আদেশে বলেছেন, চেম্বার আদালতের আদেশ বহাল রাখছি এবং স্থগিতাদেশ আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত বহাল রাখছি। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন ৭ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। এদিকে রিটকারীর পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট আহসানুল করিম ও ব্যারিস্টার জ্যোর্তিময় বড়ুয়া। ফরহাদের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার ইমরান এ সিদ্দিক।

এর আগে, গত ১ সেপ্টেম্বর দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত করেছিলেন হাইকোর্ট। ডাকসু নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী বি এম ফাহমিদা আলমের রিট আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি হাবিবুল গণি ও বিচারপতি শেখ তাহসিন আলীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। হাইকোর্ট তার অপর আদেশে ডাকসু নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট মনোনীত ছাত্র শিবির সমর্থিত প্যানেলের জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদের বিরুদ্ধে আনা রিটকারী ও ডাকসু নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী বি এম ফাহমিদা আলমের সব অভিযোগ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ডাকসুর নির্বাচনি ট্রাইব্যুনালে দাখিল করতে নির্দেশ

দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি ওই ট্রাইব্যুনালকে অভিযোগ আমলে নিতে এবং এ বিষয়ে সবার উপস্থিতিতে শুনানি ও অনুসন্ধান করে আগামী ২১ অক্টোবরের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। রুলও জারি করেছিলেন আদালত। ওই আদেশের কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে করা বিবিধ আপিল আবেদনের শুনানি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত করা হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেন চেম্বার জজ আদালত। বিচারপতি ফারাহ মাহবুবের নেতৃত্বাধীন চেম্বার জজ আদালত এ আদেশ দেন। হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে লেখা একটি আবেদনের শুনানি নিয়ে চেম্বার আদালত তাৎক্ষণিক এ আদেশ দেন। ওই আদেশের ধারাবাহিকতায় পুনরায় মামলাটির বিষয়ে গত ২ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবেদন নিয়ে চেম্বার জজ আদালতে গেলে এ বিষয়ে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে ৩ নভেম্বর (বুধবার) শুনানির জন্য মামলার দিন নির্ধারণ করা হয়েছিলো। আপিল বিভাগের বিচারপতি ফারাহ মাহবুবের নেতৃত্বাধীন চেম্বার জজ আদালত এ আদেশ দিয়েছিলেন।

জানা গেছে, নির্বাচনি তফসিল অনুযায়ী আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারণ করা হয়। নির্বাচনে কেন্দ্রীয় এবং হল সংসদ মিলিয়ে মোট ৪৭১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে ৪৫ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৯ জন এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ২৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে ১৭ জন, কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে ১১ জন, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে ১৪ জন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ১৯ জন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে ১২ জন, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ৯ জন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে ১৩ জন, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে ১২ জন, সমাজসেবা সম্পাদক পদে ১৭ জন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে ১৫ জন, মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক সম্পাদক পদে ১১ জন এবং ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক পদে ১৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সবচেয়ে বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে সদস্য পদে। এবার ১৩টি সদস্য পদের বিপরীতে মোট ২১৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

দেশে শহরে ৭৯ লাখ গরিব মানুষ থাকেন, বরাদ্দের ৮০% টাকা যায় গ্রামে

ঢাকা : বিগত এক যুগে দেশের শহর এলাকায় গরিব মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ৫ লাখ। ২০১০ সালে শহরে গরিব মানুষ ছিল ৭৪ লাখ। ২০২২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৯ লাখে। গত ২ সেপ্টেম্বর রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিনব্যাপী 'ন্যাশনাল কনফারেন্স অন সোশ্যাল প্রোটেকশন ২০২৫' বা 'সামাজিক সুরক্ষাবিষয়ক জাতীয় সম্মেলন' শীর্ষক অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে এমন তথ্য উঠে আসে। শহুরে দারিদ্র্যবিষয়ক সেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। এতে উপস্থাপনা তুলে ধরেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‍্যাপিড) চেয়ারম্যান এম এ রাজ্জাক। ওই অধিবেশনে আরও বলা হয়, বিগত এক যুগে দরিদ্র এবং ঝুঁকিতে থাকা মানুষের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ২১ লাখ। তবে শহরাঞ্চলে দ্রুত দারিদ্র্য বাড়লেও তার বিপরীতে সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা বাড়ছে না; বরং গ্রামাঞ্চলে দেশের মোট সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দের প্রায় ৮০ শতাংশ টাকা খরচ হয়। উপস্থাপনায় এম এ রাজ্জাক বলেন, 'গ্রামে মানুষ কমছে, বাড়ছে শহরে। ২০৪০ সাল নাগাদ শহরের জনসংখ্যা গ্রামের জনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে। উন্নয়নের মডেলে শহরে মানুষ বাড়ে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের মোট সামাজিক সুরক্ষার ৮০ শতাংশ যাচ্ছে গ্রামে। শহরে খোলা বাজারে পণ্য বিক্রি ছাড়া তেমন কোনো উদ্যোগ নেই।'

সামাজিক সুরক্ষা ব্যয়ের তথ্য তুলে ধরে এম এ রাজ্জাক বলেন, গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষার মাত্র ৪ শতাংশ শহরের দরিদ্রদের জন্য বরাদ্দ ছিল। আর গ্রামীণ এলাকায় বরাদ্দ ছিল ২৭ শতাংশ। ৬৮ শতাংশ বরাদ্দ ছিল গ্রাম-শহর উভয় এলাকায়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব রেজাউল মাকছুদ জাহেদী বলেন, 'আমাদের ৩৩০টি পৌরসভা, সিটি করপোরেশনসহ মোট ৫৬০টি আরবান সেন্টার রয়েছে। এসব এলাকায় মানুষের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং নদীভাঙনের কবলে পড়ে মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। ফলে শহরের বস্তিবাসীর জন্য স্বাস্থ্য ও পয়োনিষ্কাশন নিশ্চিত করা খুবই জটিল হয়ে পড়েছে।

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
পরামর্শের জন্য কোন ফি লাগে না
অভিজ্ঞ আমেরিকান এটর্ণী
কেবল মাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি।
প্রয়োজনে আমরাই পৌছে যাব আপনার কাছে
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• মেডিক্যাল ম্যালপ্রাকটিস
Contact : MOHAMMED ALI
718-482-7766, 917-562-1368
The Law Offices of
SURDEZ & PEREZ, P.C
32-72 Steinway Street, Suite # 401
Astoria, NY 11103

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ Weekly Bangladesh

জুলাইয়ে আহত ১৫৬০ জনের পরিবার পাচ্ছে ফ্ল্যাট

ঢাকা : জুলাই আন্দোলনে আহত ১ হাজার ৫৬০ জনকে ফ্ল্যাট দেওয়ার প্রকল্প নিয়েছে সরকার। রাজধানীর মিরপুর ৯ নম্বর সেকশনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত প্রকল্পটির ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা। সম্প্রতি এমন প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। এর আগে মিরপুর ১৪ নম্বর সেকশনে ৮০৪ শহীদ পরিবারকে ফ্ল্যাট দেওয়ার একটি প্রকল্প জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় উত্থাপনের পর মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠানো হয়। গত ২৭ জুলাইয়ের ওই একনেক সভায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস পরামর্শ দিয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সমন্বিত একটি নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্পটির ব্যবস্থাপনা করতে হবে। শহীদদের পরিবারের জন্য এসব আবাসন শহরে হবে নাকি তার নিজ এলাকাতে করে দেওয়া হবে বা এর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো কীভাবে নিষ্পত্তি হবেড়এসব নীতিমালার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রকল্পটি পুনরায় যাচাই-বাছাই করে যৌক্তিকভাবে ব্যয় নির্ধারণ করে আবার উপস্থাপন করতে হবে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় জানায়, জুলাইয়ে আহতের সংখ্যা অনেক বেশি। তাদের জন্য ফ্ল্যাট উপহারের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের করা ক্যাটাগরি-'এ' ও ক্যাটাগরি-'বি' বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে 'ঢাকার মিরপুর ৯ নম্বর সেকশনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন-২০২৪ এ কর্মক্ষমতা হারানো জুলাই-যোদ্ধা পরিবারের স্থায়ী বাসস্থানের জন্য ১ হাজার ৫৬০টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটির জন্য সরকারের অনুদান চাওয়া হয়েছিল।

আবেদনটি অনুমোদন করে অর্থ মন্ত্রণালয় বলছে, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জমিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে বিধায় ভূমি অধিগ্রহণ বা ক্রয় খাতে কোনো বরাদ্দ দাবি করা যাবে না। প্রকল্পের অনুকূলে নির্মাণ করা আবাসিক ফ্ল্যাট প্রকৃত আহত বা কর্মক্ষমতা হারানো পরিবারগুলোর মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করতে হবে এবং প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ করা অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য যাবতীয় আর্থিক বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ ও প্রতিপালন করতে হবে। আহতদের মধ্যে ১ হাজার ৫৬০ জনকে কোন বিবেচনায় নির্ধারণ করা হয়েছে জানতে চাইলে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অধিশাখা-২-এর কর্মকর্তা নাজমুল আলম আমার দেশকে বলেন, জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে করা মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের ক্যাটাগরি-'এ' ও ক্যাটাগরি-'বি' তালিকা ধরে উপকারভোগী নির্ধারণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের গেজেট অনুযায়ী, ক্যাটাগরি-'এ' শ্রেণির তালিকাভুক্তরা অতি গুরুতর আহত। ক্যাটাগরি-'বি' শ্রেণির তালিকাভুক্তরা গুরুতর আহত হিসেবে বিবেচিত। শুধু আহতরা 'সি' হিসেবে সংজ্ঞায়িত হচ্ছেন। সে হিসাবে যথাক্রমে ৬০২, ১ হাজার ১১৮ ও ১২ হাজার ৮০ জন জুলাই যোদ্ধার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত ও কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলা জুলাই যোদ্ধাদের জন্য ১ হাজার ৫৬০টি আবাসিক ফ্ল্যাটের মাধ্যমে স্থায়ী আবাসনের পরিকল্পনাটি নিয়েছে সরকার। পরিকল্পনা কমিশনে জমা দেওয়া প্রকল্পের আওতায় ১৫টি ভবন নির্মাণ করা হবে। ১৪ তলা বিশিষ্ট সব ভবনে পৃথক বেসমেন্ট থাকবে। একনেকের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ঢাকার মিরপুর সেকশন-৯-এ মিরপুর ডিওএইচএসের কাছে ৮৩৩ কাঠা জমিতে ২০২৯ সালের জুনের মধ্যে ভবনগুলো সম্পন্ন করার লক্ষ্য নিয়েছে। গৃহায়নের প্রস্তাব অনুযায়ী আহতদের জন্য নির্মাণ করা এসব ফ্ল্যাটের আয়তন হবে ১ হাজার ৩২০ বর্গফুট। সব ফ্ল্যাটের গড় মূল্য ৮৬ লাখ ২০ হাজার টাকা। ৩৭৪ কোটি টাকা জমির মূল্য অন্তর্ভুক্ত করলে এসব ফ্ল্যাটের দাম দাঁড়ায় ১ কোটি ১০ লাখ ২০ হাজার। এই প্রকল্পের আওতায় প্রতি বর্গফুটে ব্যয় ধরা হয়েছে ৮ হাজার ৩৫০ টাকা। তবে এটি বর্তমান বাজার দরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। কর্মকর্তারা জানান, পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ গৃহায়ন মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব পর্যালোচনা করার জন্য প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) একটি সভা করেছে। কমিশন কিছু সুপারিশ মেনে চলা সাপেক্ষে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য এটি একনেকের সামনে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মন্ত্রণালয় এরপর থেকে সংশোধিত প্রস্তাবটি পুনরায় জমা দিয়েছে, যা ভৌত অবকাঠামো বিভাগ পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য পাঠিয়েছে। তবে, কর্মকর্তারা আশঙ্কা করছেন, আহত জুলাই যোদ্ধাদের জন্য বর্তমান প্রকল্পটি অনুমোদনে বিলম্বের সম্মুখীন হতে পারে। কারণ হিসেবে তারা বলছেন, শহীদ পরিবারের জন্য এর আগের প্রস্তাবিত ৭৬১ কোটি টাকার '৩৬ জুলাই ফ্ল্যাট নির্মাণ' প্রকল্পটি শেষ মুহূর্তে একনেকের ছাড়পত্র পেতে ব্যর্থ হয়েছে। গত ২৭ জুলাই অনুষ্ঠিত একনেকের বৈঠকের পর পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, একটি সংশোধিত, সমন্বিত প্রস্তাব প্রস্তুত করার প্রকল্পটি আপাতত ফেরত পাঠানো হয়েছে। ব্যয়, নির্মাণ পদ্ধতি এবং অন্যান্য উপাদান পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে প্রকল্পটি পুনরায় জমা দেওয়া যেতে পারে।

আহতদের জন্য প্রস্তাবিত এসব ভবনের সুবিধাগুলোর মধ্যে থাকবে বেসমেন্ট এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে গাড়ি পার্কিং, লিফট, সাব-স্টেশন, জেনারেটর, সৌরশক্তি ব্যবস্থা এবং ফায়ার হাইড্রেন্ট। প্রকল্পটিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, খেলার মাঠ, সবুজ স্থান এবং অভ্যন্তরীণ রাস্তার মতো কমিউনিটি সুবিধাও থাকবে। নির্বাচিত স্থানটি মিরপুর ডিওএইচএস থেকে ১ কিলোমিটারের মধ্যে, মিরপুর-১১ মেট্রো স্টেশন থেকে ১ দশমিক ৫ কিলোমিটার দূরে এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। কালশী ফ্লাইওভার এবং ১২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তার মাধ্যমে এই এলাকাটি শহরের প্রধান অংশের সঙ্গে সুসংযুক্ত, যা এটিকে পরিকল্পিত আবাসন প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত করে তোলে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। প্রকল্পটি থেকে আনুমানিক ১ হাজার ৫৬০টি পরিবার সরাসরি উপকৃত হবেন। পাশাপাশি অনেক নিম্ন আয়ের বাসিন্দা পরোক্ষভাবে উপকৃত হবেন বলে আশা করছে গৃহায়ন। গত ২৭ জুলাই অনুষ্ঠিত একনেকের সভায় জুলাই শহীদদের পরিবারের জন্য আবাসন প্রকল্পটি পর্যালোচনা করা হয়েছিল কিন্তু অনুমোদিত হয়নি। ওই সভার কার্যবিবরণীতে দেখা যায়, মন্ত্রিপরিষদ সচিব সভায় বলেন যে, ৮৩৪ শহীদের জন্য ৮০৪টি ফ্ল্যাটের পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং অন্য যোদ্ধাদের জন্য অনুরূপ প্রকল্প যাচাইয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, অর্থ উপদেষ্টার সামাজিক নিরাপত্তা কমিটির মতামত নিয়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি সমন্বিত নীতি অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের

বাংলাদেশ ডেস্ক : আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের লক্ষ্য করে একটি কঠোর অভিযান শুরু করেছে যুক্তরাজ্য সরকার। বিষয়টি নিয়ে দেশটিতে অবস্থানরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও যারা যুক্তরাজ্যে অবস্থান করছেন, তাদের সরাসরি টেক্সট এবং ইমেইলের মাধ্যমে সতর্ক করা হচ্ছে। এসব টেক্সট এবং ই-মেইল বার্তায় বলা হচ্ছে যে, তাদের দ্রুত দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। অন্যথায় জোরপূর্বক বহিষ্কার করা হবে।

যুক্তরাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ দেশটির অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে একটি বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত।

যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইভেট কুপার ইতোমধ্যে ঘোষণা করেছেন যে, এই মাস (সেপ্টেম্বর) থেকেই 'চ্যানেল অভিবাসীদের' প্রথম দলটিকে ফেরত পাঠানো শুরু হবে। একইসঙ্গে সরকার শরণার্থীদের জন্য পারিবারিক পুনর্মিলন আবেদনের নতুন প্রক্রিয়াও স্থগিত করেছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশিকে বিশেষ বিমানে ক রে দেশে ফেরত পাঠা নো হ য়ে ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাঠানো বার্তাগুলো সেইসব আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য, যারা তাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও যুক্তরাজ্যে অবস্থান করছেন এবং রাজনৈতিক আশ্রয় (অ্যাসাইলাম) নেওয়ার চেষ্টা করছেন।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ওপর প্রভাব

শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠানো বার্তাগুলোতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কোনও ছাড় না দেওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এসব বার্তায় বলা হয়েছে, 'আপনি যদি এমন কোনও রাজনৈতিক আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেন যা ভিত্তিহীন,তবে সেটা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে।'

অন্য এক বার্তায় বলা হয়েছে, 'রাজনৈতিক আশ্রয় নেওয়ার যেকোনও অনুরোধ কঠোরভাবে যাচাই করা হবে। যদি আপনি মানদণ্ড পূরণ করতে না পারেন, তাহলে কোনও সহায়তাই পাবেন না।

এছাড়াও বলা হয়েছে, 'যদি আপনার যুক্তরাজ্যে থাকার কোনও আইনি অধিকার না থাকে, তবে আপনাকে অবশ্যই এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। যদি না যান, আমরা আপনাকে অপসারণ করবো।'

এই বার্তাগুলো বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে গভীর মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করেছে। অনেক শিক্ষার্থী তাদের স্বপ্নের পেছনে বিশাল আর্থিক ও মানসিক ত্যাগ স্বীকার করে যুক্তরাজ্যে গিয়েছিলেন। হঠাৎ এমন কঠোর পদক্ষেপের কারণে তাদের স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পথে।

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

সৌদি আরবে ১০ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

INDIAN VISA

- ওমরাহ প্যাকেজ
- ওমরাহ ভিসা
- হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
- মোয়াল্লেম

Emirates KUWAIT AIRWAYS

السعودية SAUDIA QATAR AIRWAYS TURKISH AIRLINES

আমরাই দিচ্ছি

সবচেয়ে কম দামে

718-721-2012

নজরুল ইসলাম
সিইও, ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
Cell: 917-459-7181

IATA Approved

আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের ভিসা প্রসেস করি।

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station
Cell: 917-459-7181
website: www.digitaltraveltour.com

We are on Facebook

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

WE HAVE MOST PROMINENT
MLTC CONTACT

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396

CALL US NOW:
718-516-3425

A CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

CONTACT US:

Off: 718-516-3425 | FAX: 646-568-6474 | newyorksadc.com | intake@ny-sadc.com | 116-33 Queens Blvd Forest Hills, NY 11375 | 78-06 101 Ave, Suit C Ozone Park, NY 11416

ASTRA VASCULAR

আধুনিক চিকিৎসার পদ্ধতি আবিষ্কার করুন B

ASTRA VASCULAR

আপনার স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষায়িত পরিষেবা

শিরার অপ্রতুলতার চিকিৎসা

শিরার অপ্রতুলতা তখন ঘটে যখন আপনার পায়ের শিরাগুলি সঠিকভাবে রক্ত হৃদয়ে ফিরে আসতে দেয় না, যার ফলে রক্তনালী বিকৃত হওয়া, ফোলা এবং অস্বস্তি সৃষ্টি হয়। অ্যাস্ট্রা ভাসকুলারে, আমরা উন্নত চিকিৎসার পদ্ধতি যেমন এন্ডোভেনোজাল লেজার থেরাপি (EVLT) এবং স্কলারোথেরাপি অফার করি, যা উপসর্গ উপশম করতে এবং রক্তপ্রবাহ উন্নত করতে সাহায্য করে, জীবনের গুণমান পুনরুদ্ধার করতে।

পরিচিত হোন, ডক্টর জর্জ বলোটিন

স্বাগতম অ্যাস্ট্রা ভাসকুলার ক্লিনিকে, যা আধুনিক চিকিৎসার পদ্ধতি ব্যবহারে বিশেষায়িত, যেখানে ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি এবং ডক্টর জর্জ বলোটিনের নেতৃত্বে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ সহ, ডক্টর আপনার শিরার স্বাস্থ্য উন্নত করতে সহায়ক হবে সর্বনিম্ন আক্রমণাত্মক পদ্ধতির মাধ্যমে।

ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি চিত্রায়ন প্রযুক্তি ব্যবহার করেdiagnosis এবং চিকিৎসার জন্য, যা দ্রুত পুনরুদ্ধারের সময় প্রদান করে।

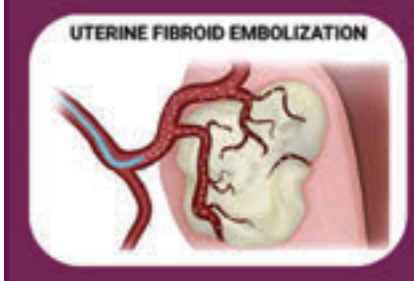

আপনি কি উপসর্গযুক্ত ফাইব্রয়েডে ভুগছেন?

গর্ভাশয় ফাইব্রয়েড এমবলাইজেশন (UFE)

গর্ভাশয় ফাইব্রয়েড এমবলাইজেশন (UFE) একটি ন্যূনতম আক্রমণাত্মক, অস্ত্রোপচারবিহীন পদ্ধতি যা গর্ভাশয়ের ফাইব্রয়েডের রক্ত সরবরাহ বন্ধ করে তাদের সংকুচিত ও ধ্বংস করে। এটি অস্ত্রোপচারের তুলনায় নিরাপদ, দ্রুত এবং আরও কার্যকর বিকল্প সরবরাহ করে, গর্ভাশয় সংরক্ষণ করে এবং উপসর্গগুলি উপশম করে। ডঃ জর্জ বলোটিন এবং ব্রুকলিন ও ব্রঙ্কসে অ্যাস্ট্রা ফাইব্রয়েড ট্রিটমেন্ট স্পেশালিস্টরা অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই উন্নত চিকিৎসা প্রদান করেন।

গাঁটের ব্যথা?

জেনিকুলেটরি ধমনী এম্বোলাইজেশন

যদি আপনি অস্টিওআর্থ্রাইটিস বা অন্যান্য অবস্থার কারণে দীর্ঘস্থায়ী হাঁটুর ব্যথায় ভুগছেন, তবে জেনিকুলেটরি ধমনী এম্বোলাইজেশন একটি সমাধান হতে পারে। এটি একটি সর্বনিম্ন আক্রমণাত্মক প্রক্রিয়া, যা সেই রক্তনালীগুলিকে লক্ষ্য করে যা হাঁটুর প্রদাহ এবং ব্যথা সৃষ্টি করে, এবং বড় অপারেশনের প্রয়োজন ছাড়াই উপশম প্রদান করে। কম ব্যথা এবং উন্নত গতিশীলতার সঙ্গে আরও সক্রিয় জীবন উপভোগ করুন।

হেমোরয়েডসের সমস্যায় ভুগছেন?

হেমোরয়েড এম্বোলাইজেশন

হেমোরয়েড significant অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং আপনার দৈনন্দিন কার্যকলাপে প্রভাব ফেলতে পারে। হেমোরয়েড এম্বোলাইজেশন একটি নন-সার্জিক্যাল চিকিৎসা পদ্ধতি, যা হেমোরয়েডাল গিঁটগুলিতে রক্ত প্রবাহ কমিয়ে তাদের কার্যকরভাবে ছোট করে এবং উপসর্গ উপশম করে। এই উদ্ভাবনী পদ্ধতি দ্রুত পুনরুদ্ধার এবং সর্বনিম্ন অস্বস্তি প্রদান করে, আপনাকে দ্রুত আপনার সাধারণ জীবনে ফিরে যেতে সহায়তা করে।

কেন ASTRA VASCULAR নির্বাচন করা উচিত?

- ☑ **বিশেষজ্ঞ সহায়তা:** ডক্টর জর্জ বলোটিনের নেতৃত্বে, আমাদের দল ব্যক্তিগতকৃত এবং কার্যকর চিকিৎসার পদ্ধতি সরবরাহ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- ☑ **সর্বনিম্ন আক্রমণাত্মক পদ্ধতি:** আমাদের প্রক্রিয়াগুলি ব্যথা এবং পুনরুদ্ধারের সময় কমানোর দিকে লক্ষ্য রাখে।
- ☑ **আধুনিক প্রযুক্তি:** আমরা সেরা ফলাফল নিশ্চিত করতে চিকিৎসা এবং চিত্রায়ন প্রযুক্তির সর্বশেষ পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করি।

অধিক তথ্য বা পরামর্শের জন্য আমাদের সাইটে যান অথবা ফোনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আজই আপনার শিরার স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রথম পদক্ষেপ নিন!

718-222-0225

Brooklyn Office : 4209 Avenue U, Brooklyn, NY 11234
Phone : 718-222-0225

Bronx Office: 869 E. Tremont Ave., Bronx, NY 10460
Phone : 929-447-4857

জুলাই হত্যার দায় স্বীকার সাবেক আইজিপি মামুনের

(প্রথম পাতার পর)

জিপিকে জানিয়েছিলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল। গত ২ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দেওয়া জবানবন্দিতে এসব কথা বলেন শেখ হাসিনার আমলের সর্বশেষ পুলিশ প্রধান (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খাঁন কামালের নির্দেশেই এই গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে বলেও জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন তিনি। জবানবন্দিতে চৌধুরী মামুন বলেন, আন্দোলন দমনে সমন্বয়কদের আটকের প্রস্তাব দেয় ডিজিএফআই, পরে এই দায়িত্ব দেওয়া হয় ডিবিপ্রধান হারুনকে। হেলিকপ্টার, ড্রোন ও মারণাস্ত্র ব্যবহার করে অসংখ্য ছাত্র-জনতাকে হতাহত করা হয়। জবানবন্দিতে নিজের দোষ স্বীকার করে গণহত্যার শিকার প্রত্যেকের পরিবার, আহত ব্যক্তি, দেশবাসী এবং ট্রাইব্যুনালের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি। জানিয়েছেন, হত্যার পর লাশ পোড়ানোর ঘটনায় তিনি মর্মাহত ও স্তম্ভিত হয়েছেন। জবানবন্দিতে তুলে ধরেছেন টিএফআই সেল নামে র‍্যাবের গোপন বন্দিশালার কথাও। গত ২ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দেওয়া জবানবন্দিতে এসব কথা বলেন চৌধুরী মামুন। গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁনের সঙ্গে আসামি হিসেবে রয়েছেন তিনি। এই মামলায় গ্রেপ্তার এই সাবেক আই-জিপি তার দোষ স্বীকার করে নিয়ে 'অ্যাপ্রুভার' (রাজসাক্ষী) হয়েছেন। সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য দিন ধার্য থাকায় তাকে গত ২ সেপ্টেম্বর সকালে ঢাকার কেরানীগঞ্জের বিশেষ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে এনে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় প্রসিকিউশনের ৩৬তম সাক্ষী হিসেবে বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল-১-এ তিনি জবানবন্দি দেন। পরে মামলার অন্যতম আসামি ও রাজসাক্ষী চৌধুরী মামুনকে জেরা শুরু করেন পলাতক আসামি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামালের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী মো. আমির হোসেন। তার এই জেরা অব্যাহত রয়েছে। পরবর্তী জেরার জন্য আজকের দিন ধার্য করেছেন ট্রাইব্যুনাল। প্রসিকিউশনের পক্ষে ট্রাইব্যুনালে চিফ প্রসিকি-উটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম, গাজী এম এইচ তামীম, বি এম সুলতান মাহমুদ, তারেক আবদুল্লাহ, আবদুস সাত্তার পালোয়ান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। জবানবন্দির শুরুতেই নিজের পরিবার, শিক্ষাজীবন ও চাকরির বিবরণ তুলে ধরেন সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। তিনি বলেন, 'আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। ছাত্রজীবনে কোনো রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। তবে আমার পরিবার আওয়ামী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। আমার বাবা সুনামগঞ্জের সাল্লা উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন। আমার সুনাম এবং আমার কাজের স্বীকৃতি হিসেবে সরকার পুলিশের ডিআইজি, সিআইডিপ্রধান, র‍্যাবের মহাপরিচালক (ডিজি) হিসেবে আমাকে দায়িত্ব প্রদান করে।'

পুলিশ বাহিনীতে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক মেরুকরণের বর্ণনা দিয়ে জবানবন্দিতে চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। বলেন, '২০১৪ সালের নির্বাচনের পর (জাতীয় নির্বাচন) বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক মেরুকরণ ও গোপালগঞ্জকেন্দ্রিক বিভিন্ন বলয় তৈরি হয়। রাজনৈতিক বিষয় ও বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা জড়িয়ে পরেন। সিনিয়র অফিসার হিসেবে আমার মতো পুলিশ কর্মকর্তার বাহিনীকে কন্ট্রোল করার সুযোগ সীমিত ছিল। রাজনৈতিক যোগাযোগ থাকায় বিতর্কিত পুলিশ অফিসাররা স্বাভাবিক আইনকানুনের তোয়াক্কা না করে সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যাপক তৎপর ছিল।' ২০১৮ সালের নির্বাচনের রাতে ভোটের বর্ণনা দিয়ে চৌধুরী আল-মামুন বলেন, 'গত ২০১৮ সালের নির্বাচনের সময় আমি ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি হিসেবে কর্মরত ছিলাম। তৎকালীন আইজিপি জাবেদ পাটোয়ারী রাতের বেলায় ব্যালট বক্সে প্রায় ৫০ শতাংশ ব্যালট রাখার পরামর্শ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেন মর্মে শুনেছি। মাঠপর্যায়ে সরকারের পক্ষ থেকে রাতে ব্যালট বক্স ভরে রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।' তিনি বলেন, '২০১৮ সালের নির্বাচনের পর পুলিশ বাহিনীতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও প্রভাব বেশি বৃদ্ধি পায়। কতিপয় পুলিশ অফিসার প্রভাবশালী পুলিশ অফিসার হিসেবে স্বীকৃতি পান। তাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তারাও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখতেন না।' তিনি আরও বলেন, 'পুলিশের মধ্যে অতিরিক্ত আইজি এসবিপ্রধান মনিরুল ইসলাম ও ডিএমপির কমিশনার হাবিবুর রহমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। তারা আলাদাভাবে তাদের লোকজনকে মেনটেইন করতেন। পুলিশ বাহিনীর ইমেজ রক্ষা ও নেতৃত্বের দ্বন্দ্বকে প্রশমিত করার লক্ষ্যে আমাকে আইজিপি হিসেবে নিয়োগ ও পরবর্তী দুইবার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা হয়।'

টিএফআই সেলের বিষয়ে জবানবন্দিতে চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেন, '২০২০ সালের ২৪ এপ্রিল থেকে ২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমি র‍্যাবের মহাপরিচালক ছিলাম। র‍্যাবের মহাপরিচালক হওয়ার কারণে আমি জানি টিএফআই সেল র‍্যাবের সদর দপ্তরের অধীনে পরিচালিত হতো। এ ছাড়াও র‍্যাবের বিভিন্ন ইউনিটের অধীনে আলাদা আলাদা সেল ও বন্দিশালা ছিল। ওইগুলো সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধানদের অধীনে পরিচালিত হতো। র‍্যাব কর্তৃক রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বী এবং সরকারের জন্য হুমকি হয়ে ওঠা কোনো ব্যক্তিকে তুলে আনা, জিজ্ঞাসাবাদ, নির্যাতন এবং গোপন বন্দিশালায় আটক রাখার বিষয়টি র‍্যাবের ভিতরে একটি কালচার হিসেবে বিবেচিত হতো। তবে এই কাজগুলো প্রধানত র‍্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবস) এবং র‍্যাবের গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালকগণ সমন্বয় করতেন।' চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেন, 'র‍্যাব কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে উঠিয়ে আনার বা গুম করার নির্দেশনা বা ক্রসফায়ারে হত্যার করার মতো সিরিয়াস নির্দেশনাগুলো সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে আসত বলে শুনেছি। আমার সময়ে আমি এই ধরনের আদেশ পাইনি। কিছু কিছু নির্দেশনা নিরাপত্তা ও সামরিক উপদেষ্টা তারিক সিদ্দিকির পক্ষ থেকে আসত বলে জানতে পেরেছি। র‍্যাব যদিও পুলিশের আই-জির অধীনে ছিল কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চেইন অব কমান্ড মানা হতো না। আমি যত দিন র‍্যাব মহাপরিচালক ছিলাম চেষ্টা করেছি সিরিয়াস বিষয়গুলো আইজিপিকে অবহিত করতে।' জবানবন্দিতে চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেন, 'টিএফআই সেলে কতজন বন্দি আসত বা কারাবন্দি আছে এসব বিষয়ে আমাকে জানানো হতো না। এ বিষয়গুলো র‍্যাবের ডিরেক্টর (ইন্টেল) দেখভাল করতেন। ব্যারিস্টার আরমান টিএফআই সেলে বন্দি আছে, সে বিষয়টি আমি জানতাম। তবে তাকে আমার সময় তুলে আনা হয়নি। অনেক আগে তুলে আনা হয়। আমার পূর্ববর্তী ডিজি বেনজীর আহমেদ দায়িত্ব হস্তান্তরকালে ব্যারিস্টার আরমান যে টিএফআই সেলে আটক আছে, তা আমাকে অবহিত করেন।' গত বছর জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের বিষয়ে চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেন, 'জুলাই আন্দোলন শুরু হওয়ার পর দেশব্যাপী সেনা মোতায়েন হয়। এরপর ১৯ জুলাই থেকে প্রায় প্রতি রাতে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামালের ধানমন্ডির সরকারি বাসায় কোর কমিটির মিটিং হতো। সেখানে আন্দোলন দমনের বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ জানানো হতো এবং নির্দেশনা দেওয়া হতো। কোর কমিটির সদস্য হিসেবে আমি ছাড়াও সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব জাহাঙ্গীর, জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক) টিপু সুলতান, অতিরিক্ত সচিব রেজা মুস্তফা, এসবিপ্রধান মনিরুল ইসলাম, পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার ডিবিপ্রধান হারুন-অর-রশীদ, র‍্যাবের ডিজি ব্যারিস্টার হারুন অর রশিদ, ডিএমপি কমিশ-নার হাবিবুর রহমান হাবিব, বিজিবির ডিজি মেজর জেনারেল আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী, আনসারের ডিজি মেজর জেনারেল এ কে এম আমিনুল হক, এন-টিএমসির প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান এবং ডিজিএফআই ও এনএসআইপ্রধান উপস্থিত থাকতেন।' ডিজিএফআই সমন্বয়কদের আটকের প্রস্তাব দেয় জানিয়ে চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেন, 'কোর কমিটির একটি বৈঠকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের আটক করার সিদ্ধান্ত হয়। ডিজিএফআই এই প্রস্তাব দেয়। আমি বিরোধিতা করেছিলাম। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্দেশ দিলে আমি রাজি হই। ডিবিপ্রধান হারুন-অর-রশীদকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। ডিজিএফআই এবং ডিবি যৌথভাবে তাদের আটক করে ডিবিতে নিয়ে আসে। ডিবি হেফাজতে নিয়ে আন্দোলনের বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আপস করার বিষয়ে চাপ দেওয়া হয়। তাদের আত্মীয়স্বজনদেরও ডিবিতে নিয়ে আসা হয়। আন্দোলন প্রত্যাহার করে টেলিভিশনে বিবৃতি দিতেও সমন্বয়কদের বাধ্য করা হয়। এ বিষয়ে ডিবিপ্রধান হারুন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ডিবিপ্রধান হারুনকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল জিন বলে ডাকতেন। কারণ হারুন সরকারের

নির্দেশনা পালনে পারদর্শী ছিলেন।' আন্দোলনে হেলিকপ্টার ও ড্রোন ব্যবহারের বিষয়ে জবানবন্দিতে চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেন, 'আন্দোলনের একপর্যায়ে হেলিকপ্টার এবং ড্রোন ব্যবহারের মাধ্যমে নজরদারি এবং গুলি করে আন্দোলন দমানোর চেষ্টা করা হয়। হেলিকপ্টার ও ড্রোন ব্যবহার ছিল সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এই পরামর্শ দিয়েছিলেন র‍্যাবের তৎকালীন ডিজি ব্যারিস্টার হারুন অর রশিদ। তিনি বলেন, পরবর্তী সময়ে আন্দোলন দমনে সরকার লেথাল উইপেন (মারণাস্ত্র) ব্যবহার করে এবং আন্দোলনপ্রবণ এলাকাগুলো ভাগ করে ব্লক রেইড করার সিদ্ধান্ত হয়।' আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল আমাকে ফোন করে জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্দোলন দমনে লেথাল উইপেন ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। যখন ফোন করেছিলেন, আমি তখন পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে আমার অফিসে ছিলাম। আমার সামনে তখন অতিরিক্ত আই-জিপি প্রলয় জোয়াদ্দার উপস্থিত ছিলেন। আমি প্রলয় জোয়াদ্দারকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা জানালে সে রুম থেকে বের হয়ে ডিএমপিসহ সারা দেশে এই নির্দেশনা পৌঁছে দেয়। ১৮ জুলাই এই নির্দেশনা দেওয়ার পর থেকেই লেথাল উইপেন ব্যবহার শুরু হয়। ওই নির্দেশনা অনুযায়ী ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান হাবিব তার অধীন কর্মকর্তাদের লেথাল উইপেন ব্যবহারের নির্দেশনা দেন। লেথাল উইপেন ব্যবহারের বিষয়ে অতি উৎসাহী ছিলেন ডিএমপি কমিশনার হাবিব ও ডিবিপ্রধান হারুন।' তিনি বলেন, 'সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ফজলে নূর তাপস, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, জাহাঙ্গীর কবির নানাক, সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত, মির্জা আজম, হাসানুল হক ইনু, রাশেদ খান মেনন, প্রধানমন্ত্রীকে মারণাস্ত্র ব্যবহারে প্ররোচিত করেন। ড্রোন, হেলিকপ্টার, প্রাণঘ-াতী অস্ত্র ব্যবহার করে অসংখ্য ছাত্র-জনতাকে আহত ও নিহত করা হয়। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ক্যাডার বাহিনী ছাড়াও সরকারকে আন্দোলন দমনে উৎসাহিত করেন আওয়ামীপন্থি বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী ও ব্যবসায়ীরা।' জবানবন্দিতে তিনি বলেন, 'আগস্ট মাসের ৪ তারিখ বেলা ১১টার দিকে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নিরাপত্তা সমন্বয় কমিটির বৈঠক হয়। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও আইনমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিন বাহিনী প্রধান, এসবিপ্রধান, ডিজিএফআইপ্রধান, এনএসআইপ্রধানসহ ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে আন্দোলন দমন ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো পরিস্থিতি বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করছিল। ইতোমধ্যে চারদিকে পরিবেশ পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি হওয়ার খবর এলে বৈঠকটি মুলতবি করা হয়।' চৌধুরী আল-মামুন বলেন, 'ওই দিন রাতে আবার গণভবনে আমাদের ডাকা হয়। সেখানে আইনমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিন বাহিনী প্রধান, র‍্যাবের ডিজি এবং লে. জেনারেল মুজিব উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার বোন শেখ রেহানা উপস্থিত ছিলেন। ডিজিএফআই প্রধান ও এসবিপ্রধান বাইরে অপেক্ষমাণ ছিলেন। ওই বৈঠকে ৫ আগস্ট মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি ঠেকানোর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় পুলিশ ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করবে। পরে আমরা আর্মি অপারেশন কন্ট্রোল রুমে যাই। আর্মি অপারেশন কন্ট্রোল রুমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, তিন বাহিনী প্রধান উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ঢাকা শহরের প্রবেশমুখগুলোতে ফোর্স মোতায়েন করে কঠোর অবস্থান নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। মিটিং শেষে আমরা আর্মি অপারেশন কন্ট্রোল রুম থেকে চলে আসি।'

৫ আগস্টের বর্ণনা দিয়ে সাবেক পুলিশ প্রধান বলেন, 'সকাল থেকে আমি পুলিশে হেডকোয়ার্টার্সে আমার দপ্তরে অবস্থান করছিলাম। ইতোমধ্যে উত্তরা-যাত্রাবাড়ী এবং বিভিন্ন পথ দিয়ে স্রোতের মতো ছাত্র-জনতা ঢাকা শহরে প্রবেশ করতে শুরু করে। দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে ১টার দিকে খবর পাই প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন। ক্ষমতা ছেড়ে তিনি কোথায় যাবেন, সে বিষয়ে আমরা জানতাম না। এরপর বিকালে আর্মি হেলিকপ্টার এসে আমাদের পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে প্রথমে তেজগাঁও বিমানবন্দরের হেলিপ্যাডে এবং পরে সেখান থেকে ক্যান্টনমেন্টের অফিসার্স মেসে নিয়ে যায়। হেলিকপ্টারে আমার সঙ্গে এসবিপ্রধান মনিরুল, ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান হাবিব এবং ডিআইজি আমেনা ছিলেন। পরের শিফটে অতিরিক্ত আইজিপি প্রলয়, লুৎফুল কবিরসহ অন্যদের উদ্ধার করে সেখানে নিয়ে আসা হয়। তিনি বলেন, ৬ আগস্ট আইজিপি হিসেবে আমার নিয়োগ চুক্তি বাতিল করা হয় এবং ক্যান্টনমেন্টে থাকা অবস্থায় ৩ সেপ্টেম্বর আমি গ্রেপ্তার হই।' নিজের দোষ স্বীকার করে চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেন, 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে সরকারের আদেশে আন্দোলনকারীদের ওপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করে তাদের আহত ও নিহত করায় আমি সাবেক পুলিশ প্রধান হিসেবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। জুলাই আন্দোলনে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, এই জন্য অপরাধবোধ এবং বিবেকের তাড়নায় আমি অ্যাপ্রুভার (রাজসাক্ষী) হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ট্রাইব্যুনালে এসে স্বজন হারানোদের কান্না-আহাজারি আমি শুনেছি। ভিডিওতে যে নৃশংসতা দেখেছি, এতে মনে হয়েছে অ্যাপ্রুভার হওয়ার সিদ্ধান্ত যৌক্তিক। হত্যাকাণ্ডের পর লাশগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার বীভৎসতা আমাকে ভীষণভাবে মর্মাহত ও স্তম্ভিত করেছে।' জবানবন্দিতে চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেন, আন্দোলন চলাকালে ২৭ জুলাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, স্বরাষ্ট্র সচিব জাহাঙ্গীর, ডিএমপি কমিশনার ও আমি আন্দোলনের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে নারায়ণগঞ্জ যাই। যাওয়ার পথে আমরা যাত্রাবাড়ী থানার সামনে কিছুক্ষণ অবস্থান করি। সে সময় পুলিশের ওয়ারী জোনের ডিসি ইকবাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে মোবাইল ফোনে একটি ভিডিও দেখিয়ে বলেন, গুলি করি একজন মরে, একজন আহত হয়, সেই যায়, বাকিরা যায় না। চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেন, 'আমি সাড়ে ৩৬ বছর পুলিশে চাকরি করেছি। পুলিশের চাকরি খুবই ট্রিকি চাকরি। সব সময় পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে। আমার এই চাকরিজীবনে আমার বিরুদ্ধে কখনো কোনো অভিযোগ আসেনি। আমি সব সময় যথেষ্ট মানবিকতা ও সচেতনতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছি। চাকরিজীবনের শেষ পর্যায়ে এসে এত বড় গণহত্য আমার দায়িত্বকালীন সংঘটিত হয়েছে, তার দায় আমি স্বীকার করছি।' তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁনের নির্দেশে এসব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। তিনি বলেন, 'আমি গণহত্যার শিকার প্রত্যেকের পরিবার, আহত ব্যক্তিবর্গ, দেশবাসী এবং ট্রাইব্যুনালের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমাকে দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন।' আমার এই সত্য ও পূর্ণ বর্ণনার মাধ্যমে সত্য উদ্ঘাটিত হলে আল্লাহ যদি আমাকে আরও হায়াত দান করেন, বাকিটা জীবন কিছুটা হলেও অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাব।'

যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ভেনেজুয়েলার মাদকবাহী নৌকা ধ্বংস, নিহত ১১

বাংলাদেশ ডেস্ক : মার্কিন সেনাবাহিনীর অভিযানে ভেনেজুয়েলা থেকে মাদক বহনকারী একটি দ্রুতগতির নৌকা ধ্বংস হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, অভিযানে অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছে। এই ঘটনায় দুই দেশের মধ্যকার রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও তীব্র হয়েছে। বিবিসি ও আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ভোরে এ অভিযান চালায়। নৌকাটিতে বিপুল পরিমাণ মাদক বহন করা হচ্ছিল এবং তা ভেনেজুয়েলা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে আসছিল বলে দাবি করেছেন ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরেই দক্ষিণ আমেরিকা থেকে মাদক পাচারের বিরুদ্ধে সাম-রিক অভিযান পরিচালনা করছে, আর এই হামলাও সেই ধারাবাহিকতার অংশ। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, "কিছুক্ষণ আগে আমরা একটি মাদকবাহী নৌকা ধ্বংস করেছি। এতে বিপুল পরিমাণ মাদক ছিল। বলা যায়, এমন নৌকা আরও অনেক আসছে। এসব নৌকা ভেনেজুয়েলা থেকে এসেছে।" এরপর তিনি তার ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ড্রোন থেকে ধারণ করা একটি ভিডিও শেয়ার করেন। ভিডিওটিতে দেখা যায়, দ্রুতগতির একটি নৌকা বিস্ফোরণের পর আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। ট্রাম্প আরও জানান, যুক্তরাষ্ট্র মাদক পাচার রোধে সব ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং প্রয়োজন হলে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হবে। ভোরে চালানো এই অভিযানের বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি, তবে ট্রাম্পের দাবি অনুযায়ী, নিহত ১১ জন নৌকার আরোহী ছিলেন। উল্লেখ্য, ট্রাম্প এর আগেও ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মাদক গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ করে আসছেন। যদিও এখন পর্যন্ত এসব অভিযোগের পক্ষে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ প্রকাশ করা হয়নি। এই হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র-ভেনেজুয়েলা সম্পর্কের টানাপোড়েন আরও বাড়বে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। ভেনেজুয়েলা দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অপরাধচক্রের প্রভাবের কারণে আন্তর্জাতিক আলোচনায় রয়েছে।

মহেশখালী-মাতারবাড়ীতে নতুন শহরের জন্ম হবে : প্রধান উপদেষ্টা

ঢাকা : প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন নবগঠিত মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (মিডা) সদস্যরা। এর নেতৃত্বে ছিলেন মিডার চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন। বুধবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অনুষ্ঠিত এই বৈঠক আরও উপস্থিত ছিলেন মিডার সদস্য কমোডর তানজিম ফারুক ও সারোয়ার আলম এবং প্রধান উপদেষ্টার এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ ও প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সচিব সাইফুল্লাহ পান্না। বৈঠকে মহেশখালী-মাতারবাড়ী প্রকল্পের ওপর একটি প্রেজেন্টেশন দেন মিডার চেয়ারম্যান। এতে মিডার আগামী চার মাসের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন তিনি। আশিক চৌধুরী জানান, প্রকল্পটি তিন ধাপে সম্পন্ন হবে- প্রথম ধাপ ২০২৫ থেকে ২০৩০, দ্বিতীয় ধাপ ২০৩০ থেকে ২০৪৫, এবং তৃতীয় ধাপ ২০৪৫ থেকে ২০৫৫ পর্যন্ত। প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে প্রায় ২৫ লাখ লোকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান হবে এবং জিডিপিতে দেড়শ' বিলিয়ন মার্কিন ডলার যুক্ত হবে বলে জানান তিনি। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'শুধু গভীর সমুদ্র বন্দর নয়, আমাদের একটা ব্লু ইকোনমি গড়ে তোলার ভিশন নিয়ে কাজ করতে হবে। ওই এলাকা শুধু একটা ফ্যাসিলেটিং জোন হিসেবে না, বরং সেখানে একটা নতুন শহরের জন্ম হবে। সেখান থেকে আমাদের আন্তর্জাতিকভাবে কানেক্টিভিটি তৈরি হবে। সমুদ্রই হবে বিশ্বের পথে আমাদের মহাসড়ক।' গভীর সমুদ্র নিয়ে গবেষণার ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। মহেশখালী অঞ্চলে একটি আন্তর্জাতিক মানের ট্রেইনিং ফ্যাসিলিটি গড়ে তোলার ওপরেও জোর দেন তিনি। এক্ষেত্রে বিশ্বে যারা বিশেষজ্ঞ আছেন প্রয়োজনে তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রফেসর ইউনূস। তিনি বলেন, 'আমরা সমুদ্র জগতে কখনো প্রবেশ করিনি। ওটা নিয়ে চিন্তাও করিনি। এ বিষয়ে গবেষণা, ফাইন্ডিংস নেই। এ সম্পর্কিত কী কী গবেষণা রয়েছে, অন্য দেশের গবেষণাপত্র যেটা আমাদের সাথেও মিলবে ভালো সেগুলো খুঁজে বের করতে হবে এবং নিজস্বভাবে গবেষণা করতে হবে। এজন্য প্রতিষ্ঠান দরকার। একাডেমিয়া গড়ে তুলতে হবে, ওশান ইকোনমি নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স আয়োজন করতে হবে।' এর পাশাপাশি, পরিবেশ সংরক্ষণের ওপরেও জোর দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। বৈঠকে ইকো-ট্যুরিজম পার্ক করার বিষয়েও আলোচনা হয়। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'সেখানের বনভূমি এখন কী অবস্থায় আছে, ভবিষ্যতে আমরা বনভূমিগুলোকে কী অবস্থায় দেখতে চাই সেই পরিকল্পনাও করতে হবে।'

বাংলাদেশে শ্রম অধিকার উন্নতিতে জাপানি সংসদ সদস্যদের প্রশংসা : শ্রম ইস্যু নিয়ে কাজ করা জাপানের একটি সংসদীয় প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে। তারা বাংলাদেশের কারখানাগুলোর শ্রম পরিবেশের উন্নতির প্রশংসা করেছেন। তবে তারা আরও অগ্রগতির জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টার ওপর জোর দিয়েছেন। জাপানের সাংবিধানিক ডেমোক্রেটিক পার্টির মহাসচিব ও উচ্চকক্ষের সদস্য মিচিহিরো ইশিবাশি জাপানি পার্লামেন্টারিয়ান্স লীগ অন ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও)-এর সদস্যদের নেতৃত্ব দেন। বৈঠকে ইশিবাশি ইপিজেডের ভেতরে ও বাইরে প্রতিনিধি দলের কারখানা পরিদর্শন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমাদের স্বীকার করতে হবে যে বাংলাদেশে শ্রম পরিবেশের উন্নতি হয়েছে, তবে আরও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তিনি আরও জানান, বাংলাদেশে জাপানি কোম্পানিগুলোতে গিয়ে তিনি ইতিবাচক শক্তি অনুভব করেছেন। জাপানি কোম্পানিগুলো অবকাঠামোসহ অন্যান্য খাতে আরও বেশি বিনিয়োগ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস বাংলাদেশকে দীর্ঘদিন ধরে সহযোগিতা করার জন্য জাপানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং দেশটিকে বাংলাদেশের নির্ভরযোগ্য বন্ধু হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, দুই দেশের সম্পর্ক বহুমাত্রিক। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হলো শ্রম খাত সংস্কার। এজন্য বিশেষ দূত লুতফে সিদ্দিকিকে আইএলও-র সব কনভেনশন বাস্তবায়ন ও সময়মতো গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমরা জাপানে ১ লাখ তরুণ পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছি। তারা ভাষা প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন, শিষ্টাচার শিক্ষা, এমনকি কিছু ইতিহাস জ্ঞানও অর্জন করবে। এটি কেবল শুরু। ভবিষ্যতে আমরা আরও অনেককে পাঠাব। আমরা বিশ্বাস করি এটি আমাদের তরুণদের জন্য সৃজনশীলতা প্রকাশ ও বিশ্বের সাথে পরিচিত হওয়ার দারুণ সুযোগ।

মধ্যপ্রাচ্য রুটে বিমানের টিকিটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি বিপাকে প্রবাসীরা

ঢাকা : হঠাৎ করেই মধ্যপ্রাচ্য রুটে, বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে দুবাইমুখী উড়োজাহাজের টিকিটের দাম লাফিয়ে বেড়ে লাখ টাকার উপরে পৌঁছেছে। এতে হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রবাসীরা। একসময় ২০-৩৫ হাজার টাকার সিঙ্গেল টিকিট এখন লাখ টাকার কোঠায় চলে গেছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্দর থেকে আবুধাবি, দুবাই ও শারজাহ অভিমুখে সরাসরি ফ্লাইট রয়েছে। এক সময় এসব রুটে ইকোনমি টিকিট পাওয়া যেত মাত্র ২০ থেকে ৩৫ হাজার টাকায়। কিন্তু বর্তমানে সেই টিকিটের মূল্য এক লাখ টাকারও বেশি। অপরদিকে ফেরার পথে দুবাই থেকে ঢাকা-মুখী টিকিট এখনো ২১ থেকে ২৩ হাজার টাকায় মিলছে। অথচ ঢাকা থেকে দুবাই আকাশপথের দূরত্ব প্রায় ৩৫০০ কিলোমিটার, কিন্তু কিছু দূরত্বে থাকা পার্শ্ববর্তী দেশের টিকিটের তুলনায় এখন ঢাকামুখী টিকিটের দাম অনেক বেশি। মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ প্রবাসী ২০-৩০ হাজার টাকার মাসিক বেতনে জীবনধারণ করেন। এই আয়ের মধ্যে লাখ টাকার টিকিট কেনা প্রায় অসম্ভব।

এক প্রবাসী অভিযোগ করে বলেন, "ছুটি নিয়ে দেশে এসেছি, কিন্তু টিকিটের দাম এত বেশি যে ফিরে যাওয়া এখন সম্ভব নয়। চাকরি হারানোর ভয়ও আছে।" প্রবাসীদের অভিযোগ, একটি সিন্ডিকেট ইচ্ছেমতো টিকিটের দাম বাড়াচ্ছে এবং এ বিষয়ে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। উৎসব বা ছুটির সময় দেশে ফেরার সুযোগ না পাওয়ায় হতাশা ক্রমবর্ধমান। তারা সরকারের হস্তক্ষেপ চাচ্ছেন। সরকারি নজরদারি জরুরি: বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই পরিস্থিতি দ্রুত বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (ঈঅঅই) এবং প্রতিযোগিতা কমিশনের নজরদারিতে আনা প্রয়োজন। নইলে প্রবাসীদের দুর্ভোগ বাড়বে এবং বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের হারেও

নিউইয়র্কে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

(শেষ পাতার পর)

ফেব্রুয়ারিতেই সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জোর দাবি জানিয়েছেন। সভায় বক্তারা বলেন, কোন অবস্থাতেই নির্বাচন পিছানো যাবে না। নির্বাচন পেছালে দেশে রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দেবে, সৃষ্টি হবে অস্থিতিশীল পরিবেশের। যা কারো কাম্য নয়। খবর ইউএনএ'র।

যুক্তরাষ্ট্র যুবদল ও ছাত্রদলের সাবেক নেতৃবৃন্দের আয়োজনে গত ১ সেপ্টেম্বর সোমবার দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিন সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এম এ বাতেন। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সভাপতি আবাদুল লতিফ সম্রাট এবং প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি গিয়াস আহমেদ। এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ বাবর উদ্দিন। সভায় বিএনপি, যুবদল ও জাসাস নেতৃবৃন্দের মধ্যে সৈয়দ এম রেজা, এম বাসেত রহমান, জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ফারুক হোসেন মজুমদার, সোহরাব হোসেন, শেখ শাহজাহান, বিলাল চৌধুরী ও জাতীয়তাবাদী মহিলাদল নেত্রী সৈয়দা মাহমুদা শিরিন সহ অন্যান্যের মধ্যে দেলোয়ার হোসেন শিপন, জাকারিয়া অপু, মেহরাব রাজা, ফারহান হোসেন, অয়েয আহমেদ, সুমন খাঁ, শামীম আহমেদ, এম এ মজিদ, তারেক রহমান, এ মান্নান, সাদিক খান, সোলায়মান হোসেন, লিঘান চৌধুরী, রাজ খান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম জনির সঞ্চালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন যুবদল নেতা ওয়েস আহমেদ।

সভায় আব্দুল লতিফ সম্রাট শহীদ জিয়ার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, আমরা সৌভাগ্যবান যে আমরা শাহীদ জিয়ার রাজনৈতিক আদর্শের উত্তরসূরী। দেশের স্বাধীনতা আর দেশ গড়ায় জিয়া পরিবারের ত্যাগ অনস্বীকার্য। জিয়া ছিলেন দেশের সকল দুর্যোগের ত্রাণকর্তা। তিনি বলেন, দেশের নির্বাচন নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র চলছে, পিআর পদ্ধতি আর সংস্কারের নামে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, বিএনপিকে সংস্কার শেখাতে হবে না।

গিয়াস আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে শুরু করে যেখানে শেখ মুজিব আর আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা, সেখান থেকেই দেশ-জাতির জন্য শহীদ জিয়া আর বিএনপির সফলতা শুরু। তিনি বলেন, বিএনপি বা বেগম খালেদা কখনো পিছনের দরজা দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে চায়নি, অন্যদিকে আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনা জামায়াত আর ১/১১ সরকারের সাথে আঁতাত করে ক্ষমতায় গিয়েছে। তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামীর দু'মুখো নীতি আর আওয়ামী লীগ সুষ্ঠু নির্বাচন না দেয়ার কারণেই বিএনপি ক্ষমতায় যেতে পারেনি। জামায়াতের রাজনীতি ছদ্মবেশী রাজনীতি। তিনি বলেন, পিআর পদ্ধতি ভারতীয় এজেন্টদের প্রস্তাব। এম এ বাতেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের কমিটি দাবি করে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে যুবদলের রাজনীতি করছি, সবার ভালোবাসা পেয়েছি। আগামী দিনে বড় দায়িত্ব পেলে দলীয় নেতা-কর্মীদের সেই ভালোবাসার ঋণ একটু হলেও শোধ করতে চাই। সভায় কোন কোন নেতার যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের কমিটি গঠনের দাবি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় বিএনপি'র দুই নেতা কেন্দ্রের সাথে কথা বলার আশ্বাস দেন।

বাংলাদেশ সোসাইটির অব ব্রঙ্কসের পথমেলা

(শেষ পাতার পর)

উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সভাপতি শামীম আহমেদ। সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক শেখ অলি আহাদ ও উপস্থাপক আহমেদ বুলবুল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। মেলায় আরও উপস্থিত ছিলেন ঠিকানার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি সাবেক এমপি এম এম শাহীন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী।

পথমেলায় বিশেষ অতিথি ও টাইটেল স্পন্সর ছিলেন আব্দুল রব দলা মিয়া। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি মো. সামাদ মিয়া জাকারিয়া। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক শেখ অলি আহাদ, সহ-সভাপতি কাজী রবিউজ্জামান, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সুরজিত কিশোর দাস চৌধুরী, সম্মানিত সদস্য বিজয় কৃষ্ণ সাহা, সহ- সাধারণ সম্পাদক সুরাইয়া আলম লাকি ও সাংগঠনিক সম্পাদক দীপংকর দেব প্রমুখ। পথ মেলার অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সভাপতি মো. মহিউদ্দিন দেওয়ান, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারি, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সদস্য জোনাইদ চৌধুরী, সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু। মুল ধারার রাজনীতিবিদদের মধ্যে ছিলেন এসেম্বলি মেম্বার, ডিস্ট্রিক্ট ৮৭ কারিনেস রিয়াস, হাজী আব্দুস শহিদ (সাবেক সভাপতি), ইমরান শাহ রন, জামাল হোসাইন, সিপিএ জাকির চৌধুরী, ডিটেকটিভ (অব:) মাসুদুর রহমান, আব্দুর রহিম বাদশা, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, আবুল লেইছ চৌধুরী, এম এ মুহিত, খবির উদ্দিন ভুইয়া। স্পন্সর দাতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আহাদ আলী সিপিএ, তোফায়েল লিটন চৌধুরী, সাইদুর রহমান লিংকন, মোহাম্মদ আলী, মেহের বি চৌধুরী, জাহানগীর কাজী, বোরহান চৌধুরী হেলথ ফাস্ট, সালে উদ্দিন সাল পার্কচেস্টার রিয়েলিটি, খলিলুর রহমান খলিল। উপস্থিত থেকে পথমেলার অনুষ্ঠান করেন বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক ইনকের সাবেক সভাপতি মাহবুব আলম, মো. শামিম মিয়া, শাহেদ আহমদ এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাওছারুজ্জামান কয়েস, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, সহ-সভাপতি লোকমান হোসেন লুকু, জাবেদ উদ্দিন।

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সভাপতি শামীম আহমেদ বলেন, বাংলাদেশিরা আমেরিকার মাটিতে নিজস্ব সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এই মেলার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি আমাদের একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও ভাতৃত্ববন্ধনের প্রতীক। পথমেলায় উপস্থিত এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, ব্রঙ্কস সারা বিশ্বব্যাপী পরিচিত। বাংলাদেশে যারা এখানে আসেন তারা ব্রঙ্কসের মায়ায় পড়ে যান। বাংলাদেশ সোসাইটি দুর্দান্ত কাজ করছে। এই একটা কমিটি ২৭ বছর ধরে সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। আমি আয়োজকদের এ জন্য ধন্যবাদ জানাই।

মেলা উদযাপন কমিটিতে ছিলেন আহ্বায়ক মো: সামাদ মিয়া জাকারিয়া, যুগ্ম-আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম, বিজয় কৃষ্ণ সাহা। সদস্য সচিব শেখ শফিকুর রহমান, যুগ্ম-সদস্য সচিব কাজী রবিউজ্জামান, সুরাইয়া আলম লাকি। প্রধান সমন্বয়ক মোস্তাকুর রহমান লিটন, সমন্বয়ক দিপংকর দেব ও কাজিরুল ইসলাম শিপন। সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি ছিলেন রায়হান পারভেজ, কবি জুলি রহমান, মিথন দেব। অর্থ উপ-কমিটিতে ছিলেন হুমায়ূন কবির সুহেল, আবুল কালাম আজাদ, মহিবুল হক। বিলাল ইসলাম, আশফাকুল হক চৌধুরী, মো: ফখরুল ইসলাম, নাজমুল ইসলাম রাসেল, মো: চৌধুরী মুমিত, ফখরুল ইসলাম চৌধুরী, সুমন চৌধুরী, ফাহিম আহমদ, রেজাউর রহমান রেজা, মাহাবুব রহমান।

অনুষ্ঠানে গানে গানে মাতিয়ে রাখেন বিন্দু কনা, রন্টি দাস, কৃষ্ণা তিথি, কালা মিয়া বয়াতি, রোকসানা মির্জা, রায়হান পারভেজ, জান্নাতি বিনতে জহিরুল, জহিরুল ইসলাম ও তানভির সাহিন। নৃত্য পরিবেশনায় অতিথিদের মুগ্ধ করেন মিথান ডান্স একাডেমির সদস্যরা ও এঞ্জেলিনা মায়া। পুরো মেলায় ফুটে উঠে বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। সব মিলিয়ে একটি প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর পরিবেশে শেষ হয় মেলা।

ফোর্বস তালিকা : এশিয়ার শীর্ষ ১০০ স্টার্টআপে বাংলাদেশের 'সম্ভব' ও 'পাঠাও'

ঢাকা : এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শীর্ষ ১০০টি স্টার্টআপ কোম্পানির মধ্যে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের দুটি কোম্পানি। রাইড শেয়ারিং কোম্পানি পাঠাও এবং চাকরি খোঁজার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালনকারী সম্ভব এই তালিকায় স্থান পেয়েছে। ফোর্বস ম্যাগাজিনের করা এই তালিকায় কনজ্যুমার টেকনোলজি বা ভোক্তাপ্রযুক্তি শ্রেণিতে তালিকায় স্থান পেয়েছে পাঠাও। ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই স্টার্টআপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফাহিম আহমেদ। রাইড শেয়ারিংয়ের পাশাপাশি খাদ্য সরবরাহ, ই-কমার্স, লজিস্টিকস ও ফিনটেকসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করে পাঠাও। কোম্পানিটি জানিয়েছে, পাঠাও অ্যাপ ৬০ লাখের বেশিবার ডাউনলোড হয়েছে। বাংলাদেশ ও নেপালে সাত কোটির বেশি যাত্রা ও কার্যাদেশ সরবরাহ করেছে। পাঠাও গত বছর ভেঞ্চারসুকের নেতৃত্বে প্রি-সিরিজ বি রাউন্ডে ১ কোটি ২০ লাখ ডলার তোলার মাধ্যমে মোট তহবিল ৫০ মিলিয়ন বা পাঁচ কোটি ডলার অতিক্রম করেছে। সর্বশেষ বিনিয়োগের মাধ্যমে পাঠাও ফিনটেক সেবা সম্প্রসারণ করবে, যেমন পাঠাও পে (একটি ডিজিটাল ওয়ালেট) ও 'পে লেটার' (এখন কিনুন, পরে প্রদান করুন)।

ভোক্তাপ্রযুক্তি খাতে ফোর্বসের তালিকায় স্থান পেয়েছে স্টার্টআপ কোম্পানি সম্ভব। সম্ভব বাংলাদেশের মানুষকে দক্ষতা ও লক্ষ্য অনুযায়ী উপযুক্ত চাকরি খুঁজে পেতে সাহায্য করছে। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চাকরিপ্রার্থীরা ডিজিটাল প্রোফাইল তৈরি করে আবেদন এবং অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারেন। কোম্পানিগুলো 'সম্ভব' ব্যবহার করে প্রার্থীদের মূল্যায়ন, নিয়োগ প্রক্রিয়া আউটসোর্স করা ও বেতন-ভাতা পরিশোধ ব্যবস্থাপনা করতে পারে। মূলত নিম্ন আয়ের নারীদের চাকরি খুঁজে দেওয়ার সহযোগিতা করার মধ্য দিয়ে এই প্ল্যাটফর্মের যাত্রা শুরু। ২০২৩ সালে গেটস ফাউন্ডেশনের তিন লাখ ডলার অনুদান পেয়েছে তারা। চলতি বছরের মে মাসে সিঙ্গাপুরভিত্তিক ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্ম কুকুন ক্যাপিটালের নেতৃত্বে প্রি-সিড ফান্ডিংয়ে ১ মিলিয়ন বা ১০ লাখ ডলার তুলেছে তারা।

তালিকায় ভারতের স্টার্টআপ বেশি : ফোর্বসের তালিকায় সবচেয়ে বেশি স্থান পেয়েছে ভারতীয় স্টার্টআপগুলো। তালিকায় ভারতীয় স্টার্টআপ আছে ১৮টি। এরপর আছে সিঙ্গাপুর ও জাপানের ১৪টি। চীনের ৯টি, ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার ৮টি করে। অস্ট্রেলিয়ার আছে ৭টি। স্টার্টআপ একধরনের ব্যবসায়িক ধারণা, যে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট কোনো সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে। যেটা এর আগে কেউ এতটা সহজভাবে দেয়নি। বর্তমান পটভূমিতে স্টার্টআপ মূলত প্রযুক্তিনির্ভর। যেমন অ্যাপ, সফটওয়্যার বা ই-কমার্স, কৃষিভিত্তিক প্রযুক্তি অথবা সামাজিক উদ্যোগ। স্টার্টআপ সাধারণত প্রচলিত ব্যবসা থেকে দ্রুত বড় হয়।

অবৈধদের জন্য রাজ্যে রাজ্যে বন্দিশিবির, বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা নথি ছাড়াও থাকতে পারবেন ভারতে

বাংলাদেশ ডেস্ক : ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী ব্যক্তিরা ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটক শিবিরে রাখতে হবে। সে জন্য রাজ্যে রাজ্যে আটক বা বন্দিশিবির, ইংরেজিতে যা 'ডিটেনশন ক্যাম্প' তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই নির্দেশ পাঠিয়েছে। সংসদের গত বাজেট অধিবেশনে অভিবাসন ও বিদেশি নাগরিক সংশোধনী আইন পাস হয়েছিল। ১ সেপ্টেম্বর থেকে সেই আইন বলবৎ হয়েছে। তাতেই বলা হয়েছে, যথাযথ নথি ছাড়া প্রবেশের সময় অথবা ভিসা উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অবৈধভাবে থেকে যাওয়া কেউ ধরা পড়লে তাঁকে নিজের দেশে ফেরত পাঠানো পর্যন্ত আটককেন্দ্রে বন্দী থাকতে হবে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই এই খবর দিয়েছে। এই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার আরও এক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেই নির্দেশে বলা হয়েছে, ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের হিন্দু, খ্রিষ্টান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ ও পার্সি নাগরিকদের যাঁরা ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতে এসেছেন, বৈধ নথি না থাকলেও তাঁরা ভারতে বসবাস করতে পারবেন। তাঁদের শরণার্থীর মর্যাদা দেওয়া হবে। কাউকে আটক করা হবে না, তাড়িয়েও দেওয়া হবে না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই বিজ্ঞপ্তির অর্থ বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে চলে আসা অমুসলিম যাঁরা পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা বা মেঘালয়ে চলে এসেছেন, বৈধ নথি বা কাগজপত্র না থাকলেও তাঁদের থাকতে দেওয়া হবে। পরবর্তী সময় তাঁদের নাগরিকত্ব পেতে অসুবিধা হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য অনুযায়ী, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা শরণার্থীর সংখ্যা নগণ্য। সবচেয়ে বেশি শরণার্থী বাংলাদেশের নাগরিক।

এই নির্দেশ নাগরিকত্ব সংশোধন আইনেরই (সিএএ) সংশোধন ধরে নেওয়া যায়। সিএএতে ওই তিন প্রতিবেশী দেশের অমুসলিম নাগরিকদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আইনে তাঁদের ভারতে আসার সময়সীমা নির্ধারিত ছিল ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর। সরকারের নতুন নির্দেশে সেই সময় সীমা ১০ বছর বাড়িয়ে জানানো হলো ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আসা ওই তিন দেশের অমুসলিম নাগরিকেরা বৈধ নথি ছাড়াই ভারতে থাকতে পারবেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বলা হয়েছে, এবার থেকে বিদেশিরা ভারতের ভিসার জন্য আবেদন করলে কিংবা যাঁরা ওভারসিজ সিটিজেন অব ইন্ডিয়া (ওসিআই) কার্ড পেতে নাম নিবন্ধন করলে, তাঁদের বায়োমেট্রিক তথ্য দেওয়ার জন্য সহযোগিতা করতে হবে। অনুপ্রবেশকারী ব্যক্তিদের আটককেন্দ্রে রাখার যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে, এতে তাঁদের গতিবিধির ওপরে নজর রাখা সহজ হবে।

ইংল্যান্ডে শিশু-কিশোরদের জন্য এনার্জি ড্রিংক বিক্রি নিষিদ্ধের পরিকল্পনা

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইংল্যান্ড সরকার শিশু ও কিশোরদের স্বাস্থ্য রক্ষায় নতুন একটি উদ্যোগ নেয়ার পরিকল্পনা করছে। ১৬ বছরের কম বয়সী শিশু-কিশোরদের কাছে এনার্জি ড্রিংক বিক্রি নিষিদ্ধ করা হবে। রেড বুল, মনস্টার বা প্রাইমের মতো জনপ্রিয় এনার্জি পানীয় আর দোকান, রেস্তোরাঁ, ক্যাফে, ভেন্ডিং মেশিন বা অনলাইনে অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাছে বিক্রি করা যাবে না। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানায়, ইংল্যান্ড সরকার শিশু ও কিশোরদের অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণ রোধ করার জন্য এ আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিচ্ছে। দেশটিতে প্রতি সপ্তাহে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিশু এ ধরনের পানীয় পান করে। এই উদ্যোগ মূলত তরুণ প্রজন্মের স্বাস্থ্য রক্ষায় নেওয়া হয়েছে।

বর্তমান সময়েও বেশিরভাগ সুপারমার্কেট স্বেচ্ছায় এনার্জি ড্রিংক বিক্রিতে বয়সসীমা আরোপ করেছে। তবে নতুন আইনটি আরও কার্যকর করার লক্ষ্য নিয়ে আসা হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও সমাজসেবা বিষয়ক মন্ত্রী ওয়েস স্ট্রিটিং বলেন, অভিভাবক ও শিক্ষকদের উদ্বেগের প্রতিফলন ঘটাতেই সরকার সরাসরি উদ্যোগ নিচ্ছে। কম ক্যাফেইনযুক্ত সফট ড্রিংক যেমন ডায়েট কোক বা চা-কফি এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবে না। নতুন আইন প্রণয়নের আগে ১২ সপ্তাহের পরামর্শকাল চলবে, যেখানে বিশেষজ্ঞ, সাধারণ মানুষ, খুচরা বিক্রেতা ও উৎপাদকরা মতামত দেবেন।

Health Career
Training & Licensing
EKG- Phlebotomy - Home
Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

ARMAN CHOWDHURY, CPA
ARMAN CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
Individual Income Tax
Business Income Tax
Non-Profit Tax Return
Accounting & Bookkeeping
Retirement and Investment Planning
Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

BD TAX & ACCOUNTING LLC
FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL
- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit

Munir Ahmed EA, MBA
ENROLLED AGENT
Immigration Form Fill-up Service
Family Petition
Citizenship Application
Affidavit of Support
Green Card Renewal
Green Card Condition Removal
Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service
Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
e-file
We Accept
37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

রাস্তাটির নাম দিই পোয়েটস অ্যাভেন্যু

(শেষ পাতার পর)

রাখতাম। জ্যামাইকার একটি রেস্টুরেন্টে বসে এক কাপ চা আর একটি নানরুটি দুজনে ভাগ করে খেতাম, ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দিতাম। এইরকম কম খরুচে কাস্টমারদের রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষ বেশিক্ষণ বসতে দিত না যদিও, কিন্তু আমাদের কখনো ওরা উঠে যেতে বলেনি। বরং আমাদের আলোচনা শুনে মেয়েগুলো বুঝে ফেলেছিল, এরা ভিন্ন জাতের প্রাণী, এদের নাম কবি। এখন সেইসব রেস্টুরেন্টে গেলে প্রায়শই মেয়েগুলো জানতে চায়, এখনও আমি কবিতা লিখি কিনা।

ঢাকায় গেলে আমি যে বাসায় থাকি সেটি আমার ছোটো ভাই বিটনের বাসা, বনশ্রীর ই ব্লকে। একই ব্লকে মাহবুব হাসানও থাকেন। কাজেই আমাদের নিউইয়র্কের যুগল হাঁটাটা এখানেও অব্যাহত রাখতে পারছি। আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে ফোন দিই, মাহবুব হাসান ধরেই বলেন, আপনি কি ঢাকায়? শুরু হয়ে যায় আমাদের ভোরের হাঁটা। ই এবং এফ ব্লকের মাঝখানে যে অ্যাভেন্যুটি আছে এর কোনো নাম নেই, এই অ্যাভেন্যুর দুপাশে বসবাস করেন কবি জাহিদুল হক, কবি মাহবুব হাসান, কবি রহিম শাহ, কবি জাকির আবু জাফর, কবি জুবায়ের মাহমুদ, একটু দূরেই কবি জাহিদ হায়দার। অস্থায়ী বাসিন্দা আমি তো আছিই। আমরা ফোনে যখন একে অন্যকে ডাকি, অবস্থান বলি, তখন এই অ্যাভেন্যুটি কোথায় তা ব্যাখ্যা করে বলতে হয়, "ওই যে ই এবং এফ ব্লকের মাঝখানে যে একটা রাস্তা আছে না, সেই রাস্তার মাথায়"। ধ্যৎ এতো কথার কী দরকার, এই রাস্তার আশেপাশে বাংলা ভাষার এতো কবি বসবাস করেন, এর একটা নাম থাকবে না? মাহবুব ভাইকে বলি, আমি পোয়েটস অ্যাভেন্যুতে আছি, চলে আসেন। মাহবুব ভাই অবাক হন, এটা আবার কোথায়? জাহিদুল হক ভাই বলেন, যথার্থ নাম হয়েছে। ব্যাস, হয়ে গেল।

আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে ফোন দিই, মাহবুব হাসান ধরেই বলেন, আপনি কি ঢাকায়? শুরু হয়ে যায় আমাদের ভোরের হাঁটা। ই এবং এফ ব্লকের মাঝখানে যে অ্যাভেন্যুটি আছে এর কোনো নাম নেই, এই অ্যাভেন্যুর দুপাশে বসবাস করেন কবি জাহিদুল হক, কবি মাহবুব হাসান, কবি রহিম শাহ, কবি জাকির আবু জাফর, কবি জুবায়ের মাহমুদ, একটু দূরেই কবি জাহিদ হায়দার। অস্থায়ী বাসিন্দা আমি তো আছিই

আমরা এখন রোজ সকালে হাঁটাহাঁটি শেষ করে পোয়েটস অ্যাভেন্যুর সান্দ্রা রেস্টুরেন্টে বসি। একটি তেলে ভাজা ক্রিস্পি পরোটা দুধ চায়ে ডুবিয়ে খাই। মাহবুব হাসান আর আমি অবধারিত, থাকিই, অন্যদের মধ্যে জাহিদুল হক, রহিম শাহ, জাকির আবু জাফর, জুবায়ের মাহমুদসহ বনশ্রীর আরো ক'জন কবি, লেখক, সাংবাদিক যুক্ত হন। পোয়েটস অ্যাভেন্যুর সকালের আড্ডার খবর ছড়িয়ে পড়ার পরে খিলগাঁও থেকে আসতে শুরু করেন গাজী রফিক, নিকেতন থেকে আসেন আবৃত্তি শিল্পী ও ব্যাংকার কাজী ওয়াহেদ, শাহীনবাগ থেকে আসেন ফেরদৌস সালাম। পোয়েটস অ্যাভেন্যুর আড্ডাটা বেশ জমে ওঠে।

মোহাম্মদপুর থেকে কবি আতাহার খান ফোন করে বলেন, পোয়েটস অ্যাভেন্যুতে আসতে চাই। ঢাকার কবিমহলে পোয়েটস অ্যাভেন্যুর সান্দ্রা রেস্টুরেন্ট ক্রমশ হয়ে উঠছে একালের বিউটি বোর্ডিং।

দ্বিতীয় দিন পোয়েটস অ্যাভেন্যুতে আমি আর জাহিদুল হক দাঁড়িয়ে আছি, সিগারেট টানছি। তখন এক যুবক কাছে এসে বলেন, স্যার, আপনি কবে এসেছেন? আমি ওকে চিনতে পারি না। যুবক নাম বলে, আমি চিনি। কিন্তু অস্বস্তিকর ব্যাপার হচ্ছে, এই মুহূর্তে ওর নামটি আমি ভুলে গেছি। জাহিদ ভাই ষাটের দশকের কবি। জ্যেষ্ঠ কবি। যুবক যখন বলছে সে আমার ভক্ত তখন আমি খানিকটা অস্বস্তিতে পড়ি। বলি, উনাকে চেনো? ও বলে, না স্যার। আমি বলি, কবি জাহিদুল হক। অনেক বড়ো কবি। সুবীর নন্দীর গাওয়া "আমার এ দুটি চোখ পাথর তো নয়/ তবু কেন ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়" এই গানটি শুনেছ?

অবশ্যই শুনেছি।

এটি জাহিদ ভাইয়ের লেখা।

যুবক তখন লজ্জা পায়। স্যরি স্যার, চিনতে পারিনি, ক্ষমা করবেন।

জাহিদ ভাই বলেন, না, না, কোনো অসুবিধা নেই।

জাহিদ ভাই ডয়েচে ভ্যালিতে কাজ করেছেন এক সময়। বেশ খানিকটা সময় জার্মানিতে কাটিয়েছেন। জার্মান ভাষাও কিছুটা শিখেছেন। ইউরোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তার শুধু আগ্রহই না, অনেকটা পক্ষপাতিত্বও আছে। শিল্প-সাহিত্যের আলোচনায় জাহিদ ভাই শুধুই ইউরোপীয় রেফারেন্স টানেন। তার কবিতাতেও মিকেলাঞ্জেলো, গগ্যা, লরেল, বোদলেয়ার, মোৎসার্ট, রাইনার মারিয়া রিলকে, পেত্রার্ক, শেক্সপিয়ার, মিল্টন, অডেন, এডমুন্ড স্পেন্সার, র ্যাঁদা প্রমূখের ছড়াছড়ি। আড়ালে আমরা প্রায়শই বলি, জাহিদ ভাই এখনো ইউরোপ থেকে ফিরতে পারলেন না। অবশ্য জাহিদুল হক এ নিয়ে কোনো অস্বস্তি বা অপূর্ণতা অনুভব করেন না। তিনি বরং ইউরোপেই থাকতে চান।

অনেকেই ইউরোপে যায়, আমেরিকায় যায়, কিন্তু জাহিদুল হকের মত এমন উল্টেপাল্টে ইউরোপের শিল্প-সাহিত্যকে দেখার চোখ সকলের থাকে না। সোফিয়া লরেনের ইন্টারভ্যু নিতে গিয়ে রোমের একটি এপার্টমেন্টে সোফিয়ার সঙ্গে সারাদিন কাটানো এবং দুজনে একসঙ্গে রান্না করার গল্পটা আমাকে দারুণ আনন্দ দিয়েছে। মিকেলাঞ্জোলার গড়া বিব্লিক্যাল চরিত্র ডেভিডের ভাস্কর্য জাহিদুল হকের মতো অমন খুঁটিয়ে আর কোন বাঙালি দেখেছে? জাহিদ ভাইও আমার সঙ্গে একমত পোষণ করেন যে মিকেলাঞ্জেলো ছিলেন দানবীয় ক্ষমতাসম্পন্ন একজন শিল্পী। "শ্বেতভেনাসের প্রেমে তোমারই মতন বহুদিন/ আমিও পড়েছি, শুধু এই জন্যে, যে প্রণয়নিষ্ঠা দীপ্র করে প্রতিভাকে"। নিজের প্রতিভাকে উজ্জ্বলতর করার জন্য জাহিদুল হক "শ্বেতভেনাসের" প্রেমে শুধু পড়েনইনি, আজও আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

জুবায়ের আল মাহমুদ কবিতা লেখেন, গান লেখেন, পোয়েটস অ্যাভেন্যুর আড্ডাটি গড়ে না উঠলে তার সঙ্গে আমার হয়ত দেখাই হতো না। একদিন রহিম শাহ আসেন। অনেক কথা হয়, গল্প হয়। তিনি একটি প্রকাশনা সংস্থার বড়ো কর্তা, সংস্থাটি আমার বেশ কিছু বই তার যোগদানের আগেই ছেপেছে। তিনি আমার কাছে নতুন গদ্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি চাইলেন। জাকির আবু জাফর নব্বুইয়ের দশকের কবি, একটি দৈনিক কাগজের ফিচার সম্পাদক। তার সঙ্গেও আড্ডা দেবার সুযোগ ঘটে গেল। মজার ব্যাপার হলো পোয়েটস অ্যাভেন্যুর আড্ডা এতোটাই জমে ওঠে যে প্রায়শই দূর-দূরান্ত থেকে কবিরা এসে আমাকে ফোন করে বলেন, কাউকে দেখছি না কেন, আপনারা কোথায়?

কবি গাজী রফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণ করেছেন ইতিহাসে কিন্তু এখন তিনি একজন বিজ্ঞানী। গমের গ্লুটিন কমানোর পদ্ধতি আবিস্কার করেছেন। ভাতের ফেন না ফেলে ভাত রান্না করলে কত শতাংশ চালের অপচয় কমে তা নির্ণয় করেছেন, এইসব নিয়ে লম্বা লেকচার দেন একদিন। আমরা বিরক্ত হলেও মন দিয়ে শুনেছি।

শাহীনবাগ থেকে ছুটে আসেন কবি ফেরদৌস সালাম। সদ্য আমেরিকা ফেরত সালাম তার মার্কিন অভিজ্ঞতার স্মৃতি রোমন্থন করেন। মাহবুব হাসান সেইসব শুনে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন। কাছেই কোনো এক কলেজে অধ্যাপনা করেন বাংলার অধ্যাপক নুরুন্নাহার ডলি, তিনিও হাঁটতে হাঁটতে একদিন চলে আসেন। একদিন এসে হাজির হন আমার সহপাঠী মহুয়া। আমার এক বন্ধু ও পুরনো সহকর্মী রুহুল আমীন, যিনি এখন এভারকেয়ার হাসপাতালের মহাব্যবস্থাপক, তিনিও যোগ দেন বেশ কয়েকদিন। আরো অনেকেই এসেছেন তাদের সকলের নাম মনে নেই এই মুহূর্তে। তিন সপ্তাহের ঢাকাবাসকালে পোয়েটস অ্যাভেন্যুর আড্ডাটা ছিল আমার জন্য একটি বড়ো স্বস্তির ও আনন্দের জায়গা। প্রতি রাতে আমি একটি আনন্দময় ভোরের প্রতীক্ষা নিয়ে ঘুমুতে যেতাম। আশা করছি আমার অবর্তমানেও পোয়েটস অ্যাভেন্যুতে গড়ে ওঠা এই ভোরের আড্ডাটি বহমান থাকবে।

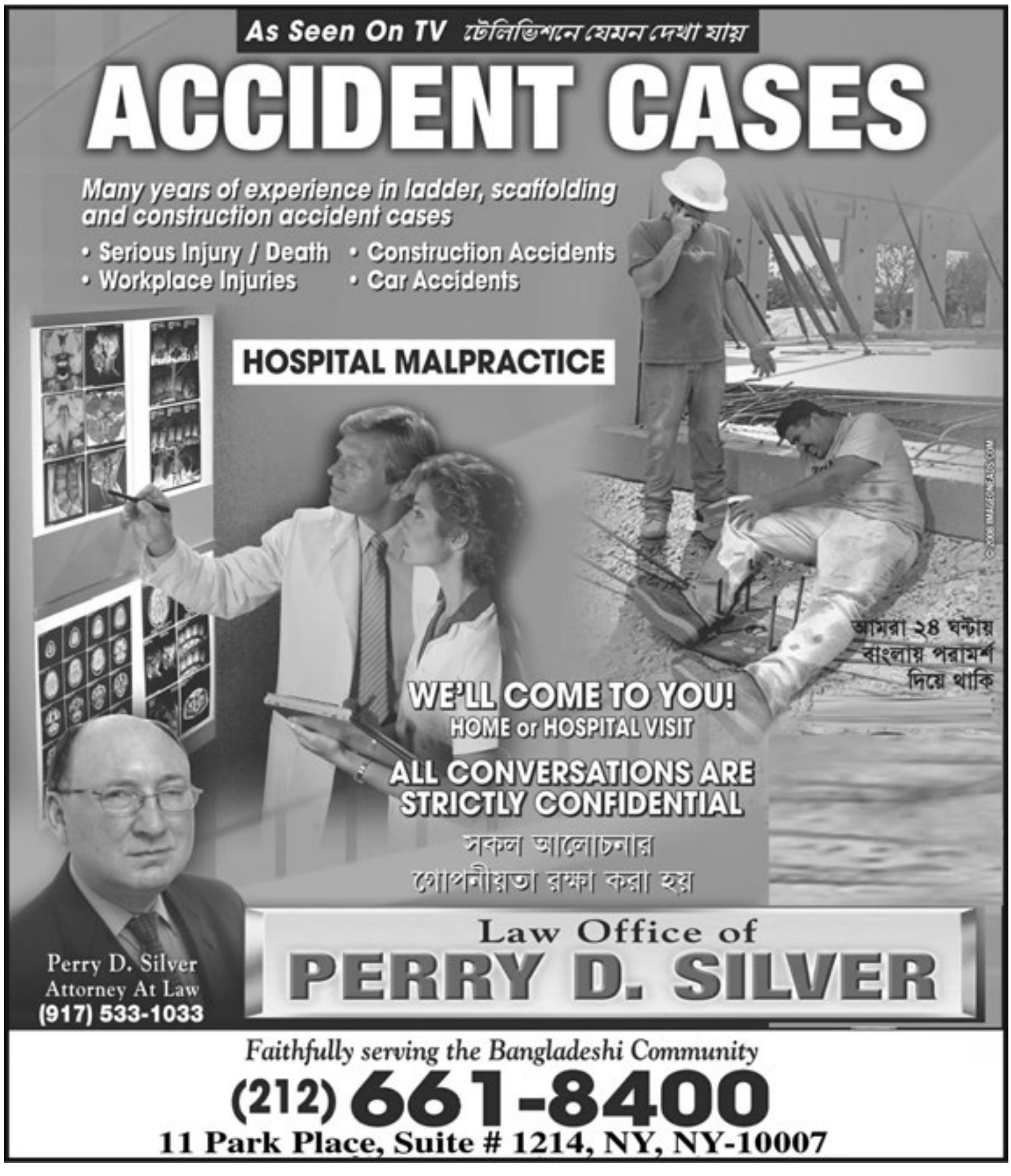

নিউইয়র্কে বাড়ি কিনেছেন ডিবির আলোচিত হারুন

(শেষ পাতার পর)

দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধানে তাঁর নামে-বেনামে হাজার কোটি টাকার সম্পদের খোঁজ পায়। এর মধ্যে রয়েছে রাজধানী ঢাকার উত্তরা ৩ নম্বর সেক্টরের ২০ নম্বর রোডে (লেকপাড় রোড) ছয়তলা একটি আলিশান বাড়ি। একই রোডের মাথায় আটতলা আরেকটি বাড়ি আছে হারুনের। এই বাড়ির চতুর্থ তলায় পরিবার নিয়ে থাকতেন তিনি। ৩ নম্বর সেক্টরের ৭ নম্বর রোডের হোল্ডিং নম্বর-৫-এ ১০ কাঠা জমির ওপর একটি ১০ তলা মার্কেট হারুনের শ্বশুরের নামে করা হয়েছে। ১২ নম্বর সেক্টরের সোনারগাঁও জনপথ রোডের ২১ নম্বরে ছয়তলা একটি বাড়ি। বাড়িটি বন্ধক রেখে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছে। ১৩ নম্বর সেক্টরের শাহ মাখদুম এভিনিউয়ে ১২ নম্বর প্লটটির মালিক ডিবি হারুন।

এখানে তাজ ফুড কোর্টসহ কয়েকটি দোকান ভাড়া দেওয়া আছে। সোনারগাঁও জনপথ রোডের ৭৯ নম্বর হোল্ডিংয়ের একটি প্লট জজ মিয়া নামে এক ব্যক্তির কাছে ভাড়া দেওয়া আছে। ৩ নম্বর সেক্টরের ১৫ নম্বর রোডের ২৩ নম্বর হোল্ডিংয়ে ১৪ বাণিজ্যিক ভবন। ১৩ নম্বর সেক্টরে ৩ নম্বর রোডের ৪৯ নম্বর বাড়িতে ছয়তলা ভবন রয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, চাকরি জীবনের শুরু থেকেই হারুন ছিলেন বেপরোয়া। কখনোই চাকরি বিধিমালার তোয়াক্কা করেননি। যখন যেখানে দায়িত্ব পালন করেছেন, সেখানেই নানা অনিয়মে জড়িয়েছেন। প্রতিটি ধাপে প্রতারণা ও উচ্ছৃঙ্খল কর্মকাণ্ডে জড়ালেও তাকে কখনো শাস্তি পেতে হয়নি। বরং পদায়ন করা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সব ইউনিটে। ঘুষ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, জিম্মি করে অর্থ আদায়, মারধর, জমি দখল, বাড়ি দখল, প্লট দখল, ফ্ল্যাট দখল, গুম, খুন, হত্যা, অর্থ পাচার, মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি, আটকে রেখে নির্যাতন, নিয়োগ বাণিজ্য, নারী কেলেঙ্কারিসহ এহেন কোনো অপরাধ নেই, যার সঙ্গে জড়াননি হারুন।তবুও বছর বছর পদোন্নতি পেয়েছেন। এসব অনিয়ম আর দুর্নীতির মাধ্যমে হাতিয়েছেন হাজার হাজার কোটি টাকা। রাজধানীর উত্তরা, গাজীপুর ও কিশোরগঞ্জ ঘুরে ডিবি হারুনের অন্তত হাজার কোটি টাকার সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে।ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সম্পত্তি দখল ও দেখাশোনার জন্য আছে তিন সদস্যের স্টিয়ারিং কমিটি। নামে-বেনামে অন্তত তিনটি রিসোর্টের মালিকানা আছে তার। রয়েছে একাধিক আবাসিক হোটেল। আরও অন্তত ১০টি কোম্পানির মালিক তিনি। শুধু ঢাকায়ই আলিশান বাড়ি করেছেন দুই ডজনেরও বেশি। এর বাইরে আছে অগণিত প্লট ও ফ্ল্যাট।কথিত মামা জাহাঙ্গীর আলমের নামে গড়েছেন এসব সম্পদ। দখল করা সম্পত্তি বিক্রি করে সেই টাকা দেশের বাইরে পাচার ও বিদেশে গড়ে তোলা সম্পদ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আলাদা কমিটির। যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্তত ছয়টি দেশে অঢেল টাকার ব্যবসা গড়েছেন হারুন।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ডিএমপির গোয়েন্দা শাখার সাবেক প্রধান হারুনের দেশে থাকা হাজার হাজার কোটি টাকার সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রক ছিলেন তার কথিত মামা জাহাঙ্গীর হোসেন এবং তার সহযোগী জহির। মূলত মামার মাধ্যমে সব অপকর্ম করতেন হারুন। জায়গা, জমি, ফ্ল্যাট, বাড়ি, রিসোর্ট সব সম্পদই তার মামা জাহাঙ্গীরের নামে করেছেন। আবার এসব সম্পদ দেখিয়ে ব্যাংক থেকে হাতিয়েছেন মোটা অঙ্কের টাকা।আবার মানুষের সম্পত্তি দখলের পর তা বিক্রি এবং সে টাকা দেশের বাইরে পাঠানোর দায়িত্ব পালন করতেন ডিবির খিলগাঁও জোনের এডিসি সাইফুল। বিদেশে অর্থ পাচারের সুবিধার জন্য গড়ে তোলা হয় নিজস্ব মানি এক্সচেঞ্জ। ঢাকায় এই প্রতিষ্ঠানের অফিস পুরানা পল্টনের আজাদ প্রোডাক্টসের গলিতে। কার্যক্রম পরিচালনায় দুবাইয়ে আছে আরেকটি অফিস। এই মানি এক্সচেঞ্জ পরিচালনা করেন এডিসি সাইফুল ইসলামের দুই ভাই। একজন থাকেন দেশে। আর আরেক ভাই রিফাত অবস্থান করেন দুবাই।

ট্রাম্পের স্বাস্থ্য নিয়ে গুঞ্জন, হাতে দাগ নিয়ে প্রশ্ন

বাংলাদেশ ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বাস্থ্য নিয়ে গত এক সপ্তাহ ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা গুজব ছড়িয়েছে। কেউ দাবি করেছেন তিনি মারা গেছেন, আবার কেউ বলেছেন গুরুতর অসুস্থ। তবে সাম্প্রতিক ছবি ও কার্যক্রমে এসব গুজব ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, ২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিকেল ২টায় ওভাল অফিস থেকে প্রতিরক্ষা বিভাগ সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেবেন ট্রাম্প। যদিও তাঁর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মুখপাত্র কোনো মন্তব্য করেননি। নিউজউইকের খবরে বলা হয়, ২৬ আগস্ট মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর হঠাৎ ট্রাম্পের প্রকাশ্য কর্মসূচি থেমে যায়। কয়েক দিন তাঁকে না দেখায় গুজব ছড়ায় যে, তিনি মারা গেছেন। সামাজিক মাধ্যমে 'ট্রাম্প মারা গেছেন' হ্যাশট্যাগ ট্রেন্ডও করে। কিন্তু পরে দেখা যায়, ট্রাম্প স্বাভাবিকভাবেই ভার্জিনিয়ার গলফ ক্লাবে সময় কাটাচ্ছেন, নাতি-নাতনিদের সঙ্গে খেলছেন। তিনি নিজেও পোস্ট দিয়ে লেখেন, জীবনে কখনো এত ভালো লাগেনি।

নিউইয়র্কে বাড়ি কিনেছেন ডিবির আলোচিত হারুন

(শেষ পাতার পর)

উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সভাপতি শামীম আহমেদ। সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক শেখ অলি আহাদ ও উপস্থাপক আহমেদ বুলবুল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। মেলায় আরও উপস্থিত ছিলেন ঠিকানার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি সাবেক এমপি এম এম শাহীন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী।

পথমেলায় বিশেষ অতিথি ও টাইটেল স্পন্সর ছিলেন আব্দুল রব দলা মিয়া। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি মো. সামাদ মিয়া জাকারিয়া। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক শেখ অলি আহাদ, সহ-সভাপতি কাজী রবিউজ্জামান, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সুরজিত কিশোর দাস চৌধুরী, সম্মানিত সদস্য বিজয় কৃষ্ণ সাহা, সহ- সাধারণ সম্পাদক সুরাইয়া আলম লাকি ও সাংগঠনিক সম্পাদক দীপংকর দেব প্রমুখ। পথ মেলার অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সি-নিয়র সভাপতি মো. মহিউদ্দিন দেওয়ান, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারি, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সদস্য জোনাইদ চৌধুরী, সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু। মুল ধারার রাজনীতিবিদদের মধ্যে ছিলেন এসেম্বলি মেম্বার, ডিস্ট্রিক্ট ৮৭ কারিনেস রিয়াস, হাজী আব্দুস শহিদ (সাবেক সভাপতি), ইমরান শাহ রন, জামাল হোসাইন, সিপিএ জাকির চৌধুরী, ডিটেকটিভ (অব:) মাসুদুর রহমান, আব্দুর রহিম বাদশা, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, আবুল লেইছ চৌধুরী, এম এ মুহিত, খবির উদ্দিন ভুইয়া। স্পন্সর দাতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আহাদ আলী সিপিএ, তোফায়েল লিটন চৌধুরী, সাইদুর রহমান লিংকন, মোহাম্মদ আলী, মেহের বি চৌধুরী, জাহানগীর কাজী, বোরহান চৌধুরী হেলথ ফাস্ট, সালে উদ্দিন সাল পার্কচেস্টার রিয়েলিটি, খলিলুর রহমান খলিল। উপস্থিত থেকে পথমেলার অনুষ্ঠান করেন বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক ইনকের সাবেক সভাপতি মাহবুব আলম, মো. শামিম মিয়া, শাহেদ আহমদ এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাওছারুজ্জামান কয়েস, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, সহ-সভাপতি লোকমান হোসেন লুকু, জাবেদ উদ্দিন।

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সভাপতি শামীম আহমেদ বলেন, বাংলাদেশিরা আমেরিকার মাটিতে নিজস্ব সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এই মেলার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি আমাদের একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও ভাতৃত্ববন্ধনের প্রতীক। পথমেলায় উপস্থিত এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, ব্রঙ্কস সারা বিশ্বব্যাপী পরিচিত। বাংলাদেশে যারা এখানে আসেন তারা ব্রঙ্কসের মায়ায় পড়ে যান। বাংলাদেশ সোসাইটি দুর্দান্ত কাজ করছে। এই একটা কমিটি ২৭ বছর ধরে সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। আমি আয়োজকদের এ জন্য ধন্যবাদ জানাই।

মেলা উদযাপন কমিটিতে ছিলেন আহ্বায়ক মো: সামাদ মিয়া জাকারিয়া, যুগ্ম-আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম, বিজয় কৃষ্ণ সাহা। সদস্য সচিব শেখ শফিকুর রহমান, যুগ্ম-সদস্য সচিব কাজী রবিউজ্জামান, সুরাইয়া আলম লাকি। প্রধান সমন্বয়ক মোস্তাকুর রহমান লিটন, সমন্বয়ক দিপংকর দেব ও কাজিরুল ইসলাম শিপন। সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি ছিলেন রায়হান পারভেজ, কবি জুলি রহমান, মিথন দেব। অর্থ উপ-কমিটিতে ছিলেন হুমায়ূন কবির সুহেল, আবুল কালাম আজাদ, মহিবুল হক। বিলাল ইসলাম, আশফাকুল হক চৌধুরী, মো: ফখরুল ইসলাম, নাজমুল ইসলাম রাসেল, মো: চৌধুরী মুমিত, ফখরুল ইসলাম চৌধুরী, সুমন চৌধুরী, ফাহিম আহমদ, রেজা উর রহমান রেজা, মাহাবুব রহমান।

অনুষ্ঠানে গানে গানে মাতিয়ে রাখেন বিন্দু কনা, রন্টি দাস, কৃষ্ণা তিথি, কালা মিয়া বয়াতি, রোকসানা মির্জা, রায়হান পারভেজ, জান্নাতি বিনতে জহিরুল, জহিরুল ইসলাম ও তান-ভির সাহিন। নৃত্য পরিবেশনায় অতিথিদের মুগ্ধ করেন মিথান ডান্স একাডেমির সদস্যরা ও এঞ্জেলিনা মায়া। পুরো মেলায় ফুটে উঠে বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। সব মিলিয়ে একটি প্রাণবন্ত ও উৎস-বমুখর পরিবেশে শেষ হয় মেলা।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

Law Offices of
Nasrin A Moznu
All Immigration Matters, Appeal & Waiver

Mohammed N Mujumder
Master of Laws (NY)
Chief Paralegal
আপিল এবং ওয়েভারসহ
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন
এসাইলাম ও
কনস্যুলার প্রসেসিং
এছাড়া সকল প্রকার দুর্ঘটনা, রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং ও বৈষম্যের (Discrimination) মামলায়ও কল দিতে পারেন। আমরা আপনাকে সঠিক আইনী নির্দেশনা দিতে পারি।

Nasrin A Moznu
Attorney at Law
New York
1222 white Plains Road, Bronx, NY 10472
Office Phone : 718-518-0470 (Office)
মি. মজুমদার : 917-597-6349
অ্যাটর্নি নাছরিন: 347-493-9906
E-mail: mujumderlaw@yahoo.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

মন্ট্রিয়ল ফোবানা

উত্তর আমেরিকায় বিভক্ত তিন ফোবানা সম্মেলন

(৪৪ পাতার পর)

মহোৎসব।'

মন্ট্রিয়ল ফোবানা:

নানা আয়োজনে ফোবানা সম্মেলন কানাডার মন্ট্রিয়লে অনুষ্ঠিত হয়। এবার ফোবানার ৩৯তম আসরের আয়োজক ছিলো কানাডা বাংলাদেশ সলিডারিটি। ২৯ আগষ্ট শুক্রবার মন্ট্রিয়লে তিনদিনব্যাপী ফোবানার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় নাট্যব্যক্তিত্ব মা-মুনুর রশীদ। সম্মেলন চলে ৩১ আগষ্ট রোববার রাত পর্যন্ত। সম্মেলনগুলোতে স্থানীয় শিল্প সহ বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পীরা সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। বাংলাদেশ, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে শুরু হয় তিনদিনব্যাপী ফোবানা সম্মেলন। শুক্রবার ফোবানার প্রথম দিনে গালা নাইটে পাঁচ শতাধিক আমন্ত্রিত অতিথি যোগ দেন বলেন আয়োজকরা দাবী করেন। ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিভিন্ন শহর থেকে এবং বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পীরা। তাদের গল্প-আড্ডায় এক মেলবন্ধনের সৃষ্টি হয়। সম্মেলনের এবারের স্লোগান ছিলো 'বাংলাদেশের ঐতিহ্যে আলোকিত মন্ট্রিয়ল'।

আয়োজকরা জানান, তিনদিনের অনুষ্ঠান থরে থরে সাজানো হয়েছিলো বাংলাদেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নানা অনুষ্ঠান। গান-নাচের পাশাপাশি ছিলো শিল্প, সাহিত্য ও অর্থনীতি নিয়ে সেমিনার। অনুষ্ঠানে আয়োজক কমিটির নেতৃবৃন্দকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। পরে সমবেত কণ্ঠে ফোবানার থিম সঙ গেয়ে শোনান সংগীত শিল্পীরা।

সম্মেলনের বিভিন্ন পর্বে বক্তব্য রাখেন ফোবানা এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী, এবারের সম্মেলনের কনভেনর জিয়াউল হক জিয়া, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী নিহাল রহিম প্রমুখ।

নতুন কমিটি ২০২৫-২০২৬ ঘোষণা: কানাডার মন্ট্রিয়লে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী সম্মেলনের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত ফোবানার সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিউইয়র্কের জাকারিয়া চৌধুরীকে পুনরায় চেয়ারম্যান, কানাডার দেওয়ান মনিরুজ্জামান-কে ভাইস চেয়ারম্যান, টেক্সাসের নেহাল রহিম কে এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী, নিউইয়র্কের আমিনুল ইসলাম কলিন্স কে জয়েন্ট এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি নির্বাচিত করা হয়। সভায় আগামী বছর ফোবানা সম্মেলনের হোস্ট সংগঠন হিসেবে নির্বাচিত হয় অরলেন্ডো বাংলাদেশ সমিতি, ফ্লোরিডা। এছাড়া সভায় জাকারিয়া চৌধুরী কর্তৃক আনিত এক প্রস্তাবে ফোবানার গঠনতন্ত্রে নতুন একটি আর্টিকেল সংযোজন করা হয়। এতে বলা হয় বায়ান্নর মহান ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে বিশ্বাসী সংগঠনসমূহ-ই এই ফোবানার অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।

বিমানন্দরে নিরাপত্তা চেকপয়েন্ট জুতা খোলার ভ্রমণ নীতি বাতিল

(শেষ পাতার পর)

এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবন্দরে যাত্রীদের টিএসএ (ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) নিরাপত্তা চেকপয়েন্ট অতিক্রম করার সময় আর জুতা খুলতে হবে না। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম জানিয়েছেন, এ নতুন নীতিটি দেশের বিমানবন্দরে যাত্রীদের অভিজ্ঞতা আরো স্বাচ্ছন্দ্যময় ও গতিশীল করতে গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, জুতা খোলার বাধ্যবাধকতা বাতিল করা আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের অংশ। এতে টিএসএ চেকপয়েন্টে অপেক্ষার সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে এবং যাত্রীদের জন্য একটি আনন্দদায়ক ও কার্যকর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত হবে। তবে এ সুবিধা চালু হলেও টিএসএর অন্যান্য নিরাপত্তা প্রক্রিয়া যথারীতি বহাল থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে যাত্রীর পরিচয় যাচাই, সিকিউর ফ্লাইট যাচাই প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য নিরাপত্তা স্তর।

ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে ডিএইচএস যে কয়েকটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে, এটি তারই একটি অংশ। এর আগে জুলাই মাসে টিএসএ 'সম্মানের সঙ্গে সেবা, স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণ' নামে একটি কর্মসূচি চালু কওে, যা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ও তাদের পরিবারের জন্য টিএসএপ্রি-চেক কর্মসূচিতে ছাড় এবং নির্ধারিত বিমানবন্দরে দ্রুত প্রবেশের সুবিধা প্রদান করে। গত মে মাসে টিএসএ রিয়েল আইডি কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। এখন পর্যন্ত ৯৪ শতাংশ যাত্রী এই ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলেছেন, ফলে নিরাপত্তা প্রক্রিয়া আরো দ্রুত ও কার্যকর হয়েছে।

ভিসা জালিয়াতিতে জড়িতরা

(শেষ পাতার পর)

অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রে আনে ও আশ্রয় দেয়, তাদের বিরুদ্ধেও ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করা হবে।

ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদোন্নতি পেলেন কারাম চৌধুরী

(শেষ পাতার পর)

তার হাতে পদোন্নতির সনদ তুলে দেবেন পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ। কারাম চৌধুরী বর্তমানে নিউইয়র্ক পুলিশের ১০৪ প্রিসিঙ্কটের কমান্ডিং অফিসার। এর আগে ২০১৯ সালের ৩০ অক্টোবর ক্যাপ্টেন হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন তিনি। কারাম চৌধুরী বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার তিলাগাঁও গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল মতিন চৌধুরীর একমাত্র পুত্র কারাম চৌধুরী ১৯৯৩ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। ২০০৫ সালে যোগ দেন নিউইয়র্ক পুলিশের অফিসার পদে।নিউইয়র্ক পুলিশের ইন্সপেক্টর ও ৮১ প্রিসিঙ্কটের কমান্ডিং অফিসার খন্দকার আব্দুল্লাহ কারাম চৌধুরী তার কাজিন। এখানে উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক পুলিশের ক্যাপ্টেন হতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এর উপরের সবগুলো পদ, অর্থাৎ ডেপুটি ইন্সপেক্টর থেকে কমিশনার পদে পদোন্নতি রাজনৈতিক বিবেচনায় হয়ে থাকে।

আগস্টে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ২৭ হাজার ২০০ কোটি টাকা

(শেষ পাতার পর)

২৭ হাজার ২০০ কোটি টাকা (প্রতি ডলার ১২২ টাকা হিসাবে)। রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠানো এই রেমিট্যান্স দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে স্বস্তি ফিরিয়েছে। হুন্ডি প্রতিরোধে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ, প্রণোদনা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নতির ফলেই রেমিট্যান্সে এই ধারাবাহিকতা এসেছে। সবশেষ জুলাই মাসে প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশে রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন ২৪৮ কোটি ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩০ হাজার ২৩০ কোটি টাকা। সদ্য সমাপ্ত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সে রেকর্ড প্রবাহ এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্যমতে, ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৩০.৩৩ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ২৭ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের রেমিট্যান্স এসেছিল ২৩.৭৪ বিলিয়ন ডলার। এই অঙ্ক এক অর্থবছরে দেশে আসা সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স। প্রবাসী আয়ের এমন ধারাবাহিক বৃদ্ধি দেশের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ও ডলারের জোগানে স্বস্তি এনে দিয়েছে।

আমেরিকায় মুসলিম কিশোরীর সংগ্রাম

বাংলাদেশ ডেস্ক : একজন তরুণ মুসলিম হিসেবে আমেরিকায় আমি যেমন ভালো অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তেমনি কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতাও হয়েছে। আমি একটি বেসরকারি ইসলামিক স্কুলে পড়ি। তাই মুসলিম হওয়ার কারণে আমাকে খুব বেশি উপহাস বা হয়রানির শিকার হতে হয় না। তবে যখনই আমাদের স্কুলের শিক্ষার্থীরা জাদুঘর বা কোনো রেস্টুরেন্টে যায় তখন মানুষ আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। কারণ আমরা সবাই হিজাব পরে আছি এবং শরীর আচ্ছাদিত রেখেছি, যা আমাদের স্কুল ইউনিফর্মের অংশ। যখন আমরা কোনো রেস্টুরেন্টে ঢুকি তখন দেখা যায়, যারা অর্ডার দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল তারা আমাদের দেখে সেখান থেকে চলে যায়। অনেকে আমাদের নিয়ে কথা বলে, আঙুল তুলে দেখায়, যেন আমরা কোনো ভুল কাজ করছি। এ ধরনের আচরণ আমার সেই সহপাঠীদের মনে আঘাত করে, যারা স্কুলের বাইরেও হিজাব পরে। আর যারা হিজাব পরে না, তাদের হিজাব পরার আগ্রহও এতে কমে যায়। ভ্রমণ শেষে যখন আমরা স্কুলে ফিরে আসি তখন বেশিরভাগ সহপাঠী বিরক্ত থাকে এই কারণে যে, বাইরে ঘুরতে গেলেও আমাদের হিজাব পরতে হয়। কারণ অন্যদের এমন বৈষম্যমূলক আচরণ মানসিকভাবে কষ্ট দেয়।

আমাদের শিক্ষক সবসময় বলেন, বাইরে গেলে আমাদের আচরণ যেন সবচেয়ে সুন্দর হয়। কারণ আমরা ইসলামকে প্রতিনিধিত্ব করছি। কিন্তু আমরা ভালো আচরণ করলেও মানুষের প্রতিক্রিয়া একই রকম থেকে যায়। আমার মা হিজাব পরেন। তিনিও মাঝে মাঝে বিদ্বেষের শিকার হন। যখন তিনি মহাসড়কে গাড়ি চালান তখন তার মাথায় ওড়না থাকার কারণে লোকজন তার দিকে তাকিয়ে অশালীন ইঙ্গিত প্রদর্শন করে। যখন আমরা ঘরের বাইরে থাকি এবং জনসমক্ষে নামাজ পড়তে হয় তখন মানুষ আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং পাশের মানুষকে ফিসফিস করে কিছু বলে। এতে পরিবেশ অস্বস্তিকর ও বিব্রতকর হয়ে ওঠে। আর আমার মনে হয় আমি নিরাপদ নই। এ কারণে কিছুদিন আমি জনসমক্ষে নামাজ পড়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এ ধরনের ঘটনা শুধু আমাদের সঙ্গেই নয়, বরং আমার বন্ধুদের মায়ের সঙ্গেও ঘটেছে। মা আমাকে সবসময় বলেন, পৃথিবীতে ভালো মানুষও আছে, খারাপ মানুষও আছে। আমাদের দুই ধরনের মানুষের মুখোমুখি হতে হবে। একদিন স্কুল শেষে দেখি মা খুব হাসিখুশি। আমি কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, সেদিন তিনি শরীরচর্চা কেন্দ্রে গেলে এক ভদ্রলোক তার কাছে এসে বলেন, আমেরিকা থেকে কখনো মুসলিমদের তাড়ানো যাবে না। ওই লোকটি আরও বলেন, তিনি কোরআন পড়েছেন শুধু এই জন্য যে, মুসলিমরা কারা এবং তারা কী বিশ্বাস করে, তা জানার জন্য। এই ঘটনা আমাদের জন্য ছিল অত্যন্ত হৃদয়ছোঁয়া, যা আমাকে নতুন করে আশা জুগিয়েছে। আমেরিকান মুসলিম মেয়েদের অনেক সংগ্রাম রয়েছে। যদিও এগুলো আমাদের জন্য কষ্টকর। তবুও আমরা নিজেদের পরিচয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। আমি গর্বিত যে আমি আমেরিকার একজন মুসলিম।

জেএমসি'র স্পেশাল ফান্ড রেইজিং ডিনার ৬ সেপ্টেম্বর

(শেষ পাতার পর)

শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় লাগর্ডিয়া ম্যারিয়টে (১০২-০৫ ডিটমার্স বুলেভার্ড, ইস্ট এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৬৯) এক বিশেষ ফান্ড রেইজিং ডিনারের আয়োজন করা হয়েছে। ফান্ড রেইজিং ডিনারে অংশগ্রহণকারীদের জনপ্রতি ২৫০ ডলার ন্যূনতম অনুদান ধার্য করা হয়েছে।

ফান্ড রেইজিংয়ে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ইমাম জাকির আহমেদ, ইমাম আবু জাফর বেগ, ইমাম শামসি আলী ও ইমাম আবদুল্লাহ রশীদ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিনিয়োগ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন ফান্ড রেইজিং কমিটির চেয়ারম্যান শাহরিয়ার রহমান, জেএমসি'র বোর্ড অফ ট্রাস্টির চেয়ারম্যান ডা. নাজমুল এইচ খান, জেএমসি'র প্রেসিডেন্ট: ডা. এম রহমান ও সাধারণ সম্পাদক: আফতাব মান্নান। বিস্তারিত তথ্যের জন্য সৈয়দ রহমান লাবু- ৯১৭-৩৫৫-৬৭৯৯ ও ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার - ৯১৭-৪৯৪-৫১৬৩ এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

এদিকে জেএমসি'র ভবন সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে গত ২৭ এপ্রিল। ভবন প্রাঙ্গণে সকলের উপস্থিতিতে সম্মিলিতভাবে উদ্বোধন করা হয় গ্রাউন্ড-ব্রেকিংয়ের কাজ। বহুল প্রতীক্ষিত এই সম্প্রসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমান দ্বিতল ভবনটি উন্নীত হবে চার তলায়। ফলে মুসল্লিদের স্থান সংকুলান না হওয়ার বিদ্যমান সমস্যার অবসান ঘটবে। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি মুসলিম কমিউনিটির সর্ববৃহৎ এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটির সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করে বর্তমান নির্বাহী কমিটি ও ট্রাস্টি বোর্ড। আনুমানিক তিন মিলিয়ন ডলারের সম্প্রসারণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে সম্পূর্ণভাবে অনুদানের অর্থে। এই প্রকল্প সম্পন্ন হলে নতুন প্রজন্মসহ সকল বয়সের মানুষের জন্য নতুন এক সুযোগের সৃষ্টি হবে।

উল্লেখ্য, এই সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন হলে মুসল্লিদের ধারণ ক্ষমতা যেমন বাড়বে, তেমনি হাফেজী স্কুল, উইক এন্ড ইসলামী শিক্ষা, মহিলা ও বয়স্কদের জন্য সৃষ্টি হবে অধিকতর সুবিধা। প্রকল্পের প্রাথমিক কাজে আনুমানিক ৬ মাস এবং অঙ্গসজ্জাসহ পূর্ণাঙ্গ কাজ সম্পন্ন হতে আরো ৬ মাস লাগতে পারে বলে জানান জেএমসি পরিচালনা কমিটি। সম্প্রসারণ কাজ চলাকালীন মুসল্লিগণ যাতে নির্বিঘ্নে নামাজ আদায় করতে পারবেন। জেএমসির নতুন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় আরো ৫ হাজার ৬৫০ বর্গফুট আয়তন বাড়বে। ফলে বর্তমান ৯ হাজার ৮৪০বর্গফুট মিলে মোট আয়তন দাঁড়াবে ১৫ হাজার ৪৩৪ বর্গফুট। বর্তমান দ্বিতীয় তলা থেকে হিফজ স্কুল তৃতীয় তলায় সরানো হলে সেখানে অতিরিক্ত আরো ১৮০জন মুসল্লির নামাজের স্থান সংকুলান হবে। এছাড়া প্রথম তলা থেকে অফিস স্টোরেজ সরালে আরো ৬০ জন মুসল্লির নামাজের জায়গা বাড়বে। বর্তমান ভবনের দুই রুমের মাঝের দেয়াল ভেঙ্গে মিম্বার নিয়ে আসা হবে মাঝামাঝি স্থানে। ইমামের অফিস স্থানান্তর করা হবে চতুর্থ তলায়।

ইতালিতে আশ্রয় চেয়েছেন ৪০ হাজার বাংলাদেশি

(শেষ পাতার পর)

শ্রমিক নেওয়ার ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। গত ২ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ে ইতালির রাষ্ট্রদূত অ্যান্তোনিও অ্যালেসান্দ্রো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বৈঠকে এসব তথ্য জানান। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, ইতালিতে বর্তমানে বৈধভাবে ২ লাখের বেশি বাংলাদেশি রয়েছেন। অবৈধভাবে রয়েছেন ৭০ হাজার বাংলাদেশি। ইতালিতে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের নাগরিকেরা বিভিন্ন ভুয়া কাগজপত্র ও গরমিল তথ্য দেন। এ কারণে সম্প্রতি ইতালি সরকার ৩০ হাজার বাংলাদেশির কাজের অনাপত্তি সনদ বাতিল করেছে। বৈঠকে উপস্থিত এক কর্মকর্তা বলেন, ইতালি সরকার বাংলাদেশ থেকে বৈধভাবে শ্রমিক নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে অবৈধভাবে ইতালি যাওয়ার তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে বাংলাদেশিরা। এ নিয়ে দেশটি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। অবৈধভাবে প্রবেশ রোধ করতে যাচ্ছে ইতালি সরকার। এ জন্য তারা বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা চেয়েছে।

বৈঠকে উপস্থিত আরেকজন কর্মকর্তা বলেন, বর্তমানে ইতালিতে ৪০ হাজার বাংলাদেশি নাগরিক রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন। তবে ৯৮ শতাংশ আবেদন বাতিল করেছে দেশটির সরকার। মানব পাচার রোধসহ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ইতালির রাষ্ট্রদূত কথা বলেছেন। অবৈধ অভিবাসন ও বৈধভাবে ইতালি যাওয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে ইতালি সরকারের সঙ্গে কয়েক মাস আগে বাংলাদেশ সরকারের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) স্বাক্ষরিত হয়েছে। সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক ও আইসিটি অনুবিভাগ) খন্দকার মো. মাহাবুবুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, অভিবাসন নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করে। এ জন্য ইতালির রাষ্ট্রদূত এসেছিলেন। বাংলাদেশি নাগরিকেরা কী উপায়ে সে দেশে যাচ্ছেন, সেখানে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যায় পড়ছেন, ভবিষ্যতে এসব অবৈধ অভিবাসন বন্ধে পরবর্তী করণীয় এবং সে লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাতিও পিয়ানতেদোসি গত মে মাসে ঢাকা সফরকালে ইতালিতে বাংলাদেশিদের অবৈধভাবে যাওয়া রোধসহ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন।

আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা
জ্যামাইকার কুইন্স বুলেবার্ডে বাংলাদেশী মালিকানাধীন
KEY STAR AUTO LLC
ইউএন অটো ও সিলেট মটরস এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
★ AUTO REPAIR ★ AUTO BODY
Foreign & Domestic
* Wheel Alignment * NYS Inspection
* All Insurance Work for all kinds of Auto Repair & Body Work
অভিজ্ঞ মেকানিকস দ্বারা পরিচালিত উন্নত সেবার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
অত্যন্ত যত্ন সহকারে আধুনিক উপায়ে গাড়ীর বডি মেরামত করি
★ সবধরনের গাড়ী এবং ইন্সুরেন্সের কাজ করে থাকি
★ সার্ভিস এন্ড পার্টস ওয়ারেন্টি
★ সম্পূর্ণ কম্পিউটারজড মেশিনারিজ
★ বিশালকায় গ্যারেজ, পার্কিং সুবিধা
★ কাষ্টমারদের জন্য রয়েছে ওয়েটিং রুম ও নামাজের পৃথক ব্যবস্থা
★ আমরা সার্ভিস ও পার্টসের ১০০% গ্যারান্টি দিয়ে থাকি
we Accepet all Major Credit Cards
OPEN
Monday to Saturda
Tel: 718-739-4030
Sham-917-686-2870
Munna-917-749-5483
139-31 Queens Blvd. Jamaica, NY 11435

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংকট ঘনীভূত!

(প্রথম পাতার পর)

ফেলছে জনগণ। বিশেষ করে আইনশৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ও সরকারের নমনীয়তা বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে ঠেলে দিচ্ছে ভয়াবহ পরিণতির দিকে। সরকারের ভেতর গড়ে উঠা একটি সরকার সেনাবাহিনীসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে ডঃ ইউনূসের দূরত্ব সৃষ্টি করে গোটা পরিস্থিতিকে করে তুলেছে জটিলতর। সরকারের এই অংশটি ভবিষ্যত সরকারে নিজেদের অংশীদারিত্ব নিয়ে দেন দরবার করছে পর্দার অন্তরালে। তাদের কারণেই সেনাপ্রধান রাষ্ট্রীয় শক্তির একাধিক ভরকেন্দ্রে ধর্না দিয়ে উৎপাদন করে চলেছেন নানাবিধ গুজব।

ডঃ ইউনুস প্রতিশ্রুত পর্যাপ্ত দৃশ্যমান বিচার কার্য ও রাষ্ট্র সংস্কার কার্যত পড়েছে মুখ থুবড়ে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে দায়সারা একটি ঘোষণাপত্র দিতে পারলেও আটকে গেছে জুলাই সনদ। জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন প্রস্তাবিত সংস্কারের কার্যকারিতার প্রয়োগ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো এখন বহুধা বিভক্ত। আগামী নির্বাচনে সুনিশ্চিত বিজয়ের সম্ভাবনা সামনে রেখে এই মুহূর্তে জুলাই সনদ কার্যকর করার বিপক্ষে বিএনপি। দলটি চাচ্ছে জুলাই অভ্যুত্থান পূর্ববর্তী সকল নিয়মনীতি অক্ষুন্ন রেখে অনুষ্ঠিত হোক নির্বাচন। অপরদিকে জামায়াতে ইসলামীর দাবি পিআর পদ্ধতিতে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের। আর এনসিপি চায় গণপরিষদ নির্বাচন। সবকিছু মিলে ঝুলে গেছে জুলাই সনদ।

সরকার গঠনের পর থেকেই ডঃ ইউনূসের সরকার লড়ছে ভারত ও পতিত স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে। এছাড়াও ডঃ ইউনূস মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে যুক্ত হয়েছেন সেনাবাহিনী ও দ্রুত নির্বাচনের দাবিদার বিএনপির সাথে। গত জুনে বিএনপির পক্ষ থেকে সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবি উঠলে তিনি কৌশলে ডঃ ইউনূসকে নিয়ে যান লন্ডন মিশনে। বিএনপির মূল দাবি নির্বাচন ইস্যুতে দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সাথে রফা করেন তারা। ডঃ ইউনূস ঘোষণা দেন ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের। এ নিয়ে গণঅভ্যুত্থানের পক্ষের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ে অন্তবর্তী সরকার। এসব নিয়ে টানাপোড়নের মাঝে নির্বাচন কমিশন রমজানের পূর্বেই ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছে। তারপরও অনিশ্চয়তা কাটেনি নির্বাচনের দিনক্ষণ নিয়ে। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ইউনূস অত্যন্ত বিরক্ত। কোনভাবেই তিনি সামাল দিতে পারছেন না বহুমুখী এই সংকট। রাজনৈতিক দলগুলো আশ্বাস দিলেও কার্যত কোন সহযোগিতা করছেনা ডঃ ইউনূসকে। তার উপদেষ্টারাও ব্যস্ত ব্যক্তিগত ইস্যু নিয়ে। এসব জঞ্জাল থেকে পরিত্রাণ পেতেই তিনি বেছে নিয়েছেন নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত। যা নিশ্চিত করবে তার নিরাপদ প্রত্যাগমন। এ ব্যাপারে বিএনপি এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে ত্রিপক্ষীয় একটি সমঝোতার কথা চাউর আছে বাজারে। নিরেট পুরনো কায়দায় অনুষ্ঠেয় এই নির্বাচনে বিজয়ী দলকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় রেখে বিদায় নিবে অর্ন্তবর্তী সরকার।

তবে বিষয়টি এতো সহজ হবে এমনটি মনে করছে না অভিজ্ঞ মহল। নির্বাচনে অংশ গ্রহণে অযোগ্য পতিত স্বৈরাচারের দল আওয়ামী লীগ হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই। নির্বাচনকে সামনে রেখে দলটি চেষ্টা করবে আখেরী খেলা খেলতে। নিয়োগ করবে সর্বশক্তি। তবে এখানে একটি প্রশ্ন থেকেই যায়; সেটি হলো আওয়ামী লীগ কি নির্বাচন প্রতিহত করবে? নাকি অন্য কোন রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে সমর্থন দিয়ে পরবর্তীতে নিজেদের পুনর্বাসনের পথ সুগম করবে? আর যদি কোন দলকে সমর্থন করে নির্বাচনে আসে তাহলে সেই দল কি বিএনপি না জাতীয় পার্টি? ভারত এখনো পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে কাজ করছে আওয়ামী লীগের পক্ষে। দেশটি অন্তবর্তী নয় নির্বাচিত সরকারের সাথে সম্পর্কের কথা বলে আসছে বারবার। ভারত এই মুহূর্তে শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন নয়, বরং ভাবছে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন নিয়ে। আওয়ামী লীগ কোনভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একবার পুনর্বাসিত হতে পারলে অবারিত হবে হাসিনার প্রত্যাবর্তন। বাংলাদেশের কতিপয় ধন্যাঢ্য ব্যবসায়ী এজন্য ভারতে হাসিনার সাথে যোগাযোগ করে অর্থলগ্নী করছে মোটা অংকের। চালু করেছে আওয়ামী পুনর্বাসন প্রকল্প। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে এই প্রকল্পের কাজ। ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন শহরে মহড়া দিচ্ছে আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে আশ্রয় নিয়ে সন্ত্রাসী কাযক্রম শুরু করে দিয়েছে ছাত্রলীগ। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঘটছে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। আওয়ামী পুনর্বাসন প্রকল্পের বউনি শুরু হয়েছে গণ-অধিকার পরিষদ নেতা নুরুল হক নূরকে ভয়ঙ্কর পিটুনির মধ্য দিয়ে। এটা একধরণের বার্ত।

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের পর পতিত স্বৈরাচারের সুবিধাভোগী শ্রেনী এখনো তৎপর দেশের অভ্যন্তরে। একধরণের অস্বস্থি ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে তাদের। কখন কার ডাক আসে আইন আদালত থেকে এমন ভীতি প্রতিনিয়ত তাড়া করছে তাদেরকে। এ অবস্থার অবসান চায় তারা। ভারত চেষ্টা করছে তাদের পছন্দনীয় একটি দলকে নির্বাচনে জিতিয়ে আনতে। যারা বিধান করবে পতিত স্বৈরাচরের দোসরদের জানমালের নিরাপত্তা। আর এমনটি হলে সমাধি ঘটবে গণঅভ্যুত্থানের সকল আকাংখা ও সম্ভাবনার। সবকিছু মিলিয়ে আসন্ন নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক সংকট হতে পারে অধিকতর ঘনীভূত ও সহিংস। রাষ্ট্র ফিরে যেতে পারে চব্বিশের পাঁচ আগস্ট পূর্ববর্তী অবস্থায়।

বাংলাদেশের সামনে ৩ বড় চ্যালেঞ্জ

ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে রোজার আগে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে– এটা ধরেই প্রস্তুতি শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ডিসেম্বরের শুরুতে তফসিল ঘোষণার আগে নভেম্বরের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতিগুলো সম্পন্ন করতে চায় সংস্থাটি। গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার লক্ষ্যে ভোটারদের আস্থা ফিরিয়ে আনা ও সব দলের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করার ওপর অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন বর্তমান কমিশন। তারা নিরপেক্ষভাবে কার্যক্রম পরিচালনার মধ্য দিয়ে ভোট নিয়ে জনগণের মধ্যে যে আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে, তা দূর করতে চায়। একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলার বিষয়টিকেও ভালোভাবে লক্ষ রাখছে ইসি। বিশেষ করে এই বিষয়ে দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ করে, তাদের পরামর্শ ও মতামত নিয়ে প্রস্তুতি এগিয়ে নেওয়া হবে। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, নানা কারণে এবারের নির্বাচন দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন কমিশনের কাছেও জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি। সবকিছু বিবেচনায় নিয়েই প্রস্তুতি এগিয়ে নিচ্ছে কমিশন। এবারের নির্বাচনের অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে– এর মধ্যে নির্বাচন নিয়ে জনগণের মধ্যে যে আস্থাহীনতা রয়েছে, সেটা ফিরিয়ে আনা ইসির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। নির্বাচনে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করাও অরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। সরকার, রাজনৈতিক দল এবং জনগণের সহযোগিতায় বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে ইসিকে। এজন্য সেপ্টেম্বরে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ইসির যে

সংলাপ হওয়ার কথা রয়েছে, সেখানেই অগ্রগতির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করছেন, নির্বাচন নিয়ে যেসব ঝুঁকি রয়েছে– সেগুলোকে এখনই চিহ্নিত করে তা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রয়োজনে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে বলেও মনে করেন নির্বাচন বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ বা কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ঘোষিত রোডম্যাপে সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা, রাজনৈতিক দল নিবন্ধন ও দেশীয় পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন চূড়ান্ত করাসহ ২৪টি কাজকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এদিকে রোডম্যাপ ঘোষণার পর গত সোমবার নির্বাচনের প্রস্তুতির বিষয় জানতে সিইসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত (চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স) ট্র্যাসি এন জ্যাকবসন। তিনি প্রস্তুতির পাশাপাশি 'মব' আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, ষড়যন্ত্র তত্ত্ব, কালোটাকাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সিইসির কাছে জানতে চান। সাক্ষাৎ শেষে সিইসি জানান, মার্কিন প্রতিনিধি দলটি নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে এসেছিলেন। তিনি তাদের বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টা ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচনের ইঙ্গিত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন এবং রমজানের আগে ভোট গ্রহণের কথা বলেছেন। এ কারণেই ইসি প্রস্তুতি জোরদার করেছে, যদিও প্রস্তুতি আগেই শুরু করা হয়েছিল। নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ইসির নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে আশাবাদ প্রকাশ করে সিইসি বলেন, নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব যেহেতু আমাদের হাতে, সেহেতু ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ : গত ২ সেপ্টেম্বর বিকালে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক থেকে বের হয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে গণসংহতি ও এবি পার্টি। গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠানে চরম অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করছে। সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্গঠন করতে পারেনি। সেজন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। এতে নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টাকে বৈঠকে তারা দুটি বিষয় বলেছেন। একটি হলো, নির্বাচনী পরিবেশ এবং অন্যটি বিচার ও সংস্কার। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধি এবং নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে নির্বাচনের পরিবেশ সমন্বয় করার জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে একটি কমিটি গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন তারা। বিচার ও সংস্কার বিষয়ে তিনি বলেন, বিচার দৃশ্যমান করা যেমন জরুরি, তেমনি সংস্কার কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, সেটাও জরুরি। যেসব বিষয় সংবিধান সংশ্লিষ্ট নয়, কিন্তু দলগুলো একমত হয়েছে, সেগুলো বর্তমান সরকারকে অধ্যাদেশের মাধ্যমে করার পরামর্শ দিয়েছেন তারা। যেটি পরে সংসদ বৈধতা দেবে। এদিকে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ও দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। তার দল এবি পার্টি বৈঠকে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন। তারা মনে করেন, এই পরিস্থিতির উন্নতি না হলে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন মহলের যে সংশয় রয়েছে, তা কাটানো যাবে না। সরকারের কার্যক্রমে সমন্বয় ও দৃঢ়তা এবং সুশৃঙ্খলতার খুব অভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিশেষ করে নুরুল হক আহত হওয়া এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটেছে, সেখানে আমরা দেখেছি যে, সরকার এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে এক ধরনের সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্বের একটা ঘাটতি আছে। নির্বাচন কমিশনের দক্ষতা প্রসঙ্গেও বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবি পার্টি। মজিবুর রহমান বলেন, নির্বাচন পরিচালনায় যারা বিশেষজ্ঞ, অতীতে যাদের রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে খ্যাতি আছে– এ রকম সাবেক সরকারি কর্মকর্তা ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে যদি এ রকম লোক থাকে, তাদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে হলেও কাজ করানো যায়। আলোচনায় প্রশাসনিক রদবদলে লটারি পদ্ধতির বিরোধিতা করেন মজিবুর রহমান। তিনি ঝুঁকি ও জেলা উপজেলার দূরত্ব বিবেচনায় নিয়ে রদবদলের পরামর্শ দেন।

যা বলছে ইসি : এদিকে গত শুক্রবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (ইটিআই) নির্বাচনী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে 'ইতিহাসের সেরা ভোট' উপহার দেওয়ার প্রত্যয় রাখলেও এবারই 'সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি' দেখছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হবে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে 'বিতর্কিত ভোটের' জন্য ওই সময়ের দুই সিইসির জেলে যাওয়া এবং 'জুতার মালা' পাওয়ার ঘটনায় উদ্বেগের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে বলেছেন। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা ইসির জন্য একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করেন ইসি আব্দুর রহমানেল মাছউদ। গত সোমবার তিনি বলেন, আমরা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড সৃষ্টির চেষ্টা করছি। সঠিকভাবে আইন প্রয়োগের চেষ্টা করছি। আইনশৃঙ্খরা বাহিনী যেন তাদের কাজ সঠিকভাবে করে, সেটাকে সমন্বয় করব। ভোটারদের আস্থা ফেরানোর বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা মনে করি, নির্বাচন কমিশন যদি আইনের মধ্যে থেকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে, আর মানুষ যদি বুঝতে পারে তিনি (নির্বাচন সংশ্লিষ্টরা) নিরপেক্ষভাবে কাজটা করছেন, তাহলে ভোটারদের মধ্যে আস্থা ফিরে আসবে।

নির্বাচনকেন্দ্রিক কাজ এগিয়ে নিচ্ছে ইসি : গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ (আরপিও, সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫ চূড়ান্ত করতে আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিংয়ের জন্য পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। একক প্রার্থী থাকলে সে আসনে 'না' ভোটের বিধানসহ একগুচ্ছ সংশোধন এনে গত ২ সেপ্টেম্বর তা আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। সচিব বলেন, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ (আরপিও, সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫ ভেটিংয়ের জন্য ২ সেপ্টেম্বর সকালে পাঠানো হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয় থেকে এলে তা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হবে। অন্যদিকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেছে সংস্থাটি। এই লক্ষ্যে ১০ লাখের বেশি প্রিসাইডিং-পোলিং অফিসারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বিভিন্ন গ্রুপে শুরু হওয়া এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ভোটগ্রহণের চার-পাঁচ দিন আগে শেষ হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। নির্বাচন কমিশনের ইলেকটোরাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ইটিআই) মহাপরিচালক এসএম আসাদুজ্জামান জানান, নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ২৩ ধরনের কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই প্রশিক্ষণের জন্য প্রায় চার মাস সময় লাগবে। তবে নির্বাচন সংক্রান্ত মূল প্রশিক্ষণটা হবে প্রিসাইডিং, সহকারী প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসারদের। এদের সংখ্যা ১০ লাখের বেশি হবে বলে ইসি সচিবালয় জানিয়েছে। এ ছাড়া ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুতির কাজও এগিয়ে চলছে। এজন্য তথ্য সংগ্রহে মাঠ কর্মকর্তাদের ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছে ইসি। উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেনের সই করা এ-সংক্রান্ত চিঠি ইতোমধ্যে সব জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে পাঠানো হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় প্যানেল প্রস্তুত করতে হবে। এজন্য সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি অফিস ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শ্রেণি বা গ্রেডভিত্তিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর তালিকা সংগ্রহ করতে হবে।

এখন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ : আগামী নির্বাচন সামনে রেখে শুধু ভোটারদের আস্থা ফেরানোই নয়, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ। বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এখন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্য ড. আবদুল আলিম। তিনি বলেন, আমার দৃষ্টিতে আগামী নির্বাচনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে– আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ। তিনি বলেন, মব ভায়োলেন্স এবার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিতে পারে। এজন্য এসব সমস্যা এখনই দূর করা প্রয়োজন। সমন্বিত নির্বাচনী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এ ছাড়া নির্বাচনকে সামনে রেখে কী কী ধরনের ঝুঁকি আসতে পারে– সে বিষয়গুলো চিহ্নিত করে, এখন থেকেই তা মোকাবিলা উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার : নির্বাচন সামনে রেখে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিশেষ কিছু কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে রয়েছে– পূর্ববর্তী নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করা কোনো কর্মকর্তাকে এবার আর দায়িত্ব না দেওয়া, ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনার পাশাপাশি রাজনৈতিক পক্ষপাত ছাড়াই সব সংস্থাকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো; নির্বাচনের আগে বেহাত হওয়া সব অস্ত্র উদ্ধার এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিদ্বেষমূলক অপপ্রচার প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। এদিকে এবারের নির্বাচনকে সামনে রেখে দেড় লাখ পুলিশ সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। গত ২৮ জুলাই প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রস্তুতির বিষয়ে পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে প্রধান উপদেষ্টা প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর এই তিন মাসে দেড় লাখ পুলিশ সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ ছাড়া নির্বাচনে ৬০ হাজার সেনা সদস্য মোতায়েন থাকবে বলেও জানানো হয়।

বিদেশি শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের সময় কমাচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন

বাংলাদেশ ডেস্ক : অবৈধ অভিবাসীদের পাশাপাশি বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা বিদেশি শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করছে ওয়াশিংটন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের প্রস্তাবিত এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দেশটিতে বিদেশি শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের অবস্থানের সময় কমছে। এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শিক্ষার্থী ভিসায় বিদেশিরা যুক্তরাষ্ট্রে চার বছরের বেশি অবস্থান করতে পারবেন না। আর বিদেশি সংবাদিকেরা ভিসা নিয়ে দেশটিতে অবস্থান করতে পারবেন মাত্র ২৪০ দিন। যদিও তাঁরা বাড়তি আরও ২৪০ দিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার আবেদন করতে পারবেন। তবে চীনের সাংবাদিকেরা ব্যতিক্রম। তাঁরা শুধু ৯০ দিনের ভিসা পাবেন। এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি শিক্ষার্থীরা তাঁদের শিক্ষা কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং বিদেশি সাংবাদিকেরা তাঁদের নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব না শেষ হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করতে পারেন। যদিও অভিবাসী নন, এমন কাউকে যুক্তরাষ্ট্রে ১০ বছরের বেশি অবস্থানের জন্য ভিসা দেয় না মার্কিন সরকার। যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, তারা অনির্দিষ্টসংখ্যক এমন বিদেশি শনাক্ত করতে পেরেছে, যাঁরা নিজেদের শিক্ষা কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়িয়ে চলেছেন। এর উদ্দেশ্য, তাঁরা যেন শিক্ষার্থী হিসেবে 'চিরদিন' যুক্তরাষ্ট্রে থেকে যেতে পারেন। এর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রশাসনগুলোর ওপর দায় চাপিয়েছে দপ্তরটি।

ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির ভাষ্য অনুযায়ী, ওই বিদেশি শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তাঝুঁকি তৈরি করছেন এবং মার্কিন করদাতাদের দেওয়া অর্থে ভাগ বসাচ্ছেন। যদিও তাঁরা কীভাবে ভাগ বসাচ্ছেন, তার ব্যাখ্যা দেয়নি মার্কিন দপ্তরটি। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩ সালে মার্কিন অর্থনীতিতে ৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ এসেছিল বিদেশি শিক্ষার্থীদের থেকে। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ১১ লাখের বেশি বিদেশি শিক্ষার্থীকে স্বাগত জানিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। এটি ছিল বিশ্বের অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি। এমন পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রশাসনের নতুন সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়েছে দেশটির কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিনিধিত্বকারী জোট অ্যালায়েন্স অব হায়ার এডুকেশন অ্যান্ড ইমিগ্রেশন। তারা বলেছে, এটি শিক্ষাসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর একটি বাধা।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE	ATLANTA	BROOKLYN	JACKSON HTS
212-808-0790	770-936-9906	718-853-9558	718-507-6002

BRONX	JAMAICA	MICHIGAN	OZONE PARK	PATERSON
718-822-1081	347-644-5150	313-368-3845	347-829-3875	973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস

সেবা সমূহ

ব্যানার	পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড	মগ
ক্যালেন্ডার	ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন	লেভেল/স্টিকার্
ফ্লায়ার	আইডি কার্ড
মেনু	টি-শার্ট
পত্রিকা এড	রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড	ভিজিটিং কার্ড
পোষ্টার	লেমিনেশন
ক্রেস্ট	ফোল্ডার

We are in
Jackson Heights
NY 11372

আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং

www.bigdesignus.com

সুবিধা সমূহ
- সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
- জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
- কাজের সুন্দর পরিবেশ
- ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা

BIG DESIGN
PROFESSIONAL

37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

পূরণ হতে যাচ্ছে প্রবাসী ভোটারদের স্বপ্ন!

(প্রথম পাতার পর)

কানাডা যাচ্ছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। সঙ্গে জেলা পর্যায়ের এক কর্মকর্তা। সরকার ও ইসির দায়িত্বশীল সূত্রগুলো মানবজমিনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সূত্র মতে, প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিতের দাবিটি দুই যুগের বেশি সময়ের। এরমধ্যে অনেক শাসক ও সরকার বদল হয়েছে। কিন্তু প্রবাসীদের ভোটাধিকারের দাবিটি সেই তিমিরেই রয়ে গেছে! দেশের প্রায় সোয়া কোটি প্রবাসী তাদের নাগরিক অধিকার প্রয়োগের জন্য মুখিয়ে আছেন জানিয়ে এক কর্মকর্তা বলেন, বিশেষ করে '২৪-এর রক্তাক্ত গণ-অভ্যুত্থানের ফসল বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার এবং পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশনের কাছে ওই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার প্রবাসীদের যৌক্তিক এবং দীর্ঘদিনের দাবিটি বাস্তবায়নে প্রচণ্ড চাপ রয়েছে। ৯টি দেশে থাকা ৪৮ হাজার ৮০ জন প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) জন্য আবেদন করে পরবর্তী সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছেন। তারা অত্যাসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে কোনো পদ্ধতিতে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চান।

দেশ মাতৃকার জন্য বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে নিজের পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রকে মজবুত করে তুলতে ভিন দেশে অক্লান্ত পরিশ্রম করা প্রবাসীরা ভোট-বঞ্চনার কারণে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নিজেদের অংশীদারিত্ব অনুভব করতে পারছে না। অতীতের সরকারগুলোর উদাসীনতাই এই বঞ্চনা তথা সংকটের মূল কারণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও প্রবাসী নেতারা। প্রবাসীদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণের ট্রায়াল রানের উদ্যোগ নেয়ার ইসি এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে সেন্টার ফর এনআরবি। সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট এম এস সেকিল চৌধুরী বলেন, নির্বাচন কমিশন কানাডায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রমের এই উদ্যোগকে প্রবাসীদের ভোটাধিকারে অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পাশাপাশি এটি ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করছি। কারণ অবস্থানগত কারণে প্রবাসীরা খানিকটা চাপ এবং ভয়ের ঊর্ধ্বে। তবে তিনি বলেন- কোন পদ্ধতিতে তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন এটা এখনো স্পষ্ট নয়। যদি পোস্টাল ব্যালটে হয় তাহলে বেশির ভাগ (৬০-৭০ ভাগই শ্রমজীবী) ভোট দিতে যাবেন না। অনলাইনে হতে পারে কিনা? তা নিয়ে আরও চিন্তাভাবনা করা উচিত। কিন্তু এটি যে শুরু হচ্ছে- এটা কিন্তু বড় খবর। এজন্য সংশ্লিষ্টরা প্রবাসীদের তরফে নিশ্চয়ই সাধুবাদ পেতে পারেন। আমি তো খুশিই।

সিইসি'র কানাডা সফর এবং... : এদিকে সিইসি'র কানাডা সফর বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) উপ-সচিব মো. শাহ আলমের সই করা নতুন অফিস আদেশ জারি হয়েছে। তাতে বলা হয়- আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর সিইসি সরকারি সফরে কানাডা অবস্থান করবেন। সফরকালে কানাডায় বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভোটার নিবন্ধন এবং জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করবেন তিনি। তিনি টরন্টো ও অটোয়ায় ভোটার নিবন্ধন কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন। সেখানে প্রবাসী ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগ কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন। ওই অফিস আদেশ মতে, আসন্ন সংসদ নির্বাচনের ভোটদান প্রক্রিয়ায় (দেশের বাইরে ভোটদান) সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য টরন্টো ও অটোয়াতে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে একটি সভায় যোগদান করবেন সিইসি। ১৩ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে ব্যক্তিগত খরচে অবস্থান করবেন। লালমনিরহাট জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. লুৎফুল কবির সিইসি'র সরকারি সফরের সঙ্গী হিসেবে থাকবেন। স্মরণ করা যায়, প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হতে কী কী দলিল প্রয়োজন হবে, তা নির্ধারণ করে একটি পরিপত্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সেখানে মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্টধারীদেরও ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। ইসি সূত্র জানায়, পরিপত্রটি সংশ্লিষ্ট সব হাইকমিশনার/রাষ্ট্রদূত বরাবরও পাঠানো হয়েছে। সেখানে ভোটার হতে সবমিলিয়ে ১১ ধরনের দলিল প্রয়োজন হবে বলে উল্লেখ করা হয়। তবে সব দলিল সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পরিপত্রে বলা হয়, অনলাইনে পূরণ করা আবেদনপত্রের তথ্যসংশ্লিষ্ট ভোটার এলাকার নির্বাচন কর্মকর্তার সরজমিন তদন্ত প্রতিবেদন আবশ্যক হবে।

বাংলাদেশে ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ৬৩ লাখ

ঢাকা : বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য হালনাগাদের পর দেশে এখন ভোটার ১২ কোটি ৬৩ লাখ ৭ হাজার ৫০৪ জন। গত ৩১ আগস্ট সম্পূরক ভোটার তালিকা প্রকাশ করে এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ। তিনি জানান, নতুন ভোটারের খসড়ায় ছিল ৪৫ লাখ ৭১ হাজার ২১৬ জন। এতে আরও যুক্ত হয়েছে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৬৪২ জন। সব মিলিয়ে ৪৭ লাখ ৮ হাজার ৮৫৮ জন ভোটার বেড়েছে। অন্যদিকে, সংসদ নির্বাচনের তফসিলের আগে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে আগামী ৩০ নভেম্বর। গত ১০ আগস্ট খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছিল নির্বাচন কমিশন। দাবি-আপত্তি নিষ্পত্তি শেষে ৩১ আগস্ট চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হলো। নির্বাচন কমিশন জানায়, হালনাগাদের পর পুরুষ ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি ৪১ লাখ ৪৫৫ জনে; নারী ভোটার সংখ্যা হয়েছে ৬ কোটি ২২ লাখ ৫ হাজার ৮১৯ জন এবং ১ হাজার ২৩০ জন হিজড়া। রোজার আগে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে। আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যাদের বয়স ১৮ হবে, তাদের যুক্ত করে ভোটের জন্য চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ৩০ নভেম্বর। হালনাগাদে এবার নারী বাড়লেও সচেতনতা ও সহযোগিতা চায় ইসি : ২০২৫ সালের ২ মার্চের ১২ কোটি ৩৭ লাখ ভোটারের মধ্যে পুরুষ ভোটার বেশি ছিল প্রায় ৩০ লাখ। এরপরে হালনাগাদে ব্যবধান কমেছে ১০ লাখের বেশি। গত ২ মার্চ মোট ভোটার তালিকায় পুরুষ ছিল ৬ কোটি ৩৩ লাখ ৬১ হাজার ৬১৫ জন; নারী ছিল ৬ কোটি ৩ লাখ ৬৯ হাজার ৬৬৫ জন এবং হিজড়া ছিল ৯৯৪। এ ছাড়া হালনাগাদে যুক্ত হয়েছে পুরুষ ১৮ লাখ ৭০ হাজার ২০৩ জন; নারী ২৭ লাখ ৭৬২ জন ও হিজড়া ২৫১ জন। হালনাগাদে মৃত বাদ ২১ লাখ ৩২ হাজার ৫৯০ জন (এর মধ্যে পুরুষ ১২ লাখ ২৪ হাজার ৯০২; নারী ৯ লাখ ৭ হাজার ৬৬৭ এবং হিজড়া ২১)।

ভোট কেন্দ্র সংস্কারে প্রয়োজন ১১০ কোটি টাকা : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ২ হাজার ৪৯ ভোট কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী। মেরামতে ১১০ কোটি ২৭ লাখ টাকা প্রয়োজন। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন (ইসি) থেকে ভোট কেন্দ্র সংস্কার করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিলে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এমন তথ্য জানিয়েছে। অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. আলতাফ হোসেনের তৈরি করা ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোট কেন্দ্র হিসেবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের আওতাধীন যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেরামত ও সংস্কার কাজ করা প্রয়োজন এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১ হাজার ৪৯০টি। ওই ভোট কেন্দ্রগুলো মেরামতের জন্য মাঠপর্যায় থেকে প্রাপ্ত চাহিদার পরিমাণ ৩ হাজার ৩৭৮ দশমিক ৭৮ লাখ টাকা এবং যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ প্রয়োজন সে রূপ ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৫৫৯টি। এসব সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য মাঠপর্যায় থেকে প্রাপ্ত চাহিদার পরিমাণ ৭ হাজার ৬৪৮ দশমিক ৪৯০ লাখ টাকা। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের আওতাধীন ভোট কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃতব্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের মেরামত ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য ১১০ কোটি ২৭ লাখ টাকা প্রয়োজন। অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. আলতাফ হোসেন সম্প্রতি এক চিঠিতে ওই পরিমাণ বরাদ্দ দিতে শিক্ষা সচিবকে চিঠিও দিয়েছেন, যার অনুলিপি নির্বাচন কমিশনকেও দেওয়া হয়েছে।

দেশ থেকে পাচার ২২লাখ কোটি টাকা

(প্রথম পাতার পর)

সময়ে ব্যাংক খাতে সবচেয়ে বেশি অর্থ পাচার ও ঋণ জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে। যার বেশির ভাগ সংঘটিত হয় ঋণপত্র বা এলসির মাধ্যমে। পণ্য আমদানির নামে এলসি খুলে কথিত পণ্য দেশে না আনা এবং কম পরিমাণে পণ্য আমদানি করে এর চেয়ে বেশি অর্থ পরিশোধ করে দেশ থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ পাচার করা হয়েছে। এভাবে শুধু এলসির আড়ালেই পাচার করা হয়েছে ২২ লাখ কোটি টাকার বেশি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থ পাচার করে এস আলম গ্রুপ। এরপরই রয়েছে বেক্সিমকো গ্রুপ। নাসা গ্রুপের পাচারের টাকাও কম নয়। এছাড়া রপ্তানির আড়ালে বিসমিল্লাহ ও ক্রিসেন্ট গ্রুপের টাকা পাচারের প্রমাণ মিলেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে বেরিয়ে এসেছে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে দেশ থেকে ২৩ হাজার ৪০০ কোটি ডলার পাচার হয়েছে। এর মধ্যে আমদানি ও রপ্তানির আড়ালে ৭৫ শতাংশ অর্থ পাচার হলে এর পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ১৭ হাজার ৫৫০ কোটি ডলার, যা স্থানীয় মুদ্রায় প্রায় ২২ লাখ কোটি টাকা।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সভাপতি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম বলেন, বিগত সরকারের আমলে দেশ থেকে যারা নানা প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে টাকা পাচার করেছে, তাদের অনেককেই চিহ্নিত করা হয়েছে। পাচার করা টাকায় বিদেশে সম্পদ গড়ারও সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া গেছে। কিন্তু এরপরও পাচার করা সম্পদ ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তেমন অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, পৃথিবীর অনেক দেশ পাচার করা টাকা ফিরিয়ে আনার নজির স্থাপন করেলেও বাংলাদেশ এখনো সফলতা দেখাতে পারেনি। বর্তমান সরকার পাচার করা টাকা ফিরিয়ে আনতে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু শিগ্গিরই ফলাফল আসবে বলে আমার মনে হয় না। তিনি মনে করেন, আদালতের মাধ্যমে পাচারকারীদের শাস্তি না হলে পাচার করা টাকা ফেরানো যাবে না। সবকিছু মিলে বাংলাদেশের বাস্তবতার আলোকে এ টাকা ফেরানো যাবে বলে বিশ্বাস করি না। এটাই হলো বাংলাদেশের বাস্তবতা।

যেভবে পাচার হয় : অর্থ পাচারের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়াও ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও দুর্নীতিগ্রস্ত সুবিধাবাদী ব্যাংকাররা জড়িত। একই সঙ্গে অর্থ পাচারের ক্ষেত্রে অস্তিত্বহীন কোম্পানি, প্রকল্পের খরচ বাড়িয়ে দেখানো, ভুয়া বা মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন, প্রকৃত তথ্য গোপন এবং জামানতের মূল্য বেশি দেখিয়ে জালিয়াতি করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তারা নিজের স্বার্থ, পরিচালকদের চাপ ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার হস্তক্ষেপকে কাজে লাগিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে এসব অপকর্মের ভাগ নেওয়া ছাড়াও কেউ কেউ পদোন্নতিসহ প্রাইজ পোস্টিং বাগিয়ে নিতে এসব কাজে বেশি তৎপর ছিলেন। দুহাত প্রসারিত করে ঋণ জালিয়াতি ও পাচারে সহায়তা করেছেন। এজন্য বড় জালিয়াতিগুলো এসব সিন্ডিকেটের প্রযোজনায় সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু যারা দেখার, তারা দেখেও না দেখার ভান করায় ব্যাংক খাতের এসব ডাকাতির ঘটনা অনেকটা নির্বিঘ্নে ঘটেছে। অর্থ পাচারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানার ব্যাংক একটি বড় মাধ্যম। এক্ষেত্রে এগিয়ে এস আলম গ্রুপ। এই গ্রুপের কর্ণধার সাইফুল আলম নিজেই নয়টি ব্যাংক দখল করে নেন। এরপর নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকা ব্যাংক থেকে অব্যাহতভাবে ভুয়া এলসি খুলে বিদেশে টাকা পাচার করেন। নামে-বেনামে থাকা এস আলম গ্রুপের সাজানো ঋণগ্রহীতারা পরিকল্পনা অনুযায়ী যথারীতি ঋণ নিয়েছেন; কিন্তু সেগুলো আর পরিশোধ করেনি। একপর্যায়ে ফোর্স লোন সৃষ্টি করে বিদেশি নেগোসিয়েটিং ব্যাংকের অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য হয়েছে স্থানীয় ব্যাংকগুলো।

পাচারের শীর্ষে এস আলম : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদন্তে এখন পর্যন্ত এস আলম গ্রুপের ব্যাংকিং খাতে ২ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতির ঘটনা ধরা পড়েছে। এর মধ্যে ১ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়। এই গ্রুপের পাচারের বড় মাধ্যম ছিল ভুয়া এলসি। এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার করে বিদেশে গ্রুপটির ব্যাংক হিসাবে এসব অর্থ স্থানান্তর করা হয়। অফশোর ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওয়তায় বিদেশ থেকে পণ্য আমদানির জন্য ঋণ নিয়ে ইসলামী ব্যাংকে এলসি খোলা হয়। এলসির আওতায় পণ্য দেশে না এনে ১৮ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে পাচার করেন গ্রুপের কর্ণধর এস আলম মাসুদ। পরে ইসলামী ব্যাংক ওই অর্থ গ্রাহকের (এস আলম গ্রুপ) নামে ফোর্স লোন তৈরি করে বিদেশের নেগোশিয়েটিং ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করে। কিন্তু এলসি ওপেন করা ঋণগ্রহীতারা বিপুল অঙ্কের এই টাকা পরিশোধ না করায় পুরো ১৮ হাজার কোটি টাকাই এখন খেলাপি। এর বাইরেও তিনি অফশোর ব্যাংকিংয়ের আওতায় আরও অর্থ পাচার করেন। এস আলম গ্রুপের দখল করা ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক এবং গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক থেকে পর্ষদে অনুমোদন না নিয়েই লাখ কোটি টাকার বেশি সরিয়ে নেওয়া হয়। এসব অর্থ বিদেশে এস আলম গ্রুপের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে স্তানান্তর করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের একটি শাখা থেকেই এস আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজের নামে ঋণ নেওয়া হয়েছে ৭ হাজার কোটি টাকা। শিল্পের কাঁচামাল আমদানির এলসির আড়ালে এসব ঋণের একটি অংশ বিদেশে পাচার করা হয়েছে। এ কাজে ব্যাংকের এমডি, ডিমএমডি এবং এস আলমের নিয়োগ করা কর্মীরা সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু সবকিছু জেনেও সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের সবুজসংকেত থাকায় নীরব ছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

জনতা ব্যাংক লুট করে বেক্সিমকো : জনতা ব্যাংকের স্থানীয় কার্যালয় থেকে পানির মতো ঋণ নিয়েছে বেক্সিমকো গ্রুপ। অথচ ঋণের বিপরীতে যেমন জামানত নেই, তেমনই ঋণ অনুমোদনের আগেই অর্থ ছাড় করার নজির রয়েছে। গ্রুপের কর্ণধার সালমান এফ রহমানের রাজনৈতিক প্রভাবে জনতা ব্যাংক চাহিদামতো দফায় দফায় ঋণের জোগান দিয়েছে। কিন্তু কোনো নথিপত্র যাচাই-বাছাই ছাড়াই ইচ্ছামতো ঋণ অনুমোদন করে দেয় পরিচালনা বোর্ড। এজন্য ব্যাংকের শুধু এক শাখা থেকেই ঋণ নিতে পেরেছিল ২৭ হাজার কোটি টাকা। কিছু ঋণ সমন্বয়ের ফলে এখন তা ২৫ হাজার কোটি টাকায় নেমে এসেছে। এসব ঋণের বড় অংশই ক্রেডিট কার্ড ও এলসির আড়ালে বিদেশে পাচার করা হয়।

নাসাও কম যাননি : নাসা গ্রুপ আমদানি ও রপ্তানির আড়ালে মোটা অঙ্কের অর্থ পাচার করেছে। আওয়ামী লীগ আমলে গ্রুপের নামে কমপক্ষে ২ হাজার কোটি টাকা পাচারের তথ্য মিলেছে। এসব অর্থে বিদেশে কোম্পানি খুলে দিব্বি ব্যবসা করা হচ্ছে। এমনকি নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার বর্তমানে কারাগারে থাকলেও তিনি প্রভাবশালী বিভিন্ন মহলকে সুবিধা দিয়ে তার সাম্রাজ্য টিকিয়ে রেখেছেন।

সততার আড়ালে ভয়ংকর পাচারকারী : সাইফুজ্জামান চৌধুরী আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ভূমিমন্ত্রী থাকাবস্থায় নিজেকে অতি সৎ হিসাবে জাহির করেন। মন্ত্রণালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে ঘনঘন অ্যাসি ল্যান্ড অফিসে সারপ্রাইজ ভিজিট করতেন। সরকারি গাড়ি ব্যবহার করতেন না। এমনকি তিনি তার বেতন-ভাতা ট্রাস্টের মাধ্যমে গরিব অসহায় মানুষের মধ্যে দান করে দিতেন। যদিও বছরের বেশির ভাগ সময় বিদেশে থাকতেন। কিন্তু হাসিনার পতনের পর এই ভদ্রলোকের মুখোশটা খসে পড়লে সবাই হতভম্ব হয়ে যান। পাচার করা অর্থে বিদেশে তার বিপুল পরিমাণ অর্থসম্পদের ফিরিস্তি দেখে সবার চক্ষু চড়কগাছ অবস্থা। শুধু ইউসিবি থেকেই নামে-বেনামে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা পাচার করেছেন এলসি ও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। এই ব্যাংকের তিনিই ছিলেন অন্যতম ক্ষমতাধর ব্যক্তি। ঋণ দেওয়ার নামে অনেকের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের কমিশন নিতেন।

আরও যত বড় অঙ্কের পাচার : জনতা ব্যাংক থেকে অ্যানন টেক্স গ্রুপ ভুয়া জামানত বা জামানতের মূল্য বেশি দেখিয়ে প্রায় সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। ঋণের অঙ্ক বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা। যার পুরোটাই খেলাপি। ক্রিসেন্ট গ্রুপ জনতা ব্যাংক থেকে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। এর মধ্যে দেড় হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। ঋণের অর্ধেক এখন খেলাপি। বেসিক ব্যাংক থেকে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা লুট করা হয়েছে বিভিন্নভাবে। এর মধ্যে ভুয়া নথি তৈরি করে অস্তিত্বহীন কোম্পানির ঋণ দেওয়া হয়। ঋণের একটি বড় অংশ এলসির আড়ালে বিদেশে পাচার করা হয়। আরও একটি অংশ বেসিকের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল হাই বাচ্চুকে ঘুস বা কমিশন হিসাবে দেওয়া হয়, যা হুন্ডি অথবা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে বিদেশে পাচার করা হয়। যদিও বহুল আলোচিত এই বাচ্চুর টিকিটি আজ পর্যন্ত কেউ স্পর্শ করতে পারেনি। বর্তমান সরকারের আমলে শুধু মামলা হয়েছে। সোনালী ব্যাংক থেকে হলমার্ক গ্রুপ জালিয়াতি করে সরিয়েছে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা। অভ্যন্তরীণ রপ্তানি বিল ইস্যু করে বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে বিক্রি করে ওইসব টাকা আত্মসাৎ করেছে। বিলের বিপরীতে সোনালী ব্যাংক থেকে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে সোনালী ব্যাংক কিছু বিলের বিপরীতে গ্যারান্টি দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছে। বিসমিল্লাহ গ্রুপ ৭টি ব্যাংক থেকে ভুয়া রপ্তানির প্রকল্প দেখিয়ে এবং রপ্তানির জন্য কাঁচামাল আমদানির এলসি খুলে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা নিয়ে বিদেশে পাচার করেছে। অথচ তারা কোনো কাঁচামাল দেশে আনেনি এবং পণ্যও রপ্তানি করেনি। পুরো ঋণটিই এখন খেলাপি। ভুয়া কাগজপত্র ও চাহিদার চেয়ে বেশি ঋণ নিয়ে এনআরবি কমার্শিয়াল ও ফারমার্স ব্যাংক থেকে লোপাট হয়েছে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা। সাবেক ফারমার্স ব্যাংকের অর্থ লোপাটের সঙ্গে জড়িত ছিলেন আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও ব্যাংকটির উদ্যোক্তা পরিচালক মহীউদ্দীন খান আলমগীর। এদিকে সম্প্রতি বিআইবিএম-এর এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশ থেকে পাচার হওয়া মোট অর্থের প্রায় ৭৫ শতাংশই বাণিজ্যের মাধ্যমে হচ্ছে। আমদানি ও রপ্তানির সময় মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে এই বিপুল অর্থ দেশ থেকে পাচার হয়। ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত আমদানি ও রপ্তানির সময় মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে ৮২৭ কোটি ডলার পাচার হয়েছে। ২০২৪ সালে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে বিআইবিএম-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে বাণিজ্যের আড়ালে বছরে গড়ে ১ হাজার ৬০০ কোটি ডলার পাচার হয়েছে। এই অর্থ পাচার মূলত বস্ত্র, ভোগ্যপণ্য ও জ্বালানি পণ্য আমদানির এলসির বিপরীতে পাচার হয়। এতে আরও বলা হয়, আমদানি-রপ্তানি মূল্য যাচাইয়ের তথ্যভান্ডারে সুবিধা নিতে পারে ৫০ শতাংশ ব্যাংক। বাকি অর্ধেক ব্যাংক পারে না। এ কারণে এসব ব্যাংক অর্থ পাচার রোধ করতে পারছে না।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

দলের সমাজতন্ত্রী অবস্থান থেকে সরে গেলেন মামদানি

(প্রথম পাতার পর)

প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেটি পার্টির জোহরান মামদানি নিজেকে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীর অবস্থান থেকে সরিয়ে এনেছেন। গত জুন মাসে অনুষ্ঠিত ডেমোক্রেটিক প্রাইমারীতে যদিও তিনি দলের অন্য সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিপুল ভোটে হারিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন, কিন্তু এর পরই তাকে প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়। ডেমোক্রেটরাই বহুলাংশে এই বিরোধিতায় মাঠ উত্তপ্ত করেন যে, মামদানি একজন সোস্যালিষ্ট, তার আদর্শ সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম, যা যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এমনকি কেউ কেউ তাকে ১৯৫৪ সালের কমিউনিস্ট বিরোধী একটি আইন প্রয়োগ তাকে গ্রেফতার ও ডিপোর্ট করার আহবান জানান। মামদানি কখনো নিজের রাজনৈতিক আদর্শ আড়াল করতে চাননি। ফলে তার বিরোধীরা তার বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। নির্বাচনের আর মাত্র দুই মাস বাকি। এ সময়ের মধ্যে তাকে আঁটঘাট বেঁধে ফেলতে হবে। তিনি আর কাউকে সুযোগ দিতে রাজি নন যে কেউ তাকে রাজনৈতিকভাবে পরাভূত করতে এবং বিশেষ করে মেয়র পদে সামনের নির্বাচনে তার অবশ্যম্ভাবী বিজয়কে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এ সম্পর্কে তিনি গত বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। একজন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী হিসেবে তার প্রধান অ্যাজেন্ডার মধ্যে ছিল অসদাচরণমূলক সকলঅপরাধ দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং স্থানীয় কারাগারগুলো বন্ধ করে দেওয়া।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলোচনাকালে তিনি বলেন, আমার অ্যাজেন্ডা প্রকৃত অর্থে জাতীয় ডেমোক্রেটিক সোসাস্যালিস্টস অফ আমেরিকা'র অ্যাজেন্ডার মতো নয়। তিনি আসলেই অসদাচরণমূলক অপরাধ দূর করতে চান কিনা জানতে চাইলে মামদানি উত্তর তিনি দেন, 'না,' আপনারা আমার নির্বাচনী অ্যাজেন্ডার মধ্যে কোথাও এটি খুঁজে পাবেন না, কারণ এটি সেখানে নেই। তবুও প্রতিপক্ষ প্রার্থীরা আমার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ আনছেন, ভোটারদের বিভ্রান্ত করার জন্য।' মামদানি আগামী ৪ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় মেয়র নির্বাচনের আগে তার প্রচারণার সুর তুলনামূলকভাবে নমনীয় করেছেন। প্রাইমারি নির্বাচনের আগে তিনি নিউইয়র্ক সিটি পুলিশের বাজেট হ্রাস করার পক্ষে জোরেশোরে কথা বললেও এখন তিনি তার সেই অবস্থান থেকেও সরে এসেছেন।

মামদানির ডেমোক্রেটিক সোস্যালিষ্ট আমেরিকা'র যোগসূত্র তার বিরুদ্ধে রিপাবলিকানদের প্রচারণার একটি বড় সুযোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তার চেয়ে বড় আক্রমণ মোকাবিলা করতে হচ্ছে প্রাইমারিতে পরাজিত ডেমোক্রেটিক প্রতিদ্বন্দ্বী নিউইয়র্ক স্টেটের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু ক্যুমো। তিনি মামদানির ডেমোক্রেটিক সমাজতন্ত্রী হওয়ার বিষয়টি নিয়ে তাকে পদে পদে ঘায়েল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ক্যুমো বলে যাচ্ছেন যে মামদানির নীতিগুলো খুবই বিপজ্জনক। মামদানি গত বৃহস্পতিবার ইস্ট হারলেমের একটি ওক গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, যেখানে মাত্র একদিন আগে সেখানে বন্দুকধারীদের বিক্ষিপ্ত গুলিতে ৬৯ বছর বয়সী মহিলা নিহত হয়েছিলেন। ক্যুমো অপর এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বলেন যে, আপনার ডেমোক্রেটিক সোস্যালিষ্ট আমেরিকা এবং মামদানির অ্যাজেন্ডাগুলো মিলিয়ে দেখুন, যার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মামদানির মুখপাত্র ডোরা পেকি এ প্রসঙ্গে বলেন মামদানির অ্যাজেন্ডা তার ওয়েবসাইটেই রয়েছে, যা ডেমোক্রেটিক সোস্যালিষ্ট আমেরিকা'র অ্যাজেন্ডা থেকে সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন। উল্লেখ্য, ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে মামদানির কাছে ক্যুমো ১২ পয়েন্টে পরাজিত হয়েছিলেন। সাম্প্রতিক জরিপগুলো অনুসারে এখনো মামদানির অবস্থান তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রো ক্যুমোর ওপরে রয়েছে। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস সিলওয়া এবং চতুর্থ অবস্থানে পুন:নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস। ২০২০ সালের মেয়র নির্বাচনে অ্যাডামস ডেমোক্রেটিক প্রার্থী হিসেবে মেয়র নির্বাচিত হন। কিন্তু মেয়র হিসেবে তার অনেক কাজে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ায় ডেমোক্রেট নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে তার দূরত্ব সৃষ্টি হয় এবং তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠায় এফবিআই এর তদন্তে তিনি নাস্তানাবুদ হয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও রিপাবলিকান নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তা সত্বেও মামদানির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাকে ব্যতিব্যস্ত রাখার চেষ্টা চালাতে কোনো ছাড় দিচ্ছে না।

ডিপোর্টেশনের ওপর ফেডারেল আদালতের নিষেধাজ্ঞা

(প্রথম পাতার পর)

স্টেটের সীমান্ত দিয়ে বেআইনীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পরই সীমান্ত রক্ষী কর্তৃক আটক কিংবা স্বেচ্ছায় গ্রেফতার বরণকারীদের আদালতে শুনানী ছাড়াই নিজ দেশে ফেরৎ পাঠানোর যে নির্দেশ গত জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জারি করেছিলেন তার বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশের নির্দেশ দিলো মার্কিন ফেডারেল আদালত। ২৯ আগস্ট শুক্রবার ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত ফেডারেল আদালতের জজ জিয়া এম কোব প্রদত্ত এই রুলিং অনুযায়ী গ্রেফতারকৃতদের বহিষ্কারের আগে অবশ্যই বিচারিক আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। এই রুলিংয়ের ফলে ট্রাম্পের ব্যাপক বহিষ্কারের প্রক্রিয়া থমকে দাড়ালো বলে মনে করা হচ্ছে। নিউইয়র্কস্থ ইমিগ্রান্টদের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে কর্মরত 'মেইক দ্য রোড নিউইয়র্ক'র পক্ষে এই আইনি লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছিল 'আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় মেয়াদের জন্যে শপথ গ্রহনের পরদিন অর্থাৎ গত ২১ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প র্কতক জারিকৃত এক আদেশে বলা হয় যে, দু'বছরের কম সময় যাবত অবৈধভাবে বসবাসরতদের ঢালাওভাবে গ্রেফতার ও বহিষ্কার করা হবে। কিন্তু আগের আইন অনুযায়ী সীমান্তের ১০০ মাইলের মধ্যে ১৪ দিনের কম সময় যাবত অবৈধভাবে বসবাসরতদেরকেই গ্রেফতার ও বহিষ্কারের ক্ষমতা ছিল ফেডারেল প্রশাসনের। ফেডারেল জজ জিয়া এম কোব তার রুলিংয়ে উল্লেখ করেছেন যে, ট্রাম্প প্রশাসন এই বিধি অব্যাহত রাখতে পারবেন। মিয়া এক কোব বলেছেন, কংগ্রেসের অনুমোদন ব্যতিত অবৈধভাবে প্রবেশকারিদেরকে গ্রেফতারের পরই নিজ দেশে ফেরৎ পাঠানোর এখতিয়ার নেই প্রেসিডেন্টের। এ ধরনের পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে অবৈধদের পাশাপাশি বৈধভাবে বসবাসরতরাও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মনোনীত বিচারক কোব বলেছেন, ইতিপূর্বে যারা সীমান্তে কোন ধরনের ইন্সপেকশন ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকে স্থায়ীভাবে বসবাসের আবেদন করেছেন এবং সে সব আবেদন পেন্ডিং রয়েছে, তারা তোন ট্রাম্পের নয়া নির্দেশের আওতায় পড়তে পারেন না। তারা তো আইনে প্রদত্ত সুযোগ পাবেন। এবং সরকারকে তা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের আমলে তৈরী একটি আইন অনুযায়ী অবৈধ অভিবাসীরা গ্রেফতার এড়ানোর জন্যে নিকটস্থ ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছে এসাইলামের আবেদন করতে পারেন। তাদের সে আবেদন নাকচ হয়ে গেলে ইমিগ্রেশন কোর্টে আপিলের সুযোগ পান। টাম্প প্রশাসন সেই বিধিকে অবজ্ঞা করছিলেন। এদিকে, সমালোচনার মুখে ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২৯ আগস্ট শুক্রবার জানানো হয়েছে যে, আইস কর্তৃক চলমান অভিযানে গ্রেফতারকৃতদের ৭০% কোন ধরনের অপরাধে লিপ্ত ছিলো না বা দন্ডিত হয়নি। ২১ জানুয়ারি থেকে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত গ্রেফতার হওয়া অবৈধ অভিবাসীর মধ্যে ডিটেনশন সেন্টারে রয়েছেন ৬,১২২৬ জন। এরমধ্যে ১,৮২০৫ জন হলেন দন্ডিত অপরাধি। ১,৫৯৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা ঝুলছে। ২,৭৪২৮ জনের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র অভিবাসনের আইন লংঘনের অভিযোগ রয়েছে। আইস কর্তৃক সরবরাহকৃত এ তথ্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বাচনী অঙ্গিকারের পরিপূরক নয় বলে মানবাধিকার সংস্থাগুলো অভিযোগ করেছে। ট্রাম্প বলেছেন, গুরুতর অপরাধে লিপ্ত অবৈধদেরকেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিস্কার করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে হাজারের বেশি বিক্ষোভ

লেবার ডে'র ছুটির শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে হাজারো মানুষ বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন। তাঁদের দাবি, শ্রমিক সুরক্ষা জোরদার করতে হবে। একই সঙ্গে দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নানা নীতির সমালোচনাও করেন তাঁরা। যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি স্টেটে এক হাজারেরও বেশি বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় বিক্ষোভকারীরা 'ধনকুবেরের চেয়ে শ্রমিক গুরুত্বপূর্ণ' ব্যানার নিয়ে দাঁড়ান। বিক্ষোভকারীদের দাবি, শ্রমিকদের সুরক্ষা জোরদার করতে হবে, স্কুলগুলোকে পুরোপুরি অর্থায়ন করতে হবে, সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া তাঁরা করপোরেট দুর্নীতি, প্রান্তিক সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ এবং ট্রাম্প প্রশাসনের আমলে কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের অতিমাত্রায় হস্তক্ষেপ বন্ধ করারও দাবি জানাচ্ছেন। নিউইয়র্কে ট্রাম্প টাওয়ারের সামনে শত শত মানুষ জড়ো হন। তাঁরা ট্রাম্পের পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দেন এবং প্রেসিডেন্টকে 'ফ্যাসিবাদী' আখ্যা দেন। একদল বাদক বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিলেন। এ সময় শ্রমিকেরা জীবনধারণের জন্য পর্যাপ্ত মজুরি ও সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবার দাবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড তুলে ধরেন।

ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম পারিশ্রমিক : রেস্তোরাঁর কর্মীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন 'ওয়ান ফেয়ার ওয়েজ'-এর সদস্য জিওভান্নি উরিবে আল-জাজিরাকে বলেন, শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করা ধনকুবেরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তিনি বিক্ষোভে যোগ দিয়েছেন। উরিবে বলেন, 'নিউইয়র্ক নগরের পরিষেবা খাতের কর্মীরাই এই শহরের মেরুদণ্ড। ন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আমাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁরা কর্মীদের ন্যূনতম মজুরি না দিয়ে ন্যূনতমের কম পারিশ্রমিক চালু রাখতে চাইছে। বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু দরকার, আমরা সেটুকু মজুরি চাই।' যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি ঘণ্টায় ৭ দধমিক ২৫ ডলার। ২০০৯ সালের পর থেকে এই মজুরি আর বৃদ্ধি করা হয়নি। এর একটি কারণ হলো শিল্পগোষ্ঠীর সফল লবিং। ওয়েটার বা টিপ-নির্ভর (বকশিশ) সেবাকর্মীদের জন্য নির্ধারিত 'ন্যূনতমেরও নিচের' মজুরি মাত্র ২ দশমিক ১৩ ডলার। সর্বশেষ ১৯৯১ সালে এ মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল। আইন অনুযায়ী, এই পারিশ্রমিক বাড়িয়ে ন্যূনতম ৭ দশমিক ২৫ ডলার করতে দিতে হবে। তবে অধিকারকর্মীরা বলছেন, প্রায়ই এভাবে শ্রমিকদের মজুরি থেকে বঞ্চিত করা হয়।

শিকাগোতে বিক্ষোভকারীদের নিশানা ন্যাশনাল গার্ড : শিকাগো শহরের কেন্দ্রে হাজারো মানুষ ট্রাম্পের দেওয়া প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নামেন। তিনি লস অ্যাঞ্জেলেস ও ওয়াশিংটন ডিসির মতো শিকাগোতেও ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের হুমকি দিয়েছেন। উল্লিখিত এ দুটি শহরও শিকাগোর মতো ডেমোক্র্যাটশাসিত। বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে মেয়র ব্র্যান্ডন জনসন ঘোষণা দেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অনধিকার চর্চার বিরুদ্ধে শিকাগো প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। এ সময় বিক্ষোভকারীরা শিকাগোর নীল ডোরা কাটা পতাকা ওড়াচ্ছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে জোরালো করতালি পেয়ে মেয়র বলেন, 'এই শহরটিই দেশকে রক্ষা করবে।'

ক্যুমোর চেয়ে ২২% এগিয়ে মামদানি

(প্রথম পাতার পর)

গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে ৫৬: ৪৪ শতাংশ বা ১২ পয়েন্টে পরাস্ত করেছিলেন। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে সে ব্যবধান আরও বেড়েছে। সর্বশেষ জনমত জরিপে অ্যান্ড্রু কুমোর চেয়ে ২২ শতাংশ পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছেন মামদানি। কিন্তু আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে মামদানি জিতবেনই, সে কথা বলার সময় এখনো আসেনি। নির্বাচনে মামদানি ও কুমো ছাড়াও বর্তমান মেয়র এরিক এডামস ও রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া থাকছেন। এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী জিম ওয়ালডেন রয়েছেন। এঁরা সবাই যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন, তাহলে সব ভোট পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে সহজেই জিতে যাবেন মামদানি। কিন্তু এঁদের মধ্যে তিন বা চারজনকে যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াতে রাজি করানো যায়, তাহলে সরাসরি লড়াই হবে মামদানি ও কুমোর মধ্যে। মামদানি ছাড়া বাকি সবার ভোট যদি কুমোর পক্ষে এক বাক্সে রাখার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে নির্বাচনের ফলাফল ভিন্ন হতে পারে। সে লক্ষ্যেই চেষ্টা চলছে কুমোকে সামনে রেখে মামদানির বিপক্ষে একটি অভিন্ন জোট গঠন করার। কোনো সন্দেহ নেই, মামদানির মেয়র পদে প্রার্থিতা এই শহরে অধিকাংশ নাগরিকের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার করেছে। বাংলাদেশি-আমেরিকানসহ অধিকাংশ অভিবাসীই তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু শুধু সেই সমর্থনেই তাঁর পক্ষে জেতা সম্ভব হবে না। জিততে হলে তাঁকে সম্ভাব্য ভোটের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এ কাজে তাঁকে তিনটি প্রধান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। প্রথম চ্যালেঞ্জ হলো ট্রাম্পকুমো মৈত্রী ঠেকানো। একাধিক সূত্রে বলা হয়েছে, মামদানিকে ঠেকাতে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কুমো টেলিফোনে কথা বলেছেন। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী হিসেবে পরিচিত মামদানিকে ট্রাম্প প্রথম দিন থেকেই উন্মাদ ও কমিউনিস্ট অভিহিত করে তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে চলেছেন। অপর দিকে মামদানিকে নিউইয়র্কের জন্য 'বিপজ্জনক' বলে অভিহিত করেছেন কুমো। গাজা প্রশ্নে মামদানির অবস্থান আমেরিকার স্বার্থবিরোধীড় এমন অভিযোগও তাঁর শিবির থেকে করা হয়েছে। ফলে মামদানিকে ঠেকানোর ব্যাপারে ট্রাম্প ও কুমোর একটি স্বাভাবিক অলিখিত আঁতাত রয়েছে। ট্রাম্প যদি ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেন, তাহলে এরিক এডামস ও অন্য দুজন প্রার্থী কুমোর পক্ষে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন। শহরের রিপাবলিকান সমর্থকদের মধ্যেও অধিক উৎসাহের সঞ্চার হবে। কয়েক সপ্তাহ আগেও ট্রাম্পের সমর্থনের কথা যত আস্থার সঙ্গে বলা যেত, এখন তা আর যাচ্ছে না। কুমো কিছুতেই নিজের সমর্থন-ভিত বাড়াতে পারছেন না, বরং মামদানির প্রচারের মুখে তা দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। এর প্রমাণ মিলেছে নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ থেকে সমান অনুদান বা ম্যাচিং ফান্ডের সর্বশেষ হিসাব থেকে। চলতি নিয়মে নিউইয়র্ক নির্বাচনী বোর্ড ভোটারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতি ডলার অনুদানের বিপরীতে ৯ ডলার অনুদান দিয়ে থাকে। সেই হিসাবে বাছাইপর্বের পর মামদানি এ পর্যন্ত প্রায় ২০ লাখ ডলার সরকারি অনুদান পেয়েছেন। অন্যদিকে কুমো পেয়েছেন মাত্র ৪ লাখ ৮২ হাজার ডলার। আরও খারাপ খবর দিয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, কুমো আশা করেছিলেন, মামদানির বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারণায় শহরের অতিধনীদের কাছ থেকে খোলা হাতে অনুদান পাবেন। বাস্তবে তা ঘটেনি। টাইমস জানাচ্ছে, এই শহরের ধনীরা সম্ভবত মেনে নিয়েছেন মামদানির বিজয় ঠেকানো অসম্ভব। এ কাজে অর্থ ঢালার অর্থ হবে সে টাকা জলে ঢালা। একই কারণে ট্রাম্পও হয়তো কুমো থেকে সযত্ন দূরত্ব রক্ষা করে চলবেন।

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ কমিউনিস্ট ঠেকানো। মামদানি বামপন্থী সংগঠন ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্টস অব আমেরিকার একজন সদস্য। তিনি যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা বহুলাংশে এই দলের রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। মামদানি নিউইয়র্কবাসীর ব্যয়ভার কমাতে ধনীদের ওপর অতিরিক্ত আয়কর আরোপের প্রস্তাব করেছেন। বিনা পয়সায় বাস চলাচলের প্রস্তাব করেছেন। এমনকি সরকারি মালিকানায় সস্তায় মুদিখানা খোলার প্রস্তাবও করেছেন। শহরের বাড়িভাড়া আগামী কয়েক বছরের জন্য না বাড়ানোর প্রস্তাবও তাঁর ঘোষিত প্রতিশ্রুতির অন্তর্গত। এ ছাড়া সরকারি খরচে শিশু পরিচর্যার ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি তো রয়েছেই। এই সবই কারও কারও চোখে তাঁকে কমিউনিস্ট বানিয়েছে। এর আগে মামদানি পুলিশের জন্য বাজেট বরাদ্দ কমানোর দাবি তুলেছিলেন। শহর এলাকায় কারাগার রাখারও বিরোধিতা করেছিলেন। সোশ্যালিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে লঘু অপরাধে দণ্ড বাতিল ও যৌনকর্মকে আইনসিদ্ধ করার কথা বলা আছে। মামদানি তারও পক্ষে। শহরের রক্ষণশীলদের কাছে এই সবই ভীষণ আপত্তির। এসব বিষয় বিবেচনায় এনে গত সপ্তাহে সোশ্যালিস্টদের কর্মসূচি সমর্থন করেন না বলে জানিয়েছেন মামদানি। পুলিশের বাজেট হ্রাসও তিনি সমর্থন করেন না বলে জানিয়েছেন। লঘু দণ্ডব্যবস্থা বাতিলেরও সরাসরি বিরোধিতা করেছেন। ফলে রক্ষণশীলদের কোপানল থেকে তিনি রক্ষা পেলেও শহরের প্রগতিশীল ভোটাররা; প্রধানত যাঁদের সমর্থনে এই লড়াইয়ে তিনি এত দূর পর্যন্ত এসেছেন, তাঁরা অসন্তুষ্ট হন কি না, তা দেখার বিষয়। কেউ কেউ বলছেন, এত সহজে নিজের অবস্থান বদল থেকে মনে হয় মামদানি ও অন্যান্য পেশাদারি রাজনীতিকদের মধ্যে কোনো তফাত নেই। তৃতীয় চ্যালেঞ্জ কৃষ্ণকায় ভোটারদের সমর্থন বৃদ্ধি। বাছাইপর্বের নির্বাচনী ফল থেকেই বোঝা গিয়েছিল, মামদানির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে এই শহরের আফ্রিকান-আমেরিকান ভোটারদের সমর্থন অর্জন। প্রায় ৯০ লাখ মানুষের এই শহরে আফ্রিকান-আমেরিকানদের সংখ্যা প্রায় ২০ লাখ বা ২২ শতাংশ। বাছাইপর্বে শহরের ৩৩টি কৃষ্ণকায়-প্রধান এলাকার মাত্র আটটিতে জয়ী হয়েছিলেন মামদানি। কুমো জয়ী হয়েছিলেন বাকি ২৫টি এলাকায়। এই দুর্বলতা মাথায় রেখে মামদানি গত কয়েক সপ্তাহ আফ্রিকান-আমেরিকানপ্রধান অঞ্চলগুলোতে ব্যাপক নির্বাচনী ক্যাম্পেইনে ব্যস্ত রয়েছেন। গত সপ্তাহে তিনি গিয়েছিলেন ব্রঙ্কসের বিখ্যাত নাগরিক অধিকার নেতা আল শার্পটনের ন্যাশনাল অ্যাকশন নেটওয়ার্কের সদর দপ্তরে। শার্পটন তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আপ্যায়ন করেন। ইতিমধ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আফ্রিকান-আমেরিকান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মামদানির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ব্রঙ্কস থেকে নির্বাচিত সাবেক কংগ্রেস সদস্য জামাল বোওম্যান। তবে যে আফ্রিকান-আমেরিকান নেতার সমর্থনের অপেক্ষায় রয়েছেন, তিনি হলেন চলতি মার্কিন কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা হাকিম জেফ্রিস। মামদানির ক্যাম্পেইন থেকে বলা হয়েছে, তারা জেফ্রিসের অনুমোদন লাভের ব্যাপারে আশাবাদী। সেটি বাস্তবায়িত হলে ভোটের লড়াইয়ে মামদানি আরও কয়েক কদম এগিয়ে যাবেন তা নিশ্চিত।

মেয়রপ্রার্থী মামদানি একসময়ের 'র‍্যাপার'

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী জোহরান মামদানি কেবল রাজনীতিবিদই নন, একসময় ছিলেন র‍্যাপারও। চপাটির ইতিহাসের সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে নেয়া কিংবা খাদ্য সমালোচক মাধুর জাফরিকে স্ট্রিট ফুড ট্রাকে ভিডিওতে হাজির করানো– এসবই মামদানির শিল্পীজীবনের অংশ।গত ২৭ আগস্ট এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।উগান্ডায় ভারতীয় পরিবারে জন্ম নেয়া মামদানি বর্তমানে নভেম্বরের নির্বাচনে শীর্ষস্থানীয় প্রার্থী। বহু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এই পটভূমি তাকে নিউইয়র্কের বৈচিত্র্যময় নাগরিকদের কাছে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য করতে পারে।২০২০ সালে কুইন্স থেকে রাজ্য আইনসভায় নির্বাচিত হয়ে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তবে র‍্যাপারের জীবন এখনো তার সরকারি রেকর্ডে রয়েছে। বার্ষিক আর্থিক বিবরণীতে তিনি 'স্বনিযুক্ত র‍্যাপার' হিসেবে পরিচয় দেন, যদিও আয়ের পরিমাণ নিতান্তই সামান্য। তিনি ইয়াং কার্ডামম ও মিস্টার কার্ডামম নামে গান প্রকাশ করতেন।

দ্বিভাষিক র‍্যাপ ও চপাটির গান : শৈশবে বন্ধু হুসেইন আবদুল বার-এর সঙ্গে তিনি ২০১৬ সালে উগান্ডার নিয়ে-নিয়ে সঙ্গীত উৎসবে পারফর্ম করেন। একই বছর তার মা, ভারতীয় চলচ্চিত্রকার মীরা নায়ার পরিচালিত ডিজনির কুইন অব কাটওয়ে মুক্তি পায়। ছবির অভিনেত্রী লুপিতা নিয়োং'ও ও অন্যান্য শিল্পীরা মামদানির এক মিউজিক ভিডিওতেও অংশ নেন।তার একটি বিখ্যাত গান ছিল ভারত ও পূর্ব আফ্রিকার জনপ্রিয় রুটি চপাটি নিয়ে, যেখানে তিনি র‍্যাপ করেন, 'চপাটির মতোই আমার ইতিহাস– উৎপত্তি ভারতে, জন্ম উগান্ডায়। গায়ে বাদামি রং, আমি উগান্ডাবাসী। ইংরেজি আর লুগান্ডা– দুই ভাষাতেই র‍্যাপ করতে পারি।'

মাধুর জাফরির সঙ্গে ভিডিও : অন্য একটি প্রকল্পে খ্যাতিমান ভারতীয় কুলিনারি লেখিকা ও অভিনেত্রী মাধুর জাফরি অংশ নেন। ভিডিওতে হলুদ হুডি পরে তিনি নাচেন, র‍্যাপ করেন এবং মজাদার ভঙ্গিতে কটূক্তি করেন, আর মামদানি ছিলেন এপ্রোন পরা এক ফুড ভেন্ডরের ভূমিকায়।

জাফরি পরে গুড মর্নিং ব্রিটেন-এ মজা করে বলেন, 'লেডি ম্যাকবেথ হয়ে আমি খুন করতে পারি, তাই কয়েকটা অশ্লীল শব্দ উচ্চারণে কী-ই বা আসে যায়?'

রাজনীতি ও র‍্যাপারের মিল : রাজনীতিতে প্রবেশ করলেও মামদানি তার গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক অবস্থান ধরে রেখেছেন বলে জানান তার বন্ধু ও সাউন্ড প্রডিউসার ম্যাগনাস থমসন। আর উৎসব সহ-প্রতিষ্ঠাতা ডেরেক ডেব্রু মনে করেন, র‍্যাপার মামদানি আর রাজনীতিবিদ মামদানি একই মানুষ– যিনি নিজের শিকড় ও পরিচয়কে লুকিয়ে না রেখে গর্বের সঙ্গে প্রকাশ করেন।সাম্প্রতিক এক প্রচারণা ভিডিওতে মামদানিকে দেখা যায় হিপ-হপ কিংবদন্তি আরজেএ-কে (উ-ট্যাং ক্ল্যান) হাসাতে, তাদের বিখ্যাত কৌতুক উ-ট্যাং ফাইন্যান্সিয়াল উল্লেখ করে। নিউইয়র্কের ব্রাউনসভিল এলাকার উন্নয়নের প্রসঙ্গে মামদানির বক্তব্য ছিল– এমন জায়গা তৈরি করা উচিত, যেখান থেকে মানুষ আর চলে যেতে চাইবে না।

মোদি শি সাক্ষাৎ : এশিয়ার নতুন সমীকরণ

(৯ পাতার পর)

আলাপ একটি দরজা খুলেছিল, কিন্তু তিয়ানজিনে ওজন ছিল অন্যরকম। সীমান্ত, বাণিজ্য, যোগাযোগ ও পারস্পরিক সন্দেহভঞ্জনশুধু অভিযোগ নয়, কাঠামোগত জটিলতা মোকাবিলার সুযোগ তৈরি হলো।

মোদি যখন "ইতিবাচক দিকনির্দেশনা"-র কথা বললেন, তা নিছক সৌজন্যমূলক বাক্য ছিল না। তিনি উল্লেখ করলেন স্পষ্ট পরিবর্তন: সামরিকীকৃত হিমালয় সীমান্তে শান্তি, কৈলাশ মানসরোবর যাত্রার পুনরায় চালু হওয়া (যা যেমন আধ্যাত্মিক, তেমনি রাজনৈতিক দিক থেকেও প্রতীকী) এবং সরাসরি বাণিজ্যিক ফ্লাইট পুনর্বহালের পরিকল্পনা, যা সম্পর্কের এক নতুন মাত্রার সূচক। শি'র বক্তব্যও ছিল অত্যন্ত পরিমার্জিত ও যুগান্তকারী। প্রায় ২.৮ বিলিয়ন মানুষের ভাগ্য যে আন্তঃসম্পর্কিত, তার স্বীকৃতি নিছক কূটনৈতিক সৌজন্য নয়। চীন জানে, ভারতের সঙ্গে স্থায়ী শত্রুতা তার আঞ্চলিক অবস্থানকে দুর্বল করে, বিশেষত যখন বেইজিং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যয়বহুল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যস্ত এবং নিজস্ব অর্থনীতি চাপের মুখে। তিয়ানজিনের অর্থ বোঝার জন্য ওয়াশিংটনকেও বুঝতে হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের রপ্তানি পণ্যে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক বসিয়েছেন। যা ছিল বাণিজ্য নীতি ও রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানির কারণে। এর প্রভাব শুধু রপ্তানিকারকদের চমকে দেওয়া নয়; বরং দেখিয়ে দিল, কত দ্রুত মার্কিন সুরক্ষা নীতি ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারে।

মার্কিন এই পদক্ষেপ চীনের জন্য এটি এক অপার সুযোগ তৈরি করেছে। বেইজিংয়ের নয়াদিল্লি দূত সু ফেইহং প্রকাশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন, এবং সতর্ক করলেন যে "নীরবতা বা আপস শুধু দম্ভ বাড়ায়"। ভারতের পাশে থাকার এই ঘোষণা নিছক আবেগ নয়, বরং ছিল ভূ-রাজনৈতিক চাল। এর ফলশ্রুতিতে, দিল্লির সামনে উপস্থাপন করা হলো ওয়াশিংটন - মস্কো - বেইজিং এর মাঝে সূক্ষ্ম ভারসাম্যের নতুন এক হাতিয়ার। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়িয়েছে, কোয়াড জোটে যোগ দিয়েছে। কিন্তু এই সম্পর্ক আবেগনির্ভর নয়; বরং স্বার্থকেন্দ্রিক। যখন মার্কিন অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ ভারতের রপ্তানিনির্ভর প্রবৃদ্ধিকে আঘাত করে, তখন দিল্লিকে বিকল্প খোঁজা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। চীনের সঙ্গে ভারতের এই সীমিত উষ্ণতা তার কূটনৈতিক দরকষাকষির শক্তিকে আরো বাড়িয়ে দিবে।

সম্প্রতি কূটনৈতিক তৎপরতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ছিল সীমান্ত ইস্যুতে বিশেষ প্রতিনিধি পর্যায়ের ২৪তম বৈঠক, যা এই মাসের শুরুতে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই এবং ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের যৌথ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনায় সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় উন্নতির একটি প্রাথমিক রূপরেখা তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সীমান্ত বাণিজ্য পথ পুনরায় চালু করা এবং সামরিক আস্থা-বর্ধক ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনের প্রতিশ্রুতি। এই পদক্ষেপগুলো চমকপ্রদ নয়, কিন্তু জরুরি। করোনা মহামারির পর বন্ধ থাকা ফ্লাইট চালু হওয়া স্বাভাবিকতা ফেরানোর সংকেত। সীমান্ত বাণিজ্য রুট খোলা স্থানীয় অর্থনীতিতে প্রাণ ফেরাবে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, এটি সহযোগিতার অভ্যাস তৈরি করবে। সহজ সমস্যায় অগ্রগতি বৃহৎ জটিলতা সমাধানের পূর্বশর্ত।

একই সময়ে, ২০২০ সালের জুনে গালওয়ান উপত্যকায় সংঘর্ষের দীর্ঘ ছায়া এখনও বিরাজমান। যে সংঘর্ষে উভয় দেশের সৈন্যরা নির্মম হাতাহাতি লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছিল। সেই ঘটনা কয়েক দশকের মধ্যে সম্পর্কের সবচেয়ে নিচু পর্যায়ের ইঙ্গিত দেয়, আস্থা ভেঙে দেয় এবং দুই দেশেই জাতীয়তাবাদী আবেগ উসকে দেয়। বিচ্ছিন্নতা নতুন সংঘর্ষের ঝুঁকি কমালেও বাস্তব নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলএসি) এখনও সামরিকীকৃত রয়ে গেছে, আর কোনো পক্ষই তাদের ভূখণ্ড-সংক্রান্ত দাবি নিয়ে আপসের ইঙ্গিত দেয়নি। তবু, ইতিহাস আমাদের শেখায় যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রায়ই সংঘাতকে নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ড়তাৎক্ষণিক সমাধানের মাধ্যমে নয়। শীতল যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত উত্তেজনা প্রশমণ পদক্ষেপ (যেমন: কৌশলগত অস্ত্র সীমাবদ্ধতা আলোচনা চুক্তি, হেলসিঙ্কি চুক্তি) মতাদর্শগত শত্রুতা দূর করেনি, কিন্তু এক বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিয়ে এসেছিল পূর্বানুমানযোগ্যতা। ভারত ও চীনও হয়তো একই ধরনের এক পর্যায়ের দিকে এগোচ্ছে যা সম্পূর্ণ মীমাংসা নয়, বরং স্থিতিশীলতা বয়ে আনবে।

তিয়ানজিন শুধু ভারতচীন নয়, বড় কৌশলগত পরিবর্তনের ইঙ্গিতও দিল। রাশিয়া-ভারত-চীন (আরআইসি) সংলাপ পুনরুজ্জীবন, যা ১৯৯০-এর দশকের শেষ দিকে পশ্চিমা প্রভাবের ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত হয়েছিল। মস্কোর জন্য, ইউক্রেন যুদ্ধের পর আরআইসি হলো কূটনৈতিক অক্সিজেন। বেইজিংয়ের জন্য, এটি যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন জোটের বিপরীতে ভারসাম্য তৈরি করবে। দিল্লির জন্য, এটি বিকল্প যে তারা কোনো একক শক্তি-শিবিরের লেজ নয়। ভারত ও চীন উভয়ই বহু-মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান করে। তারা বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংস্কারের দাবি করে, এবং পশ্চিমাদের দ্বৈতমানদণ্ডকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে। কিন্তু এই একতার আড়ালে রয়েছে ভিন্নতা: ভারতের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এমন দেশগুলোর সঙ্গে, যারা চীনের উত্থান নিয়ে শঙ্কিত। যেমন: চীনের গভীর সম্পর্ক পাকিস্তানের সঙ্গে বা আঞ্চলিক প্রভাব নিয়ে প্রতিযোগিতা।

কূটনীতির সার্থকতা এখানেই: যেখানে স্বার্থ মেলে, সেখানে সহযোগিতা; যেখানে মেলে না, সেখানে প্রতিযোগিতা। কিন্তু প্রতিযোগিতাকে যেন বিপর্যয়ে না পরিণত করে। তিয়ানজিন সম্মেলন কোনো নাটকীয় অগ্রগতি আনেনি, আর হয়তো সেটাই তার গুণ। বড় পদক্ষেপ প্রায়ই প্রত্যাশার চাপে ভেঙে পড়ে। ছোট, বাস্তবধর্মী পদক্ষেপই টিকে থাকে। মোদি জোর দিলেন "পারস্পরিক আস্থা, সম্মান ও সংবেদনশীলতা"-র উপরড়ভারতের নিরাপত্তা উদ্বেগ চীন যেন স্বীকার করে, তার স্পষ্ট বার্তা। শি সরাসরি আবেগপ্রবণ না হলেও ইঙ্গিত দিলেন, বেইজিং নিয়ন্ত্রিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা পছন্দ করে, অযাচিত উত্তেজনা নয়।

আগামী মাসগুলোতে কাজ কথার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে। সীমান্ত বাণিজ্য পোস্ট খুলবে? ফ্লাইট সময়মতো চালু হবে? তীর্থযাত্রা নির্বিঘ্নে চলবে? এই ছোট ছোট পদক্ষেপই পরীক্ষা করবে নতুন উদ্যোগ বাস্তবে রূপ নিচ্ছে কিনা। উভয় নেতা জাতীয় রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ। মোদিকে ভারতের ভূখণ্ডের নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে, কিন্তু যেন বেইজিংয়ের কাছে নরম না দেখায়; আবার প্রবৃদ্ধিও ধরে রাখতে হবে। শিকে ধীরগতির অর্থনীতি ও দৃঢ়তর মার্কিন জোটের মুখোমুখি হতে হচ্ছে; তাকে দুর্বল দেখালে চলবে না। তাই দুজনেরই স্বার্থ উত্তাপ কমানো কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করে। তিয়ানজিন আমাদের স্মরণ করায় এক কঠিন বাস্তবতাকে। ভারতচীন চিরস্থায়ী শত্রুতা হয়তোবা কৌশলগতভাবে অসহনীয় কিন্তু তারা প্রান্তিক শক্তি নয়। তারা সভ্যতার শক্তিড় পারমাণবিক, অর্থনৈতিকভাবে গতিশীল, জনসংখ্যায় বিশাল। তারা একত্রে মানবজাতির এক-তৃতীয়াংশের বেশি ও বিশ্ব অর্থনীতির বড় অংশ। পরিচালিত সহাবস্থানের বিকল্প হলো এমন এক এশিয়া, যা বারবার এমন সব সংকটে বিপর্যস্ত হতে পারে, যা মুহূর্তেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। যদি দিল্লি ও বেইজিং নিজেরা তা করতে ব্যর্থ হয়, তবে না ওয়াশিংটন, না মস্কো আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা দিতে পারবে।

ইতিহাস এখানে দিকনির্দেশনা দেয়। ১৯৭১ সালে নিক্সন ও কিসিঞ্জারের তত্ত্বাবধানে যুক্তরাষ্ট্রচীন সম্পর্কের দ্বারোদ্ঘাটন বিশ্বাসের কারণে নয়, বরং পারস্পরিক কৌশলগত প্রয়োজনের স্বীকৃতির ফলে হয়েছিল। একইভাবে ১৯৮৯ সালে সোভিয়েতদের আফগানিস্তান ত্যাগও গভীর মতাদর্শগত শত্রুতার মাঝেই ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল। যে সব জাতি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়, তারা বোঝেড়আবেগ নয়, স্বার্থই ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। তিয়ানজিন হয়তো ভারতচীন সম্পর্কের রূপরেখা বদলায়নি, কিন্তু নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে যেখানে নীতি নির্ধারিত হবে বাস্তবতা দিয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত; এবং এশিয়ার দুই শক্তি মেনে নেবে, তাদের ভাগ্য একে অপরের সঙ্গে বাঁধা। পথ দীর্ঘ, অনিয়মিত, ভঙ্গুর হবে। কিন্তু ভূরাজনীতিতে, জীবনের মতোই অগ্রগতি প্রায়ই শুরু হয় সঠিক দিকে নেওয়া এক সচেতন পদক্ষেপ দিয়ে। তিয়ানজিন ছিল তেমনই একটি পদক্ষেপ।

লেখক : রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক।

বিচারপতি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)

(১৪ পাতার পর)

করতে এসেছো?' তখন উসামা ইবনু যায়িদ ভয় পেয়ে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাকে মাফ করে দিন। আমার ভুল হয়েছে। অতপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। প্রথমে আল্লাহর হামদ ও সানা পেশের পর বললেন,'হে লোক সকল! তোমাদের পূর্ববর্তি লোকজন এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী লোক চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিতো এবং দূর্বল লোক চুরি করলে তাকে শাস্তি দিতো। ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রান, আজ যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করতো তবে আমি তার বেলায়ও হাত কাটার নির্দেশ দিতাম।'

মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক বর্ণিত হয়েছে- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এক ক্রীতদাসকে হাজির করা হলো, যে চুরি করেছিলো তাকে চার বার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আনা হলে চার বারই তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। পঞ্চম বার তাকে হাজির করা হলে তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। পরে ৬ষ্ট বার হাজির করা হলে তার একটি পা কেটে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। ৭ম বার তার অপর হাত কাটার আদেশ দিলেন। ৮ম বার তার দ্বিতীয় পাটি কেটে দেন।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদালতের উল্লেখিত দু'টি বিচার এখানে উল্লেখ করার অর্থ হলো তাঁর বিচার ব্যবস্থায় সমাজের প্রভাবশালী বা দূর্বল কোনটিই প্রভাব ফেলতে পারতো না। যা ন্যায়-সঙ্গত, যা সঠিক তাই সেখানে বাস্তবায়িত হতো। কিন্তু আজ আমাদের বিচার ব্যবস্থায় কি পরিলক্ষিত হয়। সবলের জয়ধ্বনি আর দূর্বলের মূর্ধাধ্বনি। নিজ দলের দন্ডপ্রাপ্তদের ক্ষমা করার নজিরও দেখা যায়। কিন্তু আল্লাহর দরবার থেকে কাকে কে ছাড়িয়ে আনবে?

বাকপটুতার দ্বারা রায় নিজের পক্ষে নেয়া মানে আগুনের টুকরা নেয়া:

মুয়াত্তা, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি তো একজন মানুষ। দু'জন ঝগড়াকারী এসে আমার কাছে অভিযোগ করলে, যে অপেক্ষাকৃত বেশী বেশী বাকপটু আমি তার দিকে রায় দিতে পারি। এই মনে করে যে, সে সত্য বলেছে। সাবধান! তোমাদের কেউ যেন এরূপ না করে। এরূপ করলে এবং তার পক্ষে রায় দিলে, সে যেন আগুনের টুকরো নিয়ে গেলো।' বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে, 'যাকে আমি (ভূল বুঝে) মুসলমানের সম্পদের মালিক বানিয়ে দেবো, তা আগুনের টুকরা মাত্র। ইচ্ছে করলে সে নিতে পারে অথবা ত্যাগ করতে পারে।

উভয়ের বক্তব্য শুনে বিচার করা ও রায় দেয়া:

আবু দাউদে হযতে আলী রা: হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ইয়েমেনে (দায়িত্ব দিয়ে) পাঠাচ্ছেন অথচ আমার বয়স কম, বিচার ফয়সালা করার মতো কোন জ্ঞান বা যোগ্যতা আমার নেই। তিনি বললেন, 'আল্লাহ তোমার অন্তরকে হিদায়াত দেবেন এবং তোমার জবান দৃঢ় রাখবেন। যখন বাদী-বিবাদী তোমার সামনে এসে উপস্থিত হবে তখন একজনের বক্তব্য শুনেই রায় দিবে না বরং দু'জনের বক্তব্য শুনবে। এতে ফায়সালার দিগন্ত তোমার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।' হযরত আলী রা: বলেন,এরপর আমি সেখানে বিচার ফয়সালা করতে গেলাম কিন্তু কোনো বিচারের রায় দিতে গিয়ে আমি কখনো সন্দেহে পড়িনি। আসুন মানবতার মহান বন্ধু, ন্যায়পরায়ন শাসক ও বিচারক মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ন্যায় তাক্ওয়ার ভিত্তিতে বিচার ফয়সালা করি। আহকামুল হাকিমিনির সামনে হাজির হওয়ার আগে এমন কোন বিচার ফয়সালা না করি যাতে মহান প্রভুর সামনে অপমানিত হতে হয় এবং কঠিন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। আল্লাহ আমাদের শাসক ও বিচারপতিদের সুমতি দিন।

যেভাবে ছড়িয়েছিল ট্রাম্পের মৃত্যুর গুজব

(প্রথম পাতার পর)

মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং তিনি গলফ খেলেছেন। তবে সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়ে, যা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বজুড়ে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়। যুক্তরাষ্ট্রে লেবার ডে'র ছুটিতে অনেকেই যখন গ্রীষ্মের শেষ আমেজ উপভোগ করছিলেন, তখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একদল ব্যবহারকারী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বাস্থ্য নিয়ে ভয়ংকর জল্পনায় মাতেন। এক্স (সাবেক টুইটার) এবং টিকটকে #trumpisdead (ট্রাম্প মৃত) এবং #whereistrump (ট্রাম্প কোথায়) এর মতো হ্যাশট্যাগগুলো ট্রেন্ডিং হতে শুরু করে। লাখ লাখ মানুষ ট্রাম্পের মৃত্যু, স্ট্রোক বা অন্য কোনো গুরুতর স্বাস্থ্যগত জরুরি অবস্থার কল্পকাহিনী তৈরি করে ভিডিও দেখেন ও শেয়ার করেন। তবে বাস্তবতা হলো, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জীবিত এবং সুস্থ আছেন। মঙ্গলবার তিনি হোয়াইট হাউসে সরাসরি বক্তব্য রাখেন। এমনকি যখন তার মৃত্যুর গুজব ভাইরাল হচ্ছিল, তখনও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম তার গলফ খেলার ছবি প্রকাশ করেছে এবং তার নিজস্ব সামাজিক মাধ্যম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ তার পোস্টগুলো সক্রিয় ছিল। ফক্স নিউজের এক সাংবাদিক তাকে এই গুজব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে ট্রাম্প বিষয়টিকে 'উন্মাদনা' বলে উড়িয়ে দেন।

গুজবের উৎস কী?

আল জাজিরার অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই ভুয়া খবরটি ডালপালা মেলেছে। এর মধ্যে প্রধান কারণগুলো হলো ভাইস প্রেসিডেন্টের মন্তব্য: সম্প্রতি ইউএসএ টুডে-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, প্রয়োজনে তিনি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত কি না। উত্তরে তিনি ট্রাম্পের সুস্বাস্থ্য কামনা করলেও বলেন, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোনো ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটে, তবে আমি প্রস্তুত। তার এই মন্তব্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে অনেকেই প্রচার করতে শুরু করেন যে ট্রাম্পের গুরুতর কিছু ঘটেছে। প্রকাশ্যে অনুপস্থিতি: গত ২৬ আগস্ট একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে উপস্থিতির পর ট্রাম্প প্রায় ছয় দিন প্রকাশ্যে কোনো অনুষ্ঠানে অংশ নেননি। ক্যামেরার সামনে থাকতে অভ্যস্ত একজন প্রেসিডেন্টের এই অনুপস্থিতি অনেকের মনে সন্দেহের জন্ম দেয়।

প্রভাবশালীদের ভূমিকা

বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শের বেশ কিছু সামাজিক মাধ্যম প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও এই বিতর্কে হাওয়া দেন। তারা ট্রাম্পের স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবং হোয়াইট হাউসের কাছে জবাবদিহি চেয়ে লক্ষ লক্ষ ভিউ পাওয়া ভিডিও তৈরি করেন। এমনকি হোয়াইট হাউস থেকে প্রকাশিত ট্রাম্পের জীবন সম্পর্কিত একটি ভিডিওকে অনেকে 'শোকবার্তা' হিসেবেও আখ্যায়িত করে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্বনেতাদের নিয়ে এমন মৃত্যুর গুজব নতুন কিছু নয়। সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্তালিন থেকে শুরু করে ফিদেল কাস্ত্রো, কিম জং উন এবং ভ্লাদিমির পুতিনকে নিয়েও অতীতে এমন ভুয়া খবর ছড়িয়েছে। তাদের মতে, যখন কোনো নেতা গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার সীমিত করেন বা গোপনীয়তা বজায় রাখেন, তখন এই ধরনের গুজব বেশি ছড়ায়। এটি প্রায়শই রাজনৈতিক

ঢাকায় নতুন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন

(প্রথম পাতার পর)

ট্রাম্প। হোয়াইট হাউস এ মনোনয়নের বিষয়ে শুনানির জন্য গত ২ সেপ্টেম্বর দেশটির সিনেটে পাঠিয়েছে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর স্টেট ডিপার্টমেন্টে প্রকাশিত প্রোফাইল অনুসারে, ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের পুরো নাম ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন। তাঁকে ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারির দায়িত্বে নিযুক্ত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে মনোনীত করেন। ক্রিস্টেনসেন এর আগে, ২০২২ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত কমান্ডের (ইউএসএসস্ট্র্যাটকম) কমান্ডারের পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ সময় তিনি ইউএসএসস্ট্র্যাটকমের বৈশ্বিক কৌশলগত প্রতিরোধ মিশনের পররাষ্ট্রনীতিগত প্রভাব সম্পর্কে কমান্ডারকে পরামর্শ দেন। সিনিয়র ফরেন সার্ভিসের কর্মকর্তা হিসেবে ক্রিস্টেনসেন ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাউন্সেলর (২০১৯-২০২১), মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের পলিটিক্যাল-মিলিটারি অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও অস্ত্র হস্তান্তর অফিসের ডেপুটি ডিরেক্টর (২০১৬-২০১৯) এবং হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির এশিয়া ও প্যাসিফিক সাবকমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্টাফে পারসন ফেলো (২০১৫-২০১৬) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এর বাইরে তিনি বিশেষ প্রতিনিধির (উত্তর কোরিয়া নীতি) বিশেষ সহকারী, ইস্ট এশিয়া ও প্যাসিফিক অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর সাইবার কো-অর্ডিনেটর, ম্যানিলায় মার্কিন দূতাবাসে অর্থনীতিবিষয়ক ডেপুটি কাউন্সেলর, সান সালভাদরে মার্কিন দূতাবাসে ডেপুটি ইকোনমিক কাউন্সেলর, পররাষ্ট্র দপ্তরের পাকিস্তান ও বাংলাদেশবিষয়ক অফিসে বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিসার, রিয়াদে মার্কিন দূতাবাসে অর্থনৈতিক কর্মকর্তা এবং হো চি মিন সিটিতে মার্কিন কনস্যুলেট জেনারেলের ভাইস কনসাল হিসেবে কাজ করেছেন। পররাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব ছাড়াও ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন মার্কিন ফেডারেল লেবার রিলেশনস অথোরিটির অধীনে ফরেন সার্ভিস ইমপাসেস ডিসপিউটস প্যানেলের দুজন ক্যারিয়ার ফরেন সার্ভিস সদস্যের একজন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ন্যাশনাল ওয়ার কলেজের একজন ডিস্টিংগুইশড গ্র্যাজুয়েট হিসেবে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন ২০২২ সালে ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজিতে সায়েন্সে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। এ ছাড়া, তিনি টেক্সাস এঅ্যান্ডএম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান বিষয়ে মাস্টার্স এবং রাইস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি ও ম্যানেজারিয়াল স্টাডিজে ব্যাচেলর অব আর্টস ডিগ্রি লাভ করেছেন। তিনি স্প্যানিশ, জার্মান ও ভিয়েতনামি ভাষায় কথা বলতে পারেন এবং ফরাসি, জাপানি ও পর্তুগিজ ভাষা শিখেছেন। ২০০২ সালে ফরেন সার্ভিসে যোগ দেওয়ার আগে তিনি হিউস্টন ও নিউইয়র্ক সিটিতে ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করতেন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

মুক্ত গণমাধ্যমের প্রাণপুরুষ জিয়াউর রহমান

(৮ পাতার পর)

কোনো গণমাধ্যমের মাধ্যমে তথ্য ও ধারণাগুলো অনুসন্ধান করা, গ্রহণ এবং গ্রহণের স্বাধীনতার সীমানা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত।

গণমাধ্যম সম্পর্কে জন স্টুয়ার্ট মিলের মতের সঙ্গে একমত ছিলেন তিনি। তিনি মনে করতেন যে,মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকা উচিত এবং সত্য প্রকাশের মাধ্যমে সমাজের উন্নতি হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে,সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আমাদের মূল গণতান্ত্রিক শক্তির মেরুদণ্ড। গণমাধ্যম কোনো রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামোর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ এবং আইনসভা, এই তিনটি স্তম্ভের পাশাপাশি গণমাধ্যম সমাজে জবাবদিহিতা এবং স্বাচ্ছতা নিশ্চিত করতে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিপালন করে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশবাসীর জন্য সংবাদপত্রের মুক্তি, বাকস্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তার সময়ে, সাংবাদিকের কণ্ঠস্বর ছিল স্বাধীন। কলম ছিল খোলা। একথা সর্বজনবিদিত যে, 'এক নেতা এক দেশ'-প্রতিষ্ঠার নীলনকশা বাস্তবায়নের অসাধু অভিপ্রায়ে পঁচাত্তর সালে শেখ মুজিবুর রহমান একদলীয় বাকশালী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। বহু মতপ্রকাশের পথ রুদ্ধ করে দেন। একটি ফরমানের মাধ্যমে চারটি মাত্র দৈনিক পত্রিকা রেখে সব পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বেকার করে দেওয়া হয় হাজার হাজার সাংবাদিক-সংবাদকর্মীকে। পত্রিকা বন্ধ,পেশাচ্যুত ও বেকারত্বের কোপানলে তখন সাংবাদিকরা চরম হতাশার আবর্তে এক ছন্নছাড়া জীবন যাপন করছিলেন। তখন সাংবাদিকদেরও বাকশালে যোগদানে বাধ্য করা হয়েছিল। এমন ভয়ংকর পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলে সাংবাদিকরাও আশান্বিত হয়ে ওঠেন। ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বরে সিপাহী-জনতার জাতীয় বিপ্লবের পর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সব দিকেই সতর্ক নজর দিতে শুরু করেন। তিনি তখন উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং তথ্য মন্ত্রণালয় ছিল তার দায়িত্বে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বিএফইউজে ও ডিইউজের নেতৃবৃন্দকে তিনি সেনা সদরের অফিসে আমন্ত্রণ জানান।

সাংবাদিক নির্মল সেন, কামাল লোহানী, গিয়াস কামাল চৌধুরী, রিয়াজউদ্দিন আহমেদসহ নেতৃবৃন্দ গেলেন। সাংবাদিক নেতারা একটি দাবিনামা পেশ করলেন। যেখানে ছিল বন্ধ পত্রপত্রিকাসমূহ খুলে দেওয়া, পেশাচাত সাংবাদিকদের পেশায় ফিরিয়ে আনা, বেতন বোর্ড পুনর্গঠন করা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া প্রভৃতি। শেখ মুজিবের বাকশালী শাসনের রোষানলে বন্দি কয়েক জন সাংবাদিকের মুক্তির দাবিও করেন সাংবাদিক নেতারা। জিয়ার সঙ্গে বৈঠক শুরু হলে নির্মল সেন সাংবাদিকদের লিখিত বক্তব্য তুলে ধরেন। সাংবাদিকদের বক্তব্যকে জিয়া ইতিবাচক হিসেবে নেন। তিনি সংবাদপত্র শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের ব্যাপারে আগ্রহ প্রদর্শন করেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল সাংবাদিকদের জন্য একটি ইনসার্ভিস ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা। এরই ফলে পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট। আজকের প্রেস ইনস্টিটিউট, যেখানে সাংবাদিকরা সাংবাদিকতার ব্যাপারে উচ্চতর প্রশিক্ষণ পাচ্ছে, তা গর্ব ভরে বহন করছে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানে স্মৃতি। কিছু দিনের মধ্যেই দেখা যায় সালাদিকদের দাবিগুলো পূরণ হতে শুরু করেছে। সংবাদপত্র কর্মচারী বেতন বোর্ড আইন সংশোধন হলো। বন্ধ সংবাদপত্র খুলতে লাগল। বেকার সাংবাদিকরা আবার পেশায় ফেরেন। প্রেস ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য তৎকালীন অবজারভার সম্পাদক ওবায়দুল হকের নেতৃত্বে কমিটি হলো।

কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গঠিত হলো 'প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ'। সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের জন্য গড়ে ওঠা বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে জিয়াউর রহমানের স্মৃতি বহন করছে। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট থেকে বেশুমার সাংবাদিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, দক্ষতা ও দায়িত্বের সঙ্গে তারা এখন সাংবাদিকতার অনুশীলন করছেন-যে প্রতিষ্ঠান শহীদ জিয়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলাদেশের সাংবাদিকতার মান উন্নয়নে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অবদান অতুলনীয়। ১৯৭৬ সালে জিয়াউর রহমান জাতীয় প্রেস ক্লাব পরিদর্শনে এলে সাংবাদিকরা তাকে তোপখানার জায়গাটি ক্লাবের নামে বরাদ্দ দেওয়ার দাবি জানান। তখন প্রেস ক্লাবের সভাপতি ছিলেন আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। তার আগে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত ব্যবসায়ী প্রিন্স করিম আগা খান প্রেস ক্লাব ভবন নির্মাণের ব্যয় বহনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। ক্লাব ভবনের ভিরি স্থাপন করতে এসে জিয়াউর রহমান বিষয়টি জানতে পারেন।

সাংবাদিক নেতাদের ডেকে তিনি বলেন, প্রেস ক্লাব হচ্ছে একটি জাতীয় ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। এর উন্নয়ন মানে গণতন্ত্রের উন্নয়ন, সাংবাদিকতার প্রসার। অতএব, বিদেশি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অর্থানুকুল্যে। প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মিত হওয়া উচিত নয়। তা হলে সাংবাদিকদের মর্যাদা ও নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। এটা নির্মিত হবে আমাদের নিজস্ব টাকায়। তিনি জানালেন, প্রেস ক্লাব ভবন নির্মাণের সব ব্যয়ভার গ্রহণ করবে সরকার। অচিরেই সরকারের খরচে নির্মিত হলো বর্তমান প্রেস ক্লাব ভবন। প্রেস ক্লাবে ঢুকতেই চোখে পড়বে জিয়ার নামাঙ্কিত ফলক। শুধু ভিত্তিস্থাপন ও অর্থানুকল্য দিয়েই বসে থাকেননি। তিনি প্রেস ক্লাব ভবন নির্মাণকাজের অগ্রগতিও পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ করেন। পরে বাস্তবে জিয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছিল। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রেস ক্লাব হয়ে ওঠে 'গণতন্ত্র স্কোয়ার'। জাতীয় প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে শেরাটন হোটেলে এক ডিনার অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি করা হয় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে। ঐ অনুষ্ঠানে তিনি জায়গাটি প্রেস ক্লাবকে বরাদ্দ দেওয়ার ঘোষণা দেন। প্রথমে অর্ধেক জায়গা (৯৯ একর) প্রেস ক্লাবের নামে ৩৩ বছরের জন্য লিজ দলিল করে দেওয়া হয়। এই লিজের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ২০০৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রেস ক্লাবের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে এসে প্রেস ক্লাবের জমি স্থায়ী লিজের ঘোষণা দেন। সে অনুযায়ী আগের ০.৯৯ একর এবং ক্লাবের দখলে থাকা ১.১ একর অর্থাৎ মোট দুই একর জায়গা জাতীয় প্রেস ক্লাবের নামে ১ লাখ ১ টাকায় স্থায়ী লিজ (৯৯ বছরের। হিসেবে দলিল করে দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর সংবাদপত্রসেবীদের বেতনভাতা নির্ধারণে ওয়েজ বোর্ড গঠন করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি বেতন বোর্ড পুনরুজ্জীবিত করেন এবং ১৯৭৭ সালের ১ মে ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ ঘোষপ করা হয়। একই সঙ্গে ঘোষিত বেতন স্কেল বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ইমপ্লিমেন্টেশন সেলও গঠন করে দেন। তিনি সাংবাদিক, মালিক, সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠন করেন প্রেস কনসালটেটিভ কমিটি। এ কমিটির কাজ ছিল স্বাধীন সাংবাদিকতার। অন্তরায়গুলো দূর করা। শুধু

প্রেস ইনস্টিটিউট, প্রেস ক্লাবই নয়, সাংবাদিকতার স্বাধীনতার জন্য প্রণীত আইনের বাস্তবায়ন করে প্রেসিডেন্ট জিয়া প্রতিষ্ঠা করে গেছেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল। সাংবাদিকদের বাসস্থান সমস্যা সমাধানেও এগিয়ে আসেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তিনি মিরপুরের কালশীতে সাংবাদিক আবাসিক পল্লী নির্মাণের জন্য প্রায় ২৩ বিঘা জমি বরাদ্দ করেন। এ জমিতে এরই মধ্যে দেড় শতাধিক সাংবাদিকের আবাসিক ভবন নির্মিত হয়েছে। আবাসিক এলাকাটি। এখন ঢাকা ঢাকা সাংবাদিক গৃহসংস্থান সমবায় সমিতি লিমিটেড নামে গ্রামে পরিচিত উচিত চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের উন্নয়নে শহীদ জিয়া আর্থিক সমর্থন দিয়েছেন। সংবাদপত্র বাতিল অধ্যাদেশ বলে ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন নিষিদ্ধঘোষিত সংবাদপত্রগুলোকে একে একে প্রকাশের অনুমতি। প্রদান করেছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। ফলে ঐ সময় নবলব্ধ গণতান্ত্রিক অধিকার মুদ্রিত মাধ্যমের জগতে নয়া বিপ্লবের সূচনা করে। সংবাদপত্র প্রকাশনায় সৃষ্টি হয় জোয়ার। বন্ধ ঘোষিত। পত্রিকাগুলো প্রকাশের পাশাপাশি নতুন দৈনিক, সাপ্তাহিক, অর্ধসাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিক পত্রিকা বের হয়।

উত্তরাঞ্চলের জনগণের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রেসিডেন্ট জিয়ার বিশেষ। আগ্রহে 'দৈনিক বার্তা' নামে একটি প্রথম শ্রেণির পত্রিকা প্রকাশিত হয় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়। এ পত্রিকায় বন্ধ ঘোষিত দৈনিক পূর্বদেশসহ অনেক পত্রিকার বেকার সাংবাদিকদের চাকরি দেওয়া হয়। শিশু-কিশোরদের জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়ার আগ্রহেই প্রকাশিত। হয় 'কিশোর বাংলা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। পত্রিকাটি শিশু-কিশোরদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় ছিল। প্রেসিডেন্ট জিয়া 'গণতন্ত্র' নামে একটি রাজনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশেরও উদ্যোগ নেন। তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ১৯৭৯ সালের ১২ জুলাই। প্রকাশিত হয়েছিল 'দৈনিক দেশ' পত্রিকা। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেশব্যাপী পত্রিকাটি জনপ্রিয় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অন্যায়, অবিচার এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে পত্রিকাটি সোচ্চার ছিল। মন্ত্রী, এমপি এবং সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির খবরও পত্রিকাটিতে নিয়মিত প্রকাশিত হতো। শুধু ঢাকা নয়, শহীদ জিয়ার আমলে বিভিন্ন জেলা এবং থানা সদর থেকেও অসংখ্য পত্রপত্রিকা বের হয়েছে। এসব পত্রিকার স্বার্থ রক্ষায় তখন বিজ্ঞাপন বণ্টনও শিথিল করা হয়েছিল। সরকারি বিজ্ঞাপনের ৪০ শতাংশ মফসসল থেকে প্রকাশিত পত্রিকার জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট জিয়া দেশে-বিদেশে সফরকালে তার সঙ্গে সাংবাদিকদের নিয়ে যেতেন। একান্তে তাদের সঙ্গে দেশের সমস্যা সংকট উত্তরণের উপায় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। তাদের কাছ থেকে নানা সমস্যার কথা জেনে তা সমাধা করার চেষ্টা করতেন। সংবাদপত্রের যে কোনো সমালোচনা তিনি ইতিবাচকভাবে নিতেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের খোলামেলা জবাব দিতেন।

প্রিন্ট মাধ্যম ছাড়াও অন্যান্য মাধ্যমের উন্নয়নেও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনকে আকর্ষণীয় করার জন্য রঙিন মাধ্যমে রূপান্তর করা হয়। সংসদ কার্যক্রম দেখানোর জন্য বিটিভির দ্বিতীয় চ্যানেল চালু করা হয়। অনুষ্ঠান এবং খবরে বৈচিত্রা আনা হয়। একইভাবে বাংলাদেশ বেতারেও পরিবর্তন আনা হয়। চলচ্চিত্রের উন্নয়নে প্রেসিডেন্ট জিয়ার বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। মুক্তিযুদ্ধসহ বেশ কয়েকটি সামাজিক ছবি তৈরিতে জিয়াউর রহমানের সরকার অনুদান প্রদান শুরু করে। সাংবাদিকতার প্রতি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাশীল। সাংবাদিকদের তিনি ভালবাসতেন অকৃত্রিমভাবে। খবরের কাগজ পড়তেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। অকুণ্ঠ চিত্তে সাংবাদিকদের প্রশংসা করতেন। বিনয়ের সঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের লেখার সমালোচনা করতেন। দৈনিক বাংলার একজন অ্যাসিসটেন্ট এডিটরের 'উত্তর-দক্ষিণ সম্পর্ক'-সংক্রান্ত একটি লেখা তার পছন্দ হয়েছিল। সেই সাংবাদিককে তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন ইস্যুগুলো আলোচনার জন্য। একজন সাংবাদিকের একটি লেখা সম্পর্কে রাষ্ট্র প্রধানের এমন আগ্রহের নজির বিরল। বাংলাদেশের সাংবাদিকতা, সাংবাদিকদের অবস্থান, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সংবাদপত্র শিল্পের হাল-হকিকত সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট জিয়া খোঁজখবর রাখতেন। তিনি চাইতেন,বাংলাদেশের সাংবাদিকরা বিশ্বের অগ্রসর দেশগুলোর সাংবাদিকদের সঙ্গে সম-দক্ষতার সাথে মাথা উঁচু করে কাজ করুক।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাংবাদিকদের সার্বিক কল্যাণে নিরলস কাজ করেছেন। বিদেশে রাষ্ট্রীয় সফরে গেলে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কেবল ঢাকা নয়, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন বিভাগের সংবাদপত্র, সম্পাদক ও সাংবাদিকদের দুই-তিন জন প্রতিনিধি সবসময় সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। মানিকগঞ্জের নবগ্রামকে তিনি নিজের গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। স্বেচ্ছাশ্রম খাল খনন কর্মসূচির অগ্রগতি দেখানোর জন্যে তিনি তার সঙ্গে একদল সাংবাদিককে নিয়ে গিয়েছিলেন। দিনের শেষে জনসভায় একজন সম্পাদককে তিনি ভাষণ দিতে অনুরোধ জানান। সেই সম্পাদক সম্ভাবত: জনসভায় কোনো ভাষণ দিতে রাজি ছিলেন না। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাকে বলেছিলেন, 'ঠিক আছে আমার বিরুদ্ধে,আমার কর্মসূচির বিরুদ্ধে কিছু বলার থাকলেও নির্ভয়ে বলুন।' সেই সম্পাদক তখন জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বরাবর বলতেন, 'আমার সমালোচনা করুন,যাতে আমি কিছু শিখতে পারি।' বঙ্গভবনে সম্পাদক ও সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক বৈঠকে একজন সম্পাদক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের তাগিদ। দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সেই সম্পাদককে শ্রদ্ধা জানিয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, এই অবস্থায় সরকার কীভাবে দ্রব্যমূল্য কমাতে পারে, তা দয়া করে ব্যাখ্যা করুন। সম্পাদক সাহেব জবাব দেওয়ার পর প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেছিলেন, 'আরো গভীরে গিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিন।' বলাবাহুল্য, সে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সম্পাদক সাহেব দিতে পারেননি। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তার স্বভাবসুলত হাসি হেসেছিলেন। তিনি সংবাদপত্রের সমালোচনাকে ভয় করতেন না। তবে তিনি চাইতেন যে, সমালোচনা যেন বস্তুনিষ্ঠ হয়। তিনি বলতেন দেখে লিখুন, সমস্যার গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ করুন। তিনি বলেছিলেন সাংবাদিকরা যেন বস্তুনিষ্ঠভাবে লেখে।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার ভাষণের মর্মকথা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং স্বনির্ভরতা অর্জন। তিনি বলেছিলেন, 'রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিপদ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা আমার দায়িত্ব। গণমাধ্যমের মাধ্যমে আমার বক্তৃতার সিকি অংশও। যদি জনগণের কাছে পৌঁছায়, তাহলেই আমি খুশি।' শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদতের পর গণতন্ত্রের পাশাপাশি গণমাধ্যমের ওপরও নেমে আসে অন্ধকার খড়্গ। স্বৈরাচারী এরশাদের আমলে গণমাধ্যম আবারও স্বাধীনতা হারায়। এরশাদের পতনের পর ১৯৯১ সালে বেগম জিয়ার শাসনকালে আবার গণতান্ত্রিক শাসন ফিরে এলে 'শত ফল ফোটার' মতো গণমাধ্যম বিকশিত হয়। কিন্তু ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে দৈনিক বাংলা, বাংলাদেশ টাইমস, সাপ্তাহিক বিচিত্রা এবং পাক্ষিক আনন্দ বিচিত্রা বন্ধ করে দিয়ে শত শত সাংবাদিককে আবারও বেকার করে দেওয়া হয়। একমুখী সাংবাদিকতায় এ শিল্প আজ ধ্বংসের পথে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই চলছে অস্থিরতা।

বিগত দেড় দশকে আওয়ামী লীগের ফৈরাসিস্ট সরকার দৈনিক আমার দেশ, চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভিসহ ভিন্নমতের সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেল আগেই বন্ধ করে দেয়। ঐসব প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকরা বেকারত্বের দুর্বিষহ জীবন যাপন করেছেন। এমনও মিডিয়া রয়েছে, যেখানে সর্বনিম্ন তিন মাস থেকে ঘোলো মাস পর্যন্ত বেতন বকেয়া পড়েছে। গণমাধ্যমের এই দুরবস্থার সময়ে বেশি বেশি মনে পড়ছে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে। যিনি ছিলেন বাংলাদেশের গণমাধ্যমবান্ধব একজন রাষ্ট্রপতি। গণতন্ত্র ও গণমাধ্যমের কারণে তিনি ছিলেন গণমানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়-গ্রহণযোগ্য রাষ্ট্রনায়ক। তার উদার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কারণে দেশের গ্রামগঞ্জে, শহরে-বন্দরে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ নিমেষেই ভক্ত হয়ে ওঠেন। ভালোবাসার চাদরে আঁকড়ে নেন। শহীদ জিয়ার নাম বলতে তারা আবেগাপ্লুত;চোখের কোণে চিক চিক করে ওঠে অশ্রু ফোঁটা। মৃত্যুর এত বছর পরও গণমানুষের হৃদয়ে শহীদ জিয়ার স্থান এতটুকু কমেনি,অমলিন হয়নি। বরং তা নতুন প্রজন্মের ভেতর ছড়িয়েছে আরো প্রগাঢ় ভাবে। এই জনপদে জিয়ার উত্থান এক অবিস্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে।

দেশি-বিদেশি চক্রান্তকারীরা তার অসম সাফল্যমণ্ডিত মহাপ্রানের ওপর অকাল যবনিকা টেনে না দিলে বাংলাদেশী জনগণ তার এমন দুরদর্শী নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হতো না। পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সহধর্মিনী বেগম খালেদা জিয়ার আপসহীন নেতৃত্বে বিএনপির উত্থান ও বিজয় প্রমাণ করেছে, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দর্শন-আদর্শ অমর,অন্বয়,অক্ষয়। বর্তমানে শহীদ জিয়া ও বেগম খালেদা জিয়ার সুযোগ্য উত্তরসূরি ও অবিকল প্রতিচ্ছবি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের অভাবনীয় হিরন্ময় নেতৃত্বে বিএনপি তৃনমূল শক্তিতে পরিণত হয়েছে। গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের প্রতি তারেক রহমানের প্রাণ উজাড় করা দরদ আর ভালোবাসা শহীদ জিয়ার মতোই অকৃত্রিম অকুণ্ঠ। আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় এলে গণমাধ্যম-সংবাদপত্র-সংবাদকর্মীরা হৃৎ-আত্মমর্যাদা,ভয়হীন পরিবেশ-মতপ্রকাশের অসংকোচ সাহস ফিরে পাওয়ার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছেন।

লেখক: চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা-বাসস
যুগ্ম সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক

জনগণ জয়ী না হলে সংগ্রাম শেষ হয় না

(৯ পাতার পর)

উল্লাসে রয়েছে? না, তা নেই। উল্লাস নেই। তিন কোটি টাকারই হোক অথবা হোক এক কোটি টাকার গাড়ি; রাস্তায় নামালেই বিপদ। যানজট গ্রাস করে নেবে গতি। নিচ্ছে প্রতিনিয়ত। শাসকশ্রেণিকে বাস করতে হচ্ছে বাংলাদেশের দূষিত পরিবেশেই।

বন্যা কেবল বস্তিই ভাসাচ্ছে না; অভিজাত এলাকায় গিয়েও হানা দিচ্ছে, আবর্জনা ও দুর্গন্ধ সঙ্গে বহন করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয় তো শুধু, মানুষকেও তো তারা ভয় করে। মানুষকেই বরং বেশি ভয়। যে জন্য পাহারা বসাতে হয় দরজায় ও দেয়ালে, যেখানে যায় সশস্ত্র বাহিনী থাকে অগ্রে ও পশ্চাতে। আর দেশের বাইরে পা দিয়ে তো কথাই নেই। দেশে থাকতে যে যত বড় ভিআইপি কিংবা ভিভিআইপি হোক না কেন, দেশের বাইরে যে কোনো বিমানবন্দরেই পা দিক না কেন, বুক কাঁপে শঙ্কায়। অপমানের আশঙ্কাটা দেখা যায় ওত পেতে রয়েছে যেখানে-সেখানে। জনগণ যদি জয়ী না হয় তাহলে বলা যাবে না আন্দোলন, সংগ্রাম, গণঅভ্যুত্থান শেষ হয়েছে। কারণ রাজনৈতিক সংগ্রাম শেষ হওয়ার পরও থাকে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম। রাজনৈতিক সংগ্রামে জয়ী হয়ে যারা জেঁকে বসে থাকে, তাদের পরাজিত না করে বৈষম্যমুক্তির পথে এগোনো সম্ভব নয়; এক পা-ও নয়। এদের গৃহবিবাদ এদেরই বটে; জনগণের নয়। জনগণের জোট এ-পক্ষের হবে না, যেমন হবে না ও-পক্ষেরও। কেননা, শাসকশ্রেণি আসলে এক ও অভিন্ন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

নায়াগ্রা ফোবানা।

নায়াগ্রা ফোবানা।

নায়াগ্রা ফোবানা।

উত্তর আমেরিকায় বিভক্ত তিন ফোবানা সম্মেলন

(শেষ পাতার পর)

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুক্রবার (২৯ আগষ্ট) ফোবানা সম্মেলন তিনটি শুরু হয়। বিগত বছরগুলোর মতো এবছরের সম্মেলনগুলোতে সেমিনার, আলোচনা, কাব্য জলসা, মেলা প্রভৃতি থাকলেও তবে মূল আকর্ষণ ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঘিরে। এছাড়াও সম্মেলনগুলোতে ছিলো তথা কথিত 'কমিউনিটির কল্যাণে ভালো কাজের স্বীকৃতি' স্বরূপ 'অ্যাওয়ার্ড/প্ল্যাক' প্রদান পর্ব। সম্মেলনগুলোর অনুষ্ঠানগুলোতে মূলধারার রাজনীতিক ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেন। ৩১ আগষ্ট, রোববার রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভক্ত তিনটি সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

এদিকে বিভক্ত ফোবানার তিনটি সম্মেলনের স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী বছরও পৃথক তিনটি স্থানে ৪০তম ফোবানা সম্মেলন আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। আটলান্টা সম্মেলন থেকে আগামী বছরের (২০২৬) সম্মেলন ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেসে এবং ২০২৭ সালের সম্মেলনের জন্য টেক্সাসের হিউস্টন আর মন্ট্রিয়ল সম্মেলন থেকে আগামী সম্মেলন (২০২৬) ফ্লোরিডায় হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অপরদিকে নায়াগ্রা ফলস সম্মেলনের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় নতুন কমিটি (আংশিক) গঠন করা হলেও আগামী বছর সম্মেলনের নতুন ভেন্যু কোথায় হবে বা আয়োজক সংগঠন হবে কোন সংগঠন সে ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

উল্লেখ্য, উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশীদের এক ছাতার নীচে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন 'ফোবানা' প্রতিষ্ঠা হয়। বৃহৎ এই সংগঠনটি তার কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশ ও প্রবাসের একটি 'আইকনিক' সংগঠনে পরিণত হলেও পরবর্তীতে নেতৃ বৃন্দের ব্যক্তিগত ইগো, রাজনৈতিক মতপার্থক্য সহ ফোবানা গঠনতন্ত্র না মানার কারণে সংগঠনটি বিভক্ত হয়ে পড়ে। আর বিভক্তির ফলে ফোবানা হারিয়েছে তার ঐতিহ্য। সাধারণ প্রবাসীদের একটিই দাবী যেকোন মূল্যে ঐক্যবদ্ধ ফোবানা।

নায়াগ্রা ফলস ফোবানা:

নিউইয়র্কের নায়াগ্রা ফলসের 'শেরাটন নায়াগ্রা ফলস'-এ ২৯ আগষ্ট শুক্রবার এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ থেকে আগত অধ্যাপক ড. সলিমুলাস্নাহ খান। এ সম্মেলনে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক ও ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার গোলাম মর্তুজা অতিথি হিসেবে যোগ দেন। উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ। সঞ্চালনায় ছিলেন এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী কাজী আজম। সম্মেলনের বিভিন্ন পর্বে আমন্ত্রিত অতিথি ছাড়াও ফোবানার কর্মকর্তা মোহাম্মদ হোসেন খান, গিয়াস আহমেদ, আলী ইমাম মজুমদার, আবু জোবায়ের দারা, মইনুল হক চৌধুরী হেলাল ও ফিরোজ আলম শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এই সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিলেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী আসিফ আকবর, প্রীতম, আতিয়া আনিসা ও রেশমী মির্জা। এছাড়াও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের মধ্যে রানো নেওয়াজ, শাহ মাহবুব, কামরুজ্জামান বকুল, অনিক রাজ প্রমুখ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। উপস্থাপনায় ছিলেন সোনিয়া সিরাজ।

এদিকে নায়াগ্রা ফলস সম্মেলনের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় নতুন কমিটি (আংশিক) গঠন করা হলেও আগামী বছর সম্মেলনের নতুন ভেন্যু কোথায় হবে বা আয়োজক সংগঠন হবে কোন সংগঠন সে ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। ২০২৬ সালের ফোবানা সম্মেলনের ভেন্যুর বিষয়ে নতুন কমিটি পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেবে। নায়াগ্রায় অনুষ্ঠিত ৩৯তম ফোবানা কনভেনশনের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় আগামী ২০২৬-২০২৭ সালের জন্য গিয়াস আহমেদ চেয়ারম্যান, ফিরোজ আহমেদ এক্সিকিউটিভ মেম্বার সেক্রেটারী, কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, শাহাব উদ্দিন সাগর

নায়াগ্রা ফোবানার নতুন কমিটি

(শেষ পাতার পর)

গঠিত হয়েছে। আগামী দুই বছরের জন্য (২০২৫-২০২৭) গঠিত কমিটির চেয়ারম্যান ও এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও মূলধারার রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ এবং বিশিষ্ট রাজনীতিক ও নিউইয়র্কের অন্যতম বৃহৎ আঞ্চলিক সংগঠন সদ্বীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ।

১ সেপ্টেম্বর সোমবার দুপুরে স্টিয়ারিং কমিটির পূর্ণাঙ্গ সভায় সর্বসম্মতিতে ৫ সদস্যের প্রাথমিক কমিটি ঘোষণা করেন বিদায়ী চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও আজকাল সম্পাদক শাহনেওয়াজ। নতুন কমিটিতে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছেন কাজী সাখাওয়াত হোসাইন আজম। অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি হয়েছেন নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর। ট্রেজারার হয়েছেন কাজী ওয়াহিদ এলিন। খুব শিগগির পূর্ণাঙ্গ স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হবে বলে সভা থেকে জানানো হয়। অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি শাহাব উদ্দিন সাগর জানিয়েছেন, আগামীতে আরো বড় পরিসরে ফোবানা সম্মেলন আয়োজনে কাজ করবে নতুন কমিটি। ৩৯তম ফোবানা সম্মেলন সফল হওয়ায় নিজের পরিশ্রম এবং সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে শাহাব উদ্দিন সাগর বলেন, সবার সম্মিলিত ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় ফোবানা ভবিষ্যতে আরো সুন্দর ও সফল হবে।

জয়েন্ট এক্সিকিউটিভ মেম্বার সেক্রেটারী এবং ওয়াহিদ কাজী এলিন ট্রেজারার নির্বাচিত হয়েছেন। স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সদস্য পদাধিকার বলে সদ্য বিদায়ী চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ। নতুন কমিটির নির্বাচিত ছয় জন এবং তিন জন সাবেক চেয়ারম্যান যথাক্রমে মোহাম্মদ হোসেন খান, আলী ইমাম, ডা. মাসুদুর রহমান ও সদ্য বিদায়ী চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ মিলে পূর্নাঙ্গ স্টিয়ারিং কমিটি গঠন এবং পরবর্তী কনভেনশনের স্থান পরে ঘোষণা করবেন বলে শাহাব উদ্দীন সাগর জানিয়েছেন। তবে কানাডার একটি আর যুক্তরাষ্ট্রের দুটি রাজ্য থেকে আগামী বছর সম্মেলন আয়োজন করার দাবী করা হয় বলে সভা সূত্র জানায়।

আটলান্টা ফোবানা:

'বাংলা ধারা' আয়োজিত আটলান্টায় অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী ফোবানা সম্মেলন শুরু হয় ২৯ আগষ্ট শুক্রবার। রোববার সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটে। 'গ্যাস সাউথ কনভেনশন সেন্টার'-এ আয়োজিত এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মতে, সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে জমজমাট ফোবানা আয়োজন এটি। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী এতে যোগ দেন। ফলে সম্মেলনটি জমজমাট হয়ে উঠে। শনিবার সকালে ফোবানা সম্মেলনের বিজনেস নেটওয়ার্ক পর্বে আলোচনায় অংশ নিয়ে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের লেফটেন্যান্ট গভর্নর বার্ট জোনস বলেছেন, শুধু জর্জিয়াতেই নয়, সর্বত্রই বাংলাদেশীরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় কমিউনিটি। ফোবানার মাধ্যমে আটলান্টার গ্যাস সেন্টারে বাংলাদেশীদের যে সমাবেশ ঘটেছে তা এ কমিউনিটির ঐক্য ও সংহতির প্রমাণ বহন করে। এর আগে লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফোবানা সম্মেলনের প্রধান মঞ্চ এবং বিভিন্ন হল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা স্টল ঘুরে দেখেন। তিনি আয়োজকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং অভিবাদন বিনিময় করেন।

বিজনেস নেটওয়ার্ক লাঞ্চে সভাপতিত্ব করেন হোস্ট কমিউনিটির চেয়ারপার্সন ডিউক খান। এসময় বক্তব্য রাখেন আবীর আলমগীর, মোহাম্মদ আলমগীর, মাহবুবুর রহমান ভুইয়া ও নাহিদুল খান সাহেল। আলোচনা পর্বে আরও মতবিনিময় করেন ফোবানা লোকাল কমিটির প্রেসিডেন্ট ডিউক খান, ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ডিএম সালাউদ্দিন মাহমুদ, মায়ামির কনসাল জেনারেল মিস সেহেলি সাবরিন, জর্জিয়া স্টেট সিনেটর গেইভ ওকিই, ষ্টেট সিনেটর শেখ রহমান, ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান রেহান রেজা, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি গোলাম ফারুক ভুইয়া, ফোবানা'র সিনিয়র কো-কনভেনর কাজী নাহিদ, চীফ কো-অর্ডিনেটর এম মৌলা দিলু, কাব্য জলসা ও সাহিত্য সভা কমিটির চেয়ারম্যান আবু লিয়াকত হুসেন প্রমুখ।

সংস্কৃতিক পর্বে দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন । এছাড়াও প্রবাসের বিভিন্ন সংগঠনের শিল্পীরা দলীয় নৃত্য পরিবেশন করেন।

কাব্যজলসা: এই সম্মেলনে বর্ণাঢ্য কাব্যজলসাঅনুষ্ঠিত হয়। কবিতা পাঠ, বক্তব্য আর সাহিত্যচর্চার উচ্ছ্বাসে ভরে উঠেছিল পুরো আয়োজন। **এতে** সভাপতিত্ব করেন কবি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আবু লিয়াকত হোসেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন রিজোয়ান আহমেদ হৃদয়। কাব্যজলসার প্রধান অতিথি ছিলেন কবি ও বাচিক শিল্পী ড. ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়। তিনি বলেন, প্রবাসের মাটিতেও কবিতা মানুষের হৃদয়ে নতুন বীজ বোনে। কাব্যই পারে ভিন্ন সংস্কৃতিকে একত্র করতে। আলোচনা করেন, বক্তব্য রাখেন এবং কবিতা পাঠে অংশ নেন রাশেদ চৌধুরী, মৃদুল রহমান, জুয়েল সাদাত, কৃষন রয়, পংকজ কুমার, হেলাল উদদীন রানা, জাফরিন ফরিদ, সোহানা তুলি, সেলিনা মলি, ইকবাল এমদাদ জুয়েল, জুনায়েদ আকতার, আনিস আহমেদ, জাকিয়া তৌফিক, নাসিম জাফর, সরোয়ার কামাল,কাকলি বিশ্বাস, মাহমুদ মোরশেদ আনোয়ার, মোস্তাফিজুর রহমান, নাহিদ শারমিন, আবীর আলমগীর, সুমিত্রা পন্ডিত, ফাহমিদা হোসেন শম্পা, তামান্না জেসমিন এবং ওমর কায়সার। প্রত্যেকে কবিতার ভূমিকায় ব্যক্তিগত অনুভূতি আর সাহিত্য ভাবনার কথা তুলে ধরেন।

এক পর্যায়ে একে একে শুরু হয় কবিতা পাঠ। প্রবাসী জীবনের টানাপোড়েন, জন্মভূমির স্মৃতি, ভালোবাসা, মানবতা আর সমকালীন সমাজ নিয়ে আবৃত্তি করেন কবি-লেখকরা। মুগ্ধ শ্রোতারা বারবার করতালি দিয়ে কবিদের উজ্জীবিত করেন। অনুষ্ঠান শেষে আবু লিয়াকত হোসেন বলেন, 'ফোবানার কাব্যজলসা শুধু কবিতা নয়, এটি প্রবাস জীবনে আমাদের সংস্কৃতির শিকড়কে ধরে রাখার এক *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

মর্টগেজ
নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

হোম কেয়ার সার্ভিস (CDPAP) নিতে চান?

Bestcare
Home care, your care.

আমরা বাংলায় কথা বলি

PPL & NYS
DEPARTMENT OF HEALTH
অনুমোদিত
CDPAP - FACILITATOR

১৯৮১ সাল থেকে স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটির সাথে আছি

আজই যোগাযোগ করুন - (516) 731-7808

3000 Hempstead Turnpike, Suite 205, Levittown, New York 11756
Email: cdpap@bestcare.com

Nassau	Queens	Bronx	Staten Island	Suffolk	Manhattan	Brooklyn
50 Clinton Street Suite 201 Hempstead, NY 11550	70-50 Austin Street Lower Level 130 Forest Hills, NY 11375	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	60 Bay Street Suite 506 Staten Island, NY 10301	97 West Main Street Bayshore, NY 11706	260 West 36th Street Suite 400 New York, NY 10018	1781 Flatbush Avenue 2nd Floor Brooklyn, NY 11210

RED COW MILK IS BETTER

COW GUARAN
200%
GUARANTEE
UNTOUCHED BY HANDS
786® حلال

START FRESH PACKED FRESH STAY FRESH

NO OTHER MILK POWDER HAS THIS GUARANTEE

RED COW MILK MADE WITH ONLY FRESH MILK not from concentrate

RED COW FRESHLY PRODUCED IN EUROPE

RED COW FRESHLY PACKED AT THE FACTORY NOT SOMEWHERE ELSE

RED COW SHIPPED FROM FACTORY DIRECTLY TO YOUR STORES SO YOU CAN BE SURE IT IS FRESH

RED COW BRAND MILK POWDER DISSOLVES BETTER THAN ANY OTHER MILK POWDER
PACKED IN HOLLAND AT FACTORY WHERE IT IS MADE SO YOU CAN BE SURE IT IS NOT CONTAMINATED

RED COW MILK IS THE BEST.

Why is RED COW milk the BEST?
1) Throughout the year, our family farms provide the same exceptional nutrition for their dairy cow: fresh grass and grains. 2) This diet helps them to be well-nourished and healthy milk producers.3) Cows are allowed to graze in green, grassy pastures- results in healthier, happier cow which produce the highest quality, hormone free milk possible.

100% PURE & NATURAL MILK
SEALED IN A CAN SO YOU CAN REST ASSURED IT IS 100% PURE

100% PURE & NATURAL COW GHEE

RED COW brand 100% PURE COW GHEE UNTOUCHED BY HANDS, PRODUCED IN UK PACKED IN CANS AND SEALED AT THE FACTORY SO YOU CAN BE SURE IT STAYS 100% PURE UNTOUCHED BY HANDS
Wholesale supplies from:
AFN BROKER LLC 908-486-0077,
RAHMAN DISTRIBUTORS, NY
917-396-4882

PACKET BUTTER ABSORB ODOR FROM THE FRIDGE. RED COW BUTTER IN A CAN KEEPS THE FRESH, CLEAN BUTTER TASTE SO YOU CAN ENJOY FRESH TASTE OF BUTTER.

100% PURE & NATURAL BUTTER

WHY IS REAL GUYANA CANE SUGAR FAMOUS FOR MORE THAN 300 YEARS? TASTE REAL GUYANA SUGAR AND YOU WILL KNOW WHY. &

ORIGINAL Real Guyana 786 REAL & NATURAL
CANE SUGAR

100% PURE & NATURAL CANE SUGAR

ঠিকানা
PRESENTS
GIASH AHMED
CONVENER
M.A. AZIZ
CHAIRMAN
M M SHAHEEN
HONORARY GUEST
জ্যাকসন হাইটস্
POWERED BY
হেরিটেজ মেলা
Organized by: JBBA
৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫
সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা
স্থান: ৩৭ রোড ও ৭৭ স্ট্রীট
জ্যাকসন হাইটস্
রিজিয়া পারভিন, বিন্দু কনা, মাহফুজা মম, কিষোর দাস, ত্রিনিয়া হাসান, রোকসানা মির্জা,
শষী, তিনা রাসেল, নাজু আকন্দ, মায়েশা, শাহ মাহবুব, পারভেজ, কালা মিয়া
কামরুজ্জামান বকুল, আফতাব জনি, টিনা রাসেল ও শামিম সিদ্দিক।
উপস্থাপনায় : শারমিনা সিরাজ সোনিয়া ও ফৌজিয়া
থাকছে আকর্ষনীয় র‍্যাফেল ড্র
সারগাম
মাটি ব্যান্ড
সাউন্ড গিয়ার
নৃত্যাঞ্জলি
FOR STALL
FAHAD SOLAIMAN
347-393-8504
ATIQUL ISLAM ZAKIR
718-552-7242
CHEIF CO-ORDINATOR
ASEF BARI TUTUL
631-428-1901
MEMBER SECRETARY
FAHAD SOLAIMAN
347-393-8504
MANAGEMENT DIRECTOR
ATIQUL ISLAM ZAKIR
CHEIF EVENT ORGANIZER
TAREQ HASAN KHAN
EVENT CO-ORDINATOR
BABU KHAN
CO-CONVENER
DIDARUL ISLAM DIDAR, SHAKIL MIA, NURUL AZIM, ABDUL KADER SHISHIR, MONSUR CHOUDHURY
CO-ORDINATOR
SELIM HARUN, SHAH J CHOWDHURY, J MOLLA SAANI, KAMRUZZAMAN BACCHU, MIA MOHAMMAD DULAL, FEMD ROCKY
JOINT MEMBER SECRETARY
DUKE KHAN, MOFIZUR RAHAMAN, LEETU CHOUDHURY, ABDUL HAMID, SHAKHWAT BISWAS, JAHANGIR ALAM JOY
FAIR COMMITTEE
Monsur Khan, Mohiuddin Rahul, Mohammed Anwar, Humayun Kabir Dhali, Muhammad Munir, Sheikh Noman Polash, Abdul Alim, Khaled Akhtar, Abu Noman Shakil, Duke Khan, Morshed Alam, Gourongo Roy
ADVISOR COMMITTEE
Pier Mohammed, Kazi Montu, Rahim Hawladar, Muqeet Choudhury, Md Samsuddoha, Mohsin Niru, Shohag Azam, Md Kamruzzaman Kamrul, Nurul Amin Babu, Z Alam Nomi, Istiak Rumi, Masud Mollah, Boxer Selim, Mir Nizam, Mazeda Uddin
SPONSORS
NY Home Care Services
M. AZIZ
ALLCHOICE ENERGY
ELIZABETH POLKE
Tel: 844-344-2672
STAR FURNITURE
Bangla Travel
NURUL AZIM
LAW OFFICE OF EHSAN
Rafique Ahmed
ইত্যাদি মোসারী
ABU NOMAN SAANI MOLLA
RAHMAN MALIK
1st AIDE
Moin Choudhury
Abdul Kadar
CEO
CELL: 516-508-6698
MAMA'S HALAL MEAT & FISH
KHAMAAR BAARI
Kamruzzaman
VISHAL BAROBHUIYA
NY INSURANCE
Tel: 718-476-2025
FRESH BAKERY & SWEETS
Mannan
Syed Rahaman Mannan
Liberty Renovation
Committee
Stall
Fahad Solaiman 347-393-8504
Sohel Gazi 646-461-0919
Shamol Nath 347-656-0083
Raffle Draw Lottery
Shah Chisty
Mohammed Hossain Dipu
Cultural
Hassan Zilani
Ifeigine & Menienance
Hossain Badsha
Shafiuddin Prodan
Stage
Eng. M Hasan
Aftab Johny
Security
Amin Mack
Ripon
Media Partner
TBN 24
CHANNEL 1
ATN BANGLA

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

- Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
- Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

- Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট Direct Deposit এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
- Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
- আমরা Medicaid এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
- We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
- We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering
Professional, compassionate care –
we are ready to help you to Enroll
PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the
LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI TOWER · BARI HOME CARE (YOUR HEALTH OUR CARE) · BARI SUPERMARKET (WE CARE FOR YOUR NEEDS) · BARI RESTAURANT (WE CARE FOR YOUR TASTE) · BARI PARTY HALL (MAKE YOUR PARTY MEMORABLE) · BARI MEDIA (INDEPENDENT, FEARLESS & FREE) · BARI CHARITY FOUNDATION (HELP OTHERS & BE HAPPY) · BARI &BARI (ALL YOUR REAL ESTATE NEEDS) · BARI ESTATE (THE HOME - SWEET HOME) · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE (WE CARE FOR YOUR NEEDS)

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside,
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo. NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower
74-09 37th Ave,
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

১৩ নম্বর নির্বাচনের পথে দেশ

(৪ পাতার পর)

ডানে-বাঁয়ে উল্টাপাল্টা চললে পাচন দিয়ে পিটিয়ে তাকে সোজা পথে চালানো যায়। তারপরও বলদের খাইখরচ অনেক বেশি। কলের লাঙল এসে সব মুশকিল আসান করে দিয়েছে। তো দেশটা যারা চালায় তারা সবাই বুদ্ধিমান প্রাণী, মান্যগণ্য লোক; কিন্তু তারাও তো কথা শোনে না। তাদের বিদায় করা যায় কীভাবেড়এই চিন্তায় রাতে ঘুম হয় না।

ইংরেজরা এ দেশে অনেক জিনিস আমদানি করেছিল। যেমন ব্লাউজ-পেটিকোট, শর্ট প্যান্ট-টাই, হারমোনিয়াম, এবিসিডি, শেক্সপিয়ার, রেলগাড়ি, ক্রিকেট আর ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্র। তো সেই গণতন্ত্র দিয়ে দেশ চলছে দশকের পর দশক। তারপরও সেটি এস্তেমাল করা যাচ্ছে না। নির্বাচন হলে গণতন্ত্র পরিপুষ্ট হয়। দেশে একের পর এক ১২টা নির্বাচন হয়েছে। দেশের হাড়-পাঁজরে মাংস-চর্বি লাগেনি। ১২টা নির্বাচন সত্ত্বেও দেশের বারোটা বাজার বাকি নেই। আরেকটা হবে শিগগিরই।

বিপ্লবীরা আছে। ঢাকাইয়ারা বলে 'ছুপা রুস্তম'। তারা মাঝেমধ্যে গা ঢাকা দিলেও সময়মতো উদয় হয়। তাদের কেউ কেউ হারানো দিনের গান শোনাচ্ছে, 'নির্বাচন নির্বাচন, বর্জন বর্জন।' কার মনে কী আছে কে জানে? চারদিকে শোরগোল। কারও মনে আশা, কারও মধ্যে হতাশা। আতঙ্কও ছড়াচ্ছে কেউ কেউ। এর মধ্য দিয়ে আমরা এক পা এক পা করে এগিয়ে চলেছি ১৩ নম্বর নির্বাচনের দিকে। নির্বাচনের একটি পথনকশাও ঘোষণা করা হয়েছে। এরপরও নির্বাচনটা না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে নির্বাচন হচ্ছে। তবে নির্বাচনটি হওয়া জরুরি।

মহিউদ্দিন আহমদ, লেখক ও গবেষক।

বিএনপি কি এখন নতুন বাংলাদেশের জন্য প্রস্তুত

(৬ পাতার পর)

যতটুকু সম্ভব নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হতে হবে। রাজনৈতিক দল মানেই গণমানুষের, তাই সবাই যাতে যোগাযোগ করতে পারে, একটা হেল্প সেন্টার, সঙ্গে ইমেইল অ্যাকসেস থাকতে হবে। সেই অনুযায়ী নিতে হবে ব্যবস্থা। আমরা এখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকেও মেইল করতে পারি, সেখানে নিজের দেশে থেকে কেন যোগাযোগ করতে পারব না? সামনের তফসিলে আমরা আমাদের ভাষায় সুনির্দিষ্ট ইশতেহার দেখতে চাই। কথা দিয়ে কথা রাখার সংস্কৃতি এখন সারা বাংলাদেশের প্রত্যাশা। বাংলাদেশের ভালো থাকা আসলে কীভাবে জানি বিএনপির সঙ্গেই জড়িয়ে গেছে। তাই আমাদের ভালোর জন্যই বিএনপির ভালো করতে হবে, ভালো থাকতে হবে এখন। খেয়াল করে দেখেন বিএনপির সফলতার লিস্টে কোনো উন্নয়নকাজ নাই, বরং সব কাজই সংস্কারমূলক। এবারও বিএনপি প্রায় সব বড় সংস্কারসহ ৯৪ শতাংশ প্রস্তাব পুরোপুরি বা আংশিক মেনে নিয়েছে। একটাই বড় সংস্কারে দ্বিমত আছেড়আনুপাতিক উচ্চকক্ষ, কে জানে এখন পর্যন্ত একমাত্র প্রমাণিত সংস্কারক দল বিএনপির হাত ধরেই হয়তো আনুপাতিক উচ্চকক্ষ আসবে, কিন্তু কারও প্রেশারে নয়। দলের গঠনতন্ত্র সংস্কারসহ গণতন্ত্রে ফিরে আসাসহ আমরা হয়তো আগামী ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আগেই অনেক নতুন কিছু দেখতে পাব।

সুবাইল বিন আলম, প্রকৌশলী ও কলামিস্ট।
এহতেশামুল হক, ইউএস অ্যাটর্নি।

গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্র গড়ার পথ কী

(৬ পাতার পর)

যা এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। গৃহস্থালি আয় ও ব্যয় জরিপে দেখা যাচ্ছে, খাদ্য এখনো পরিবারের ব্যয়ের সবচেয়ে বড় অংশড়৪৫ দশমিক ৭৬ শতাংশ। কিন্তু ভোক্তারা যে দাম দেয়, তার সামান্য অংশই কৃষকেরা পায়। মধ্যস্বত্বভোগীরাই মুনাফা লুটে নেয়। তারাই পণ্য সংরক্ষণ, পরিবহন ও পাইকারি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে।

এনজিওগুলো কৃষকুমালিকানাধীন সমবায় ও খুচরা বিপণনব্যবস্থা গড়ে তুলে এ প্রথা ভেঙে দিতে পারে। যেমন স্পেনের মনড্রাগন করপোরেশন দেখিয়েছে, কীভাবে মধ্যস্বত্বভোগীদের বাদ দিয়ে ভোক্তামূল্য কমানো সম্ভব এবং একই সঙ্গে উৎপাদকের আয় বাড়ানো যায়। তাদের সুপারমার্কেট চেইন 'এরোস্কি' সমবায় নীতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত।

সম্মিলিত মালিকানার মাধ্যমে পণ্যের দাম সাশ্রয়ী রাখা যায়। একইভাবে ভারতের আমুল দুগ্ধ সমবায় সংস্থা গ্রামের ছোট দুধ উৎপাদনকারীদের একত্র করে শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত করেছে। গ্রাম পর্যায়ে সংগ্রহব্যবস্থা, প্রক্রিয়াকরণ অবকাঠামো ও সরাসরি খুচরা বিপণন চ্যানেল তৈরির মাধ্যমে এটি সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো চাল, সবজি, ডালের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের জন্য এ ত্রিপক্ষীয় মডেল তথা উৎপাদক সংগঠন, সমন্বিত সরবরাহব্যবস্থা ও নিজস্ব ব্র্যান্ডের খুচরা বিপণনব্যবস্থা নিয়ে কাজ করতে পারে।

বাস্তবে রূপ দিতে তিনটি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, এনজিওগুলো ছোট কৃষকদের একত্র করে আইনিভাবে স্বীকৃত কৃষক উৎপাদক সংগঠন তৈরি করতে পারে। কৃষকেরা সম্মিলিত দর-কষাকষির ক্ষমতা পাবেন। দ্বিতীয়ত, সমন্বিত হিমঘর ও পরিবহন নেটওয়ার্কে বিনিয়োগ করলে কৃষকের প্রাপ্তি বাড়বে। তৃতীয়ত, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এসক্রো অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সরাসরি উৎপাদকের সঙ্গে ক্রেতাদের সংযোগ ঘটানো সম্ভব।

এ সম্মিলিত পদক্ষেপগুলো কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়াতে পারে। এতে ফড়িয়া, দালাল, আড়তদার, মজুতদার ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্ম্য ও অলিগার্কিক নিয়ন্ত্রণ ভাঙবে। খুচরা দাম ১০ থেকে ১৫ শতাংশ কমে ভোক্তার উদ্বৃত্ত বাড়াবে।

মুষ্টিমেয়দের নয়, সবার জন্য আবাসন : আয় অনুসারে দক্ষিণ এশিয়ার শহরগুলোয় জমি ও আবাসনের দাম ঢাকায় সবচেয়ে বেশি। ঢাকায় শহরের কেন্দ্রে এক বর্গমিটার অ্যাপার্টমেন্টের দাম প্রায় ৭১৭ মার্কিন ডলার। একজন শ্রমজীবীর জন্য, যাঁর প্রকৃত মজুরি বাড়েনি, এক দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতসম।

গৃহস্থালি আয় ও ব্যয় জরিপে ২০২২ অনুযায়ী, বর্তমানে পরিবারের খরচের ১০ দশমিক ২৫ শতাংশ আবাসন বাবদ ব্যয় হয়। ২০০০ সালে ছিল ৬ শতাংশ। অপরিকল্পিত নগরায়ণ, জমির ফাটকাবাজি ও দুর্বল নিয়ন্ত্রণের কারণে বেশির ভাগ মানুষের জন্য বাড়ির মালিকানা ক্রমে অধরা হয়ে উঠেছে।

এনজিওগুলো তাদের নিজস্ব পরিস্থিতিতে সৃজনশীল প্রকল্প উদ্ভাবনে সক্ষম। আন্তর্জাতিক মডেলগুলো থেকেও কার্যকর সমাধান পাওয়া যেতে পারে। যেমন মেক্সিকোর ইনফোনাভিট অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মীদের জন্য ৪ থেকে ৬ শতাংশ সুদে ক্ষুদ্র গৃহঋণ দেয়। তাদের ব্যাংকঋণের বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে।

আরেকটি বিকল্প হতে পারে 'রেন্ট-টু-ওন' বা ভাড়ায় থেকে মালিকানা লাভের ব্যবস্থা। দক্ষিণ আফ্রিকার পিপলস হাউজিং প্রক্রিয়া দেখিয়েছে, ধাপে ধাপে বাড়ির মালিকানা অর্জন সম্ভব। কমিউনিটি ল্যান্ড ট্রাস্ট তৃতীয় একটি উদ্ভাবনী সমাধান

হতে পারে। এই মডেলে এনজিওগুলো তাদের জমির ওপর আবাসন তৈরি করতে পারে এবং সম্মিলিত মালিকানা ধরে রেখে ফাটকাবাজারিজাত মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের শ্যাম্পলেইন হাউজিংট্রাস্ট এই পদ্ধতিতে জমিকে দাম বাড়ানোর বাজার থেকে সরিয়ে গোষ্ঠীভিত্তিক আবাসনকাঠামোর কেন্দ্রে আঘাত করেছে। চতুর্থ উপায় হতে পারে, সরকার ভূমি দেবে ও অবকাঠামো নির্মাণে হ্রাসকৃত ঋণসুবিধা দেবে এবং এনজিওগুলো পুরো প্রকল্প পরিচালনা করবে।

প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিগত সংস্কার : এ ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হলে তদারকব্যবস্থায় সংস্কার প্রয়োজন। যেমন এনজিও পরিচালিত উদ্যোগগুলো সামাজিকভাবে নির্ধারিত মূল্যে পণ্য সরবরাহ করলে তাদের জন্য নির্দিষ্ট আইনি কাঠামো থাকা দরকার। লাভকে পুনর্বিনিয়োগ করলে করসুবিধা দেওয়া যেতে পারে। ওয়্যারহাউস রসিদব্যবস্থাকে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ঋণের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এতে কৃষকেরা তাঁদের গুদামজাত পণ্য জামানত হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। কৃষক ও সমবায়ীরা স্থিতিশীল চাহিদা নিশ্চিত করতে সরকারি কেনাকাটার ক্ষেত্রে তথা স্কুল বা হাসপাতালের খাবার এনজিও পরিচালিত ব্যবস্থা থেকে সরবরাহ করা যেতে পারে।

আবাসননীতিতে সংস্কার ও অবকাঠামো অর্থায়ন নিশ্চিত করা জরুরি। একই সঙ্গে সরকারি সহায়তায় তৈরি এই ইউনিটগুলোর সাশ্রয়ী থাকার বাধ্যবাধকতা দরকার। মুনাফা অর্জন প্রাধান্য পাওয়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সুরক্ষাব্যবস্থা অপরিহার্য। উৎপাদক ও ভোক্তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদ থাকতে হবে। এ ছাড়া নিয়মিত নিরীক্ষা, স্বচ্ছ সংগ্রহ ও মূল্য নির্ধারণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

এনজিও পরিচালিত বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সরকারি তদারকি কমিশন গঠন করা যেতে পারে। অর্থ মন্ত্রণালয়, ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা, নাগরিক সমাজ ও উৎপাদকের প্রতিনিধিরা থাকবেন। দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় কারিগরি সহায়তা ব্যবহার করে শাসনব্যবস্থা-সম্পর্কিত স্ট্যান্ডার্ডগুলো প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

সর্বাত্মক সমাজভিত্তিক অংশীদারত্ব : এ পরিবর্তনগুলো কেবল মূল্যস্ফীতি ও বাসস্থানের ব্যয় কমাবে না; বরং অর্থনৈতিক সুযোগকে গণতান্ত্রিক করবে এবং কল্যাণরাষ্ট্রের এজেন্ডাকে এগিয়ে নেবে। পাশাপাশি মূল্য স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে। ভবিষ্যৎ পথচলায় কেবল টেকনোক্রেটিক সমাধান যথেষ্ট নয়। সামাজিক চুক্তি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নতুনভাবে ভাবতে হবে। এনজিওনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্মিলিত দর-কষাকষি, ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অংশীদারে রূপান্তরিত করলে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্রের পথ আপনাআপনি তৈরি হবে না। সর্বাত্মক সমাজভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সাহসী অংশীদারত্বমূলক সহযোগিতাই পাথেয়।

ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক।

দারিদ্র ভীতিজনক পর্যায়ে

(৭ পাতার পর)

ধাবিত হতে থাকবে। প্রেসিডন্ট ট্রাম্প ৭৭ মিলিয়ন ভোটারদের ভোট পেতে তার নির্বাচনী ওয়াদার জটিল ধরণের কয়েক ক্ষেত্রে সফলকাম হয়েছেন সন্দেহাতীত ভাবে। দক্ষিণ সীমান্ত এখন সুরক্ষিত; অবৈধ অভিবাসন স্রোত গতি হারিয়েছে, এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সাময়িক বেকায়দা সত্বেও শান্তি প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন । তবে, দারিদ্র অব্যাহত গতিতে আগুয়ান । বিত্তবানদের সংখ্যা অর্থনীতির নিয়ম মেনে সুযোগ সুবিধে সমেত বাড়ছে বলাইবাহুল্য ।

বাংলাদেশে ভারতপন্থিদের প্রকারভেদ

(৮ পাতার পর)

দিয়েছে। পাকিস্তান সরকারের নির্বুদ্ধিতার ফলে ষাটের দশকে মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান পরিবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেবতা হিসেবে দেখার যে প্রবণতা আরম্ভ হয়েছিল, সেটা অনেকাংশে এ দেশে ভারতের সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব বিস্তারের পথ সুগম করেছে। সেই থেকে বাঙালি মুসলমানের হাজার বছরের ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি ক্রমেই অবহেলিত হয়েছে। প্রায় ৮০০ বছর আগে বাংলায় স্বাধীন মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ইতিহাস *(৬ পাতার পর)*আমরা অনেক আগেই বিস্মৃত হয়েছি। বৃহত্তর বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের স্ত্রী ফুলওয়ারা বেগম যে বাঙালি ছিলেন এবং তাদের সন্তান আবুল মুজাহিদ সিকান্দার শাহ পিতার মৃত্যুর পর যে দীর্ঘ ৩২ বছর (১৩৫৮-১৩৯০) বাংলার স্বাধীন সুলতান হিসেবে রাজত্ব করেছেন, সেই ইতিহাসই বা আমরা কতজন জানি? অনেক ইতিহাসবিদ দাবি করেন, শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের পিতা পারস্যের সিস্তান অঞ্চল থেকে উপমহাদেশে এলেও তার মা বাঙালি ছিলেন।

১৯৪৭ সালে আমাদের পূর্বপুরুষরা হিন্দু জমিদারদের অবজ্ঞা ও জুলুম থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রত্যাশায় মুসলমান জনগোষ্ঠীর স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় পাকিস্তানের পক্ষে যে গণতান্ত্রিকভাবে রায় দিয়েছিলেন, সেই সত্যটাও বিগত আট দশকে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। বাঙালিত্ব অর্জন করতে গিয়ে সমাজের এক উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলামকে পরিত্যাগ করতে চেয়েছে। একাত্তরের চেতনার নামে যে বয়ান ফেরি করা হয়েছে এবং হচ্ছে, সেটি ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে অব্যাহতভাবে সহায়তা করেছে। এ দেশে অধিকাংশ মঞ্চ ও টেলিভিশন নাটকে মাথায় টুপি এবং মুখে দাড়ি থাকা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি নাট্যপরিচালক ও লেখকরা অধিকাংশ হিন্দু চরিত্রকে মহৎ হিসেবে দেখিয়েছেন।

অপরদিকে ভারতের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর প্রতিটি সোপ অপেরায় পূজা-অর্চনা করা বাঙালি হিন্দু সমাজের এক অতিগুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র কাজ হিসেবে দেখালেও বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম পালনকে ধর্মান্ধতা ও কূপমণ্ডূকতা হিসেবেই দেখিয়েছেন আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মীরা। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মহান কবি আল মাহমুদ ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়লে তার মতো এত বিরাট মাপের কবিকেও অনাদরে ও অবহেলায় মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। 'সাংস্কৃতিক ভারতপন্থিরা' শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদকে দেড় দশকে সর্বপ্রকারে সহায়তা দিয়েছে। এদের হাত থেকে মিডিয়া এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনের মুক্তি ঘটিয়েই এ দেশের বাঙালি মুসলমানের স্বকীয়তা ও ঐতিহ্য রক্ষা করতে হবে। আশা করা গিয়েছিল, জুলাই বিপ্লবের পর ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অবসান ঘটবে। বিস্ময়করভাবে একসময়কার কথিত ভারতবিরোধী ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতারা আবারও আওয়ামী ও ভারতীয় বয়ানে বাংলাদেশে দক্ষিণপন্থা এবং মৌলবাদের উত্থানের ভয় দেখাচ্ছেন।

৪. দাসানুদাস ভারতপন্থি : আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশের অধিকাংশ বাম রাজনৈতিক দল দিল্লির সঙ্গে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কে আবদ্ধ। এই অঞ্চলের বাম রাজনৈতিক দলের দাসসুলভ মানসিকতার সূত্রপাত হয়েছিল ব্রিটিশ আমলেই। উদাহরণস্বরূপ সিলেট রেফারেন্ডামের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৪৭ সালের সেই রেফারেন্ডামে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগণ সিলেট ও করিমগঞ্জের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে ভোট দিলেও কমিউনিস্ট পার্টির ভারতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে পার্টির পূর্বাঞ্চলের সদস্যরা ভারতভুক্তির পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার তোয়াক্কা কমিউনিস্ট পার্টি কখনো করেনি। পরবর্তীকালে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলেও সেক্যুলারিজমের মুখোশে এসব বাম দল চরম ইসলামবিদ্বেষ লালন করেছে। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভারতের ডিপ স্টেটের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ১৯৬৩ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর। ব্রিটিশ আমলে যুক্ত বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে বাঙালি হিন্দুরা প্রকৃতপক্ষে কোনোদিনই পছন্দ করেনি। ১৯৪৬ সালে কলকাতার ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রধানত মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে দাঙ্গায় মুসলমানদের পক্ষাবলম্বনের জন্য অভিযুক্ত করেছিল। ১৯৫৬ সালে সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে তার প্রতি ভারতীয় হিন্দুদের বিদ্বেষ আরো তীব্র হয়। সোহরাওয়ার্দীর ইন্তেকালের পর শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করলে দিল্লির সঙ্গে দলটির নিবিড় যোগাযোগের পথ সৃষ্টি হয়েছিল। পাকিস্তান আমলে বহুল আলোচিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় সংযোগের কথা শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক কারণে অস্বীকার করলেও শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট শাসনামলে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা আগরতলা ষড়যন্ত্রের সত্যতা স্বীকার করেছেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়ে শেখ মুজিব ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তায় দলীয় লাঠিয়াল বাহিনী রূপে চরম বিতর্কিত ও অত্যাচারী 'রক্ষী বাহিনী' গঠন করেছিলেন।

১৯৭৫ সালের সামরিক বাহিনীর একাংশের অভ্যুত্থানে শেখ মুজিব নিহত হলে তার দুই কন্যা দিল্লিতে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেছিলেন। ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা ছয় বছর দিল্লিতে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর ট্রেনিং নিয়ে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলেন। ৪৩ বছর পর গত বছরের জুলাই বিপ্লবে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি পালিয়ে দিল্লিতে সেই 'র'-এর কাছেই ফিরে গিয়ে ভারতের ডিপ স্টেটের প্রত্যক্ষ সহায়তায় রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছেন। আওয়ামী লীগ এবং উপরে বর্ণিত বামদের বাইরে উল্লেখযোগ্য দলগুলোর মধ্যে জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টিও 'দাসানুদাস ভারতপন্থিদের' অন্তর্ভুক্ত। পাঠকদের স্মরণে থাকার কথা, ২০২৪ সালের 'আমি ও ডামির' নির্বাচনের কিছুদিন আগে দলটির তৎকালীন প্রধান নেতা জিএম কাদের দিল্লি সফর করে ঢাকা বিমানবন্দরে নেমে বলেছিলেন, ভারতের নির্দেশ ছাড়া তিনি সেখানে কী আলোচনা হয়েছে, সেটা জনগণকে বলতে পারবেন না। দাসত্বের এর চেয়ে খোলামেলা স্বীকারোক্তি আর হতে পারে না। উপরোক্ত 'দাসানুদাস ভারতপন্থি' গোষ্ঠী সর্বদাই বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি হয়ে থাকবে।

৫. হীনম্মন্য ভারতপন্থি : বাংলাদেশের একদল ভীরু ও সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতা, বিশ্লেষক, বুদ্ধিজীবী, টকশো স্টার এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের কাছে প্রায়ই এই নসিহত শুনতে পাবেন যে, ভারতের মতো এক বিশাল এবং শক্তিধর প্রতিবেশীকে সন্তুষ্ট না রেখে আমরা নাকি সঠিকভাবে ও শান্তিতে দেশ পরিচালনা করতে সক্ষম হব না। এই শ্রেণিকেই আমি 'হীনম্মন্য ভারতপন্থি' নামে ডেকে থাকি। অথচ বাস্তবতা হলো, স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দী পর আমরা ভারতের ওপর রাজনৈতিক, সামরিক, কিংবা অর্থনৈতিকড়কোনো কারণেই আর একতরফাভাবে নির্ভরশীল নই। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের বিবেচনায় ভারত বরঞ্চ বাংলাদেশ দ্বারা বিপুলভাবে উপকৃত। ১৮ কোটি নাগরিকের এই দেশটি ভারতের এক বিশাল রপ্তানি বাজার ও প্রবাসী আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

ড. ইউনূস সরকারের বিগত এক বছরের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের উদ্ধত শাসকগোষ্ঠী কোনো অযৌক্তিক বিরোধ সৃষ্টি করলে আমাদের বৃহৎ ও শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি তুলনামূলকভাবে অর্থনৈতিক বিবেচনায় বরং বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পলাতক হাসিনা ভারতের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরতার যে 'মিথ' ফ্যাসিবাদের ১৫ বছরে তৈরি করেছিলেন, সেটি আল্লাহর অসীম রহমতে বাংলাদেশের জনগণ স্বল্প সময়ের মধ্যে ভেঙে দিতে সক্ষম হয়েছে। ভৌগোলিকভাবে আমরা ভারতবেষ্টিত, এটা যেমন সত্য, তেমনি এটাও বাস্তবতা যে, ভারতের 'সেভেন সিস্টার' রাজ্যগুলো বাংলাদেশ দ্বারা বেষ্টিত। সুতরাং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ভূরাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করা গেলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার সক্ষমতা রাখে। বাংলাদেশের এসব হীনম্মন্য ব্যক্তিদের মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানো শেখাতে আমাদের হয়তো আরো কিছুকাল অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। হীনম্মন্যতা রোগটি যেহেতু মানসিক, তাই চিকিৎসাও দীর্ঘমেয়াদি হওয়া আবশ্যক।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণির ভারতপন্থিদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলার কৌশল প্রণয়ন করা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। নব্বই দশকের শেষার্ধ থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাকর্মীদের সঙ্গে মেলামেশার অভিজ্ঞতা থেকে আমার ধারণা হয়েছে যে, আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে 'দাসানুদাস ভারতপন্থি' ও 'হীনম্মন্য ভারতপন্থি' হওয়ার বেশ দৃশ্যমান প্রবণতা রয়েছে। ভারতের সম্মতি ছাড়া বাংলাদেশে ক্ষমতায় যাওয়া যায় না, অথবা গেলেও টিকে থাকা যায় না বলেও অনেক নেতা মনে করেন। ২০১৮ সালে নির্বাসনে যেতে বাধ্য হওয়ার আগে বিএনপির এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে আমি নরেন্দ্র মোদিকে হিন্দুত্ববাদী ও গুজরাটের কসাই বলায় দলটির নীতিনির্ধারকরা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে আমার সমালোচনা বিএনপির ক্ষমতায় যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে বলে তারা সেদিন মনে করেছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে হাসিনার প্রচ্ছন্ন দালাল হিসেবেও সাব্যস্ত করতে চেয়েছিলেন। সেদিনই আমি শহীদ জিয়ার প্রতিষ্ঠিত দলটির 'হীনম্মন্য ভারতপন্থি' মতবাদ দ্বারা পরিচালিত হওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েছিলাম। এখন অবশ্য একসময়কার বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী দলটি আমাকে মৌলবাদী, ইসলামি চরমপন্থি এবং একাত্তরের চেতনাবিরোধী মনে করে থাকে। যাই হোক, আজকের দীর্ঘ লেখায় আমি আগের মতোই জনগণকে সতর্ক করার জন্য নানারকম লেবাসে ভারতীয় দালালগোষ্ঠীর চেহারা চিনিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে জুলাই বিপ্লবের আদর্শকে ধারণ করে যারা রাজনীতি করতে চান, ভারতপন্থার বিষয়ে তাদের অন্তত চোখ খুলুকড়এই আশাবাদ নিয়েই আজকের মন্তব্য প্রতিবেদন শেষ করলাম।

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.

37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372

(718) 478-7000 ; (347) 652-9500

Call Mohammad for Free Estimate INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

House for sell Jamaica Queens

Three family house 5 beds, 3 full baths, 2 half baths, finished basement, car garage and driveway. Close to all transportation and groceries. House price 980k.
Queens village one family house 3 beds, 2 full baths, huge finished basement, car garage and driveway.
Close to all transportation and groceries.

House price 730k.

Please call: 917-593-9311

Security Camera

Security Camera | Total Cable "Reliable, Affordable!" | Clear Cable clearTV | Computer Sale & Repair | Printing Neon Signs OPEN

Remote system view from any where

Security Door Bell = $ 400
4 Camera Full Set = $ 900.00
8 Camera Full Set = $ 1200.00
1 year limited warranty

Remote system view from any where

Tel: 941-822-3090
347-567-6560

Digital Security System & Networking Inc.

167-09 Hillside Ave. 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

letuchowdhury2009@yahoo.com

একটি বাংলাদেশী বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এখন অনলাইনে ব্রাউজ করুন

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ Weekly Bangladesh

Weeklybangladeshusa.com

Sagar CHINESE

Sagar Restaurant

168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432
Tel: 718-298-5696, 718-657-2855
www.sagarfood.com

Jamaica Branch

87-47 Homelawn Street
(169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: 718-657-3333, 718-657-3334
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch

252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: 718-343-4444, 718-343-4448
www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package $13
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package $15
Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package $6
Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28
Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net

85-59, 168st, Jamaica, NY 11432

Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ

বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832

Bangladesh Center inc

বি-২০-২২

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

Jamaica apartment for rent

155 Linden Blvd, Shutpin Jamaica, 2 separate rooms . 2 separate rooms with 1 full bath and 1 full kitchen , monthly rent $1600.00 included all utilities. Q6, Q111, Q113, Q114 bus service than E / F train. Looking for good income and working couple. Near Al Ansar Masjid and near Bangladeshi grocery store. If you are interested than contact at **718-322-1488.** Please Call between 10am to 10pm.

A Jamaica apartment with two separate rooms and a full kitchen is available for rent for $1600 per month, including utilities, and is suitable for a working couple.
Note: Call Nilufar Khan if interested in the apartment (718-322-1488)

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, মান্নান গ্রোসারি, ক্যাপ্টেন টিলি পার্ক এবং 'F' ট্রেন হিলসাইডের সন্নিকটে ২ বেড, কিচেন, বাথ, লিভিংসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: **347-255-4846, 347-259-2954** বি-১৩-১৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ইনউড স্ট্রিটে নতুন বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ভাড়া হবে। গ্যাস, হিটিং বিল ছাড়া ভাড়া: ৩৫০০ ডলার। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৫৩-৫৪৩২
বি-১১-১৩

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

হিলসাইড এভিনিউয়ে দ্বিতীয় তলায় ২ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। মাসিক ভাড়া: ২৫০০ ডলার, যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-৫৪৮৩
বি-১১-১৩

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১০৪ এভিনিউ ও ১৬৫ স্ট্রিটে একটি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। সাবওয়ে এবং বাস স্টেশনের কাছাকাছি। যোগাযোগ : **646-363-1147.** B#10-12

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজ ২১৫ প্লেস, বিটুইন জ্যামাইকা ও ৯৪ এভিনিউ। স্বামী - স্ত্রী/দুইজন কর্মজীবী মহিলা/ব্যাচেলার অগ্রাধিকার। যাতায়াত ব্যবস্থা-LIRR ট্রেন,Q36 বাস। যোগাযোগঃ **৬৪৬-৬৩৯-৬৮৪৭/৬৪৬-৫৯৫-৫৪৩৬**

বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬৯ স্ট্রিটে লিবার্টি এভিনিউ সংলগ্ন, ব্র্যান্ড নিউ সেমি-বেসমেন্টে ২ বেড, সেপারেট বাথ, কিচেন, বিরাট ড্রয়িং ও ডাইনিং স্পেস আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬১৭-৭০৬৬, ৬৪৬-৩৬৮-৮৪৭২

বেসমেন্টে ৩টি রুম ভাড়া

বেইজমেন্ট এ ৩টা আলাদা রুম ভাড়া দেওয়া হবে। গতিক এন্ড হাইল্যান্ডের মধ্য ১৬৭ স্ট্রিট জামাইক্যা হিলসাইড। শুধুমাত্র পুরুষের জন্য। phone call : **917 815 4629**

House for Rent

1. 3 bed 2 bath living dining, Remington St & 9th Ave
2. 3 bed 2 bath Parking, Close to Hillside Ave,
3. 1 bed 1 bath living 221-13 106th Ave
4. Semibasement 1 bd 1 bath, living 9028 186th St
5. Basement 3 bd 1 bath Close to A Train
6. 3 bd 2 bath 107-36 Walthham St
7. 4 bd 2 bath 2nd flr 176th St & 109th Ave
8. Basement 1 bd bath Close to 169th At & Hillside Ave
9. 4bd 2bath living 1st flr, Parsons Blvd & Hillside Ave
10. Basement 3 bd 1 bath 195th Pl & Hillside Ave (Empty)
11. 2bd 1 bath living 2nd flr
12. 2 bd 1 bath 1st flr 204 St $2000
13. 3bd 2 bath living $3000
14. 2bd 2bath living, balcony 175th St & Hillside
15. Semibasement 1bd 1bath living 179th St close to subway
16. Studio 2nd flr 51 Ave Elmhurst, close to subway
17. Basement 1 bd 1bath living 87-31 143rd St
18. Basement 3bd 1bath Parsons Blvd & Hillside Ave
19. Semi-basement 2bd 1bath 189th St & 104th Ave
20. East Elmhurst 3bd 1bath $3000
21. 3bd + Attic 1.5bath 89-05 145th St Flr
22. Woodside 2bd 1bath 1st Flr 69th St & Roosevelt Ave
23. 4bd 2bath 1bath balcony living dining, 196th St & Jamaica Ave, 3rd flr
24. Sunnyside/woodside Studio, close to 7 Train, $1500
25. 3bd 2bath living, Jamaica Center, E Train
26. 2bd 1bath $2500 including, 187th St & 87th Ave (call after 4:00PM)
27. 3bd 2bath living balcony, 2nd flr, 106-08 180 St
28. 3bd 1bath living 177-22 106th Rd, $3000
29. 4bd 1bath 1st & 2nd flr +basement 2bd, 153 Arlington Terrace
30. 2bd 1.5 bath 1st flr; 3bd 2 bath 2nd flr; 3bd 2bath 3rd; 2bd 1bath; 3bd 2bath; 185th &90th Ave
31. 3bd 1bath living $2500, Liberty & Merrick Blvd
32. 3bd 1bath living, 138 St & Hillside Ave
33. 2bd 1bath living 1st flr, 161St & 84th Ave
34. 1bd Apartment, 201st St & Hillside Ave
35. 3bd 2bath living dining Inword St & 130 Ave 2nd flr
36. Ibd apartment 2nd flr 121 St & Leffers Blvd
37. 3bd 1.5bath living 187th St & Hillside Ave
38. 3bd 2bath living dining 106-14 155th St
39. 2bd 1bath dining 92-05 Vanderveer St
40. Basement 2bd 1bath 169th St & 84 St
41. 3bd 2bath living dining 2nd flr, close to E train, from Jamaica Center
42. 1bd apartment 172 St & 109 Ave
43. 2bd apartment, Sutphin Blvd & 97the Ave
44. 3bd 2bath living, dining 167 St & 109 Ave
45, Woodside 1bd Apartment

Mohammad Salim Reza, Realtor

929-393-7331

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, মান্নান গ্রোসারি, ক্যাপ্টেন টিলি পার্ক এবং 'F' ট্রেন হিলসাইডের সন্নিকটে একটি রুম শেয়ারে থাকার জন্য ভাড়া হবে। যোগাযোগ: **347-255-4846, 347-259-2954** বি-১৩-১৪

রুম ভাড়া

Jamaica Hillside Ave and 169 Street, close to `F' Train Subway Station প্রাইভেট বাড়ির একটি সুন্দর রুম একজন মেয়ে/মহিলার কাছে চলতি সেপ্টেম্বর মাস থেকেই ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-445-1108 বি-১৩

বড় রুম ভাড়া

৯৫১৭ ৬৪ রোড রিগো পার্ক কুইন্সে প্রথম তলায় একটি বড় রুম হিন্দু অথবা খ্রিস্টান স্বামী-স্ত্র/ফ্যামিলির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার করতে হবে। ২ মিনিটের দূরত্বে M ও R ট্রেন এবং এমটিএ বাস। যোগাযোগ: 347-421-6717
বি-০৯-১১

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইডের কাছে ১৬৮ প্লেসে প্রাইভেট হাউজে একটি রুম একজন কর্মজীবী মেয়ের কাছে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-264-2511, 347-553-1618 বি-০৯-১১

আবশ্যক

Help Wanted

Seeking organized office adminstrative assistant. Experienced in Quickbookor any invoicing software, Hours: Monday-Friday; Phone: 917-355-3676
বি-১১-১৩

আবশ্যক

রুটি বানানোর জন্য মহিলা আবশ্যক। ক্যাশে পে করা হবে। **যোগাযোগঃ 212-392-5797**
বি-০৮-১০

আবশ্যক

শুধুমাত্র শনি ও রবিবারে ফার্ম থেকে ফসল তোলার জন্য লোক আবশ্যক। রাত্রে ফার্মে থাকতে হবে। ক্যাশে পে করা হবে। যোগাযোগঃ
845-320-2356
বি-০৮-১০

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

ঢাকায় প্লট বিক্রয়

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পার্শ্বে ১৯৬৯ সনে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার-মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগঃ মোহাম্মদ খাঁন।
ফোন: **718-786-5168, Email: nazrul208165@gmail.com** ।
বি-২৩- ।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন

www.weeklybangladeshusa.com

একটি ছেলের দেখাশোনার জন্য আবশ্যক

কুইন্স এলাকায় একটি বন্ধুসুলভ অটিস্টিক ছেলের জন্যে Respite কাজের মানুষ প্রয়োজন। যোগাযোগ: 718-291-7723.
বি-৪৭-৪৯

WANTED : Looking for a respite worker in Queens area for very friendly child with autism.
Interested persons are requested to contact **718 291 7723.**

ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করি

আমি মো: ওয়ালিউল্লাহ, ইলেক্ট্রিক্যাল কাজে অত্যন্ত দক্ষ। সব ধরনের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি। **যোগাযোগ: মো: ওয়ালিউল্লাহ; ফোন: ৯২৯-৬৩৬-৬৮১৬**
বি-১৫-১৮

ব্যাবসায়িক পার্টনার আবশ্যক

ফার্মে মুরগি বা ছাগল পালনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ব্যবসায়িক পার্টনার আবশ্যক। পার্টনারকে অবশ্যই ফার্মে থেকে মুরগি বা ছাগল পালতে হবে। আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন:
(212) 392-5797

দোকান বিক্রি স্পেস ভাড়া

পারসন্স বুলেভার্ডে 'এফ' ট্রেন সংলগ্ন একটি বড় দোকানের একটি অংশ যে কোনো বড় ব্যবসা করার জন্য ভাড়া দেওয়া হবে, অথবা সম্পূর্ণ দোকান বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: **718-564-7121** বি-৩৫-৩৭

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়

Cell: 347-527-6438

ইমাম জুবাইর রাশিদ

ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ

1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email:abuljubayer@gmail.com

Multiple Award Winners

Thinking of Selling Your Home?

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন।

BUY-SELL-LEASE

Free Market Analysis
Professional Photography
Shorter Days on Market
Sell for Top Dollars

Jashim Chowdhury.com
347-200-0567
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

EXIT REALTY PRIME

JN REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP.
All Real Estate Services
Buying • Selling • Construction • Development

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423

Cell : 347-200-0567
Phone : 718-262-0205
Email : c21jashim@gmail.com

CIVIL SERVICE – GOV JOBS! ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.
Contact : K M Tarek FCA
email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648
Queens, NY-11432
বি-১৫-১৭

IT and Computer System Administrator Wanted

IT and Computer System Administrator (full time) required for Ritecare Medical Office P.C in 196 22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423, Call:**917-399-2374 or email drhossain2014@gmail.com,** $105019 annual salary ($50.48p/hr). Must have Bachelor's (C.S.) & 12 months of experience and know Bengali, Hindi and Urdu. Duties include analyze business, data processing, user requirements, procedures, review computer system capabilities, research tools, create/maintain database of clients, implement SEO promote marketing, overlook desktop/ mobile app for appointments, medical records, billing etc."

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় 'এল' ব্লকে ৩ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় করা হবে।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭৫০-৯৬৭৮, ৭১৮-৩৩৫-৬৭০৮
ইমেইল: azadpjournalist123@gmail.com

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

MINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ:
347-335-9887
বি-১৪-১৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ :
৯১৭-৫৯৩-৯৩১১

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: **৯০১-৩৪০-৬৮৬২;** ইমেইল: **naserllc@yahoo.com**
বি-২৪-২৭

বাসাবোতে অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়

ঢাকার ১৩ নং দক্ষিণ বাসাবোতে সদ্য নির্মিত বাড়ির ৬ তলায় ১৩০০ বর্গফুটের ৩ বেডরুম, ৩ বাথরুম, ২টি বারান্দাসহ একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় হবে।
যোগাযোগ: **৯১৭-৫২৬-৯৪৭৫**
বি-২৪-২৬

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।
যোগাযোগ:
917-428-9818, 646-578-7802,
917-623-2231, 347-469-8270

গাজীপুরে জমি বিক্রয়

গাজীপুর সিটি করপোরেশন শিল্প জোন হাতিয়ার খিলপাড়া মাদ্রাসার উল্টো দিকে ৫৪ (চুয়ান্ন) শতাংশ নিষ্কন্টক জমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : **01781095167**

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-২৫৭৯

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে

L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

Live Goat $5.99/lb

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm
Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]

হাফেজ মওলানা শামসুল আলম

৯২৯-২৪২-৪৬৯২

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।

যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

মাহফুজুর রহমান আদনান

সিইও, হযরত শাহজালাল রহ. ভেরিয়াস সার্ভিস

mahfuzadnan.usa@gmail.com

অফিস : 9293300588

সেল : 9292618340

আমরা ফুড ষ্টাম্প, ক্যাশ এসিসটেনস, পাবলিক এসিসটেনস, হোম কেয়ার, মেডিকেইড-মেডিকেয়ার প্রসেসিং সহ অন্যান্য পাবলিক সার্ভিস সেবা অত্যন্ত যত্ন ও বিশ্বস্থতার সাথে প্রদান করে থাকি।

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনের জন্য সেরা মেডিকেয়ার প্ল্যান খুঁজে পেতে সাহায্য করি। ■ HEALTHFIRST

■ WELLCARE ■ HUMANA ■ AETNA ■ UNITED

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

মোহাম্মদ তুহিন
Lic. Insurance Agent

(718)310-0413

nymedicare@aol.com

NO UP FRONT- NO DOWN PAYMENT

NO ELECTRIC BILL HASSELS

GET SOLAR POWER AT YOUR HOME

ACCORDPOWER
Green Solutions and Investments

আমরা বাংলায় কথা বলি
আপনার প্রয়োজন
আমাদের প্রচেষ্টা

130-30 31st Ave #707
Flushing, NY 11354

www.accordpowerinc.com

M +1 347 476 9749

CONTACT: LUTFUR RAHMAN

E Lutfur@AccordPowerInc.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIPPO

917-476-6628, 718-371-8334

www.neherphotography.weebly.com

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

জব হেল্প! জব হেল্প!!

- পোষ্ট অফিস জব, ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট, স্কুল সেফটি এজেন্ট, পুলিশ অফিসার, কারেকশন অফিসার এবং এমটিএ জব সহ আমেরিকার সব ধরণের সরকারী জব-এর এপ্লিকেশন এবং পরীক্ষায় পাশ করার জন্য হেল্প করা হয়।
- পোষ্টাল (United State Postal Service) জব একটি ফেডারেল জব। এই জব-এ সকল প্রকার সরকারী সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। খুব সহজে এবং অল্প সময়-এ এই জব পাওয়া সম্ভব।
- জব না হওয়া পর্যন্ত আমরা আনলিমিটেড সাহায্য করে থাকি।
- আমাদের লক্ষ্য একটি সঠিক জব পেতে আপনাকে সাহায্য করা। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

ফোন:৩৪৭-৪৫৯-০৫৪৫ (মন্ডল) (By Appointment Only)
Microsoft Certified System Engineer and
A Plus Certified Professional এবং সরকারী জব এ কর্মরত
৩৩-২৪ ৭৭ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক।

Hillside Multi Services Inc.
হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্‌ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগ: ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।
ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

* তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
* বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
* কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিষ্টার
* ফিনারেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ্ গ্রুপ
* শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১২০ ষ্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

House Sell

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC. Licensed Real Estate Broker

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2Fl
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Liceensed R. E. Salesperson

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

Captain Mahfuzul Haque

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা
  (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চ্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম
- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ
- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম
- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম
- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম
- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

1217 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH
Thursday
04 September 2025
বৃহস্পতিবার
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন ব্রাউজ করুন
বাসা ভাড়া, চাকরি, ক্রয়-বিক্রয়, পাত্র-পাত্রী web : www.weeklybangladeshusa.com
Tel: 718-523-6299, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বিমানন্দরে নিরাপত্তা চেকপয়েন্ট জুতা খোলার ভ্রমণ নীতি বাতিল

বাংলাদেশ ডেস্ক : ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) এক ঘোষণায় জানিয়েছে, *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

ওজোন পার্কে কালাম'স বাজার উদ্বোধন ৫ সেপ্টেম্বর

বাংলাদেশ রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশী অধ্যুষিত ওজোন পার্কে আসছে নতুন সুপার মার্কেট 'কালাম'স বাজার'। ৯৮-০১ লিবার্টি *(বাকি অংশ ১২ পাতায়)*

নিউইয়র্ক : নায়াগ্রা ফলসে ফোবানার উদ্বোধনকালে অতিথি ও আয়োজকবৃন্দ।

উত্তর আমেরিকায় বিভক্ত তিন ফোবানা সম্মেলন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): লেবার ডে উকেন্ড ঘিরে বিগত বছরগুলোর মতো এবারো নানা আয়োজনে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা)-এর তিনটি বিভক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো উত্তর আমেরিকার গত ২৯, ৩০ ও ৩১ আগষ্ট। অনুষ্ঠিত এবারের সম্মেলন ছিলো ৩৯তম ফোবানা কনভেনশন। এই তিনটি সম্মেলনের একটি সম্মেলন হয় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক রাজ্যের নায়াগ্রা ফলসে, অপরটি হয় জর্জিয়া রাজ্যের আটলান্টায়। আরেকটি হলো কানাডার মনট্রিয়লে। *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

নিউইয়র্ক স্টেটের বড় অনুদান পেল ভালো

বাংলাদেশ ডেস্ক : বাংলাদেশি হিউম্যানিটারিয়ান এইড অ্যান্ড লিডারশিপ আউটরিচ (ভালো) নিউইয়র্ক স্টেটের একটি বড় অনুদান পেয়েছে, যার পরিমাণ প্রায় দেড় মিলিয়ন *(বাকি অংশ ২০ পাতায়)*

নায়াগ্রা ফোবানার নতুন কমিটি

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কের নায়াগ্রা ফলসের শেরাটন হোটেলে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী ফোবানা সম্মেলনের শেষ দিনে নতুন স্টিয়ারিং কমিটি *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদোন্নতি পেলেন কারাম চৌধুরী

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে (এনওয়াইপিডি) ডেপুটি ইন্সপেক্টর হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেছেন বৃহত্তর সিলেটের সন্তান কারাম চৌধুরী। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পুলিশ সদর দপ্তরে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

জেএমসি'র স্পেশাল ফান্ড রেইজিং ডিনার ৬ সেপ্টেম্বর

বাংলাদেশ রিপোর্ট : জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের (জেএমসি) নেক্সট জেনারেশন মসজিদ সম্প্রসারণ প্রকল্পের জন্য আগামী ৬ সেপ্টেম্বর *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

রাস্তাটির নাম দিই পোয়েটস অ্যাভেন্যু

কাজী জহিরুল ইসলাম : কবি, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ড. মাহবুব হাসান আমার প্রাণের বন্ধু। তিনি বেশ ক'বছর নিউইয়র্কে ছিলেন, এখানে আমাদের বাসা কাছাকাছিই ছিল। রোজ বিকেলে একসঙ্গে হেঁটে আমাদের চিনিরোগ নিয়ন্ত্রণে *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

নিউইয়র্কে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

বক্তব্য রাখছেন গিয়াস আহমেদ।

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এউপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তারা দলের প্রতিষ্ঠাতা, স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান ঘোষিত আগামী *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

ইতালিতে আশ্রয় চেয়েছেন ৪০ হাজার বাংলাদেশি

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইউরোপের দেশ ইতালিতে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন ৪০ হাজার বাংলাদেশি নাগরিক। দেশটিতে বৈধভাবে বাংলাদেশি *(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)*

আগস্টে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ২৭ হাজার ২০০ কোটি টাকা

ঢাকা : চলতি আগস্ট মাসের ৩০ দিনে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ২২২ কোটি ৯০ লাখ (২.২৩ বিলিয়ন) ডলার, যা দেশীয় মুদ্রায় প্রায় *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

বাংলাদেশ সোসাইটির অব ব্রঙ্কসের পথমেলা

নিউইয়র্ক : বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক ইনকের উদ্যোগে গত ৩১ আগস্ট রোববার উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো এক পথমেলার। বাংলাদেশি বিভিন্ন পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের স্টল, পাশাশি সংস্কৃতি অনুষ্ঠান ছিলো এই আয়োজনে। এতে নিউইয়র্কে বসবাসকারী বাংলাদেশি কমিউনিটির সুপরিচিত সব শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশ করেন। মেলায় বিভিন্ন পর্যায়ের মূলধারার জনপ্রতিনিধি ও কমিউনিটির নেতা, এক্টিভিটিস এবং ব্যবসায়ীসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা তবু শান্তিতে শীর্ষে আছে এই ১০ দেশ

সিএনএন ও বিবিসি : বিশ্বজুড়ে চলছে যুদ্ধ, সহিংসতা আর অস্থিরতা। এরপরও কিছু দেশ এখনো শান্তি, নিরাপত্তা আর স্বস্তির ঠিকানা হয়ে আছে। সেসব দেশে নেই বড় ধরনের সংঘাত, অপরাধের হার তুলনামূলক কম, মানুষজনও উপভোগ করছে নিরাপদ জীবনযাপন। ভ্রমণের জন্য এমন দেশই যে কারও জন্য *(বাকি অংশ ২০ পাতায়)*

ভিসা জালিয়াতিতে জড়িতরা যুক্তরাষ্ট্রে আজীবন নিষিদ্ধ

ঢাকা : ভিসা জালিয়াতিতে জড়িতদের আজীবনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হবে। গত ১ সেপ্টেম্বর ঢাকাস্থ মা র্কিন দূতাবাস তা দের ফেসবুকে ভিসা সংক্রান্ত এক বার্তায় এ কথা জানায়। বার্তায় উ ল্লেখ করা হয়, যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে ভিসা জালিয়াতি প্রতিরোধ এবং অবৈধ অভিবাসন বন্ধ করবে। যারা ভিসা জালিয়াতিতে জড়িত, তাদের আজীবনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হবে। একটি দেশের যদি সুরক্ষিত সীমান্ত না থাকে, তাহলে সেটি আর জাতি হিসেবে টিকে থাকতে পারে না। যারা ভিসা জালিয়াতিতে অংশ নেয় বা অবৈধ *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

নিউইয়র্কে বাড়ি কিনেছেন ডিবির আলোচিত হারুন

ঢাকা : বহুল আলোচিত ও সমালোচিত পুলিশ কর্মকর্তা হারুন-অর-রশীদ নিউইয়র্কের নিউ হাইড পার্কে স্ত্রীর নামে পাঁচ মিলিয়ন ডলারে একটি বাড়ি কিনেছেন বলে তথ্য মিলেছে। সেখানকার আমেরিকান ডেইরি নামের একটি কোম্পানিতে বিনিয়োগও রয়েছে তাঁর। ওই কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁর স্ত্রী।হারুন বর্তমানে সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন। দুর্নীতি *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

হেলথ্ ইন্স্যুরেন্স/মেডিকেড
৬৫ এবং তদোর্ধ্ব বয়সের ভাই-বোনদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স, মেডিকেড এবং অন্যান্য বেনিফিটের জন্য পরামর্শ এবং সহায়তা করা হয়।
যোগাযোগ করুন–
মোহাম্মদ কামাল হোসেন সরকার
ফোন : 718-316-0399
নিউইয়র্ক স্টেট হেলথ ইন্স্যুরেন্স লাইসেন্সধারী এজেন্ট।

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St, Woodside, NY-11377 718.205-7200
ফ্রি ডেলিভারী
বিশাল মূল্যহ্রাস
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ২টি (কালার চিকেন) ফ্রি
(অথবা ২টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
৩টি হার্ড চিকেন $17.99
We accept all major credit cards
We accept EBT/Foodstamp
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায়

স্টার্লিং SP ফার্মেসী
আপনি অপেক্ষায় থাকতে প্রেসক্রিপশন পুরণের নিশ্চয়তা
ফ্রি শিপআপ ও ডেলিভারী
ফ্রি কনসালটেশন
ই-প্রেসক্রিপশন
বয়স্কদের জন্য ১০% ছাড় প্রতিদিন
ফ্রি ব্লাড প্রেসার, সুগার ও ওজন চেকআপ
হালাল ভিটামিন
ফ্রি বিল পেমেন্ট ব্যবস্থা
সার্জিক্যাল সাপ্লাই
2098 Starling Ave. Bronx, NY 10462. Tel:718-684-6880

Highland Medical Care, PLLC
NAZMUL H. KHAN, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
ফ্রি ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-8991 Fax: 718-262-8992

Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)
917-535-4131
Office: 718-392-5635
Email: MOINUL4@GMAIL.COM
Mega Homes Realty
Commercial and Residential Real Estate Firm

স্বল্পমূল্যে আপনার গৃহস্থালী সামগ্রীর জন্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
মান্নান ডিসকাউন্ট স্টোর এন্ড হাউজহোল্ড সেন্টার
37-14, 37rd Street, Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-426-3542

Shafi Chowdhury
Consultant
Cell: 646-403-6500
HILLSIDE ACCOUNTING SERVICES INC.
Tax, Travel, Payroll & Immigration
167-13 Hillside Ave. 2A, Jamaica NY 11432
Cell: 646-403-6500, Fax: 917-775-7357
E-mail: hillsideaccounting@gmail.com
e-file